রাজকীয় সাউদি আরব
ওয়াক্‌ফ, প্রচার, দিক-নির্দেশনা ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স
মহাসচিবের কার্যালয়
ইলমী গবেষণা বিভাগ

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ

সংকলনে
বিশিষ্ট ওলামাবর্গ

ভাষান্তর
ডঃ মুহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী
ও
শাইখ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الأمانة العامة
الشؤون العلمية

كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة

إعداد
نخبة من العلماء

باللغة البنغالية

ترجمه إلى اللغة البنغالية
الدكتور محمد منظور إلهي والشيخ أبو بكر محمد زكريا

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة باللغة البنغالية.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة، ١٤٢٥هـ

٤٠٨ص ؛ ١٦ × ٢٣سم

ردمك: X-٨٧-٨٤٧-٩٩٦٠

١- الإيمان أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٦٧٨٤

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٦٧٨٤

ردمك: X-٨٧-٨٤٧-٩٩٦٠

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপক্রমনিকা

মাননীয় শাইখ সালেহ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল শাইখ
ওয়াক্ফ, প্রচার, দিক-নির্দেশনা ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী
মহাতত্ত্বাবধায়ক
বাদশাহ ফাহ্দ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স

সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রভু আল্লাহর জন্য, যিনি স্বীয় মহান গ্রন্থে বলেছেন ঃ

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل:١٢٥)

"আপনার প্রভুর পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন"। [সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১২৫]

আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলের উপর, যিনি বলেছেনঃ

« بلغوا عني ولو آية»

"আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও" [বুখারী ঃ হাদীস নং ৩৪৬১]।

পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মুসলমানের কাছে কল্যাণের বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহ্দ ইবনে আবদুল আযীয আল সউদ -"আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন"- এর নির্দেশ বাস্তবায়ন স্বরূপ প্রথমেই সার্বিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আল্লাহর গ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি এবং এর প্রচারকার্য সহজসাধ্য করে ও এর অর্থের অনুবাদকাজ সম্পন্ন করে মুসলিম ও পঠনে আগ্রহী অমুসলিমদের মধ্যে এ গ্রন্থ বিতরণ করার প্রতি। এরপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সে সকল বিষয়ের প্রচারকার্যের প্রতি যা মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের উপকারে আসবে।

মদীনা মুনাওওয়ারায় অবস্থিত বাদশাহ ফাহ্দ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্সের প্রতিনিধি হিসাবে ওয়াকফ, দাওয়াত, দিক-নির্দেশনা ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আল্লাহ তা'আলার দিকে জেনে-বুঝে আহ্বানের গুরুত্বের প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করে। তাই এ মন্ত্রণালয় **"কুরআন ও সুন্নার আলোকে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ"** গ্রন্থটি পেশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছে।

এ বইটি পেশের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে আক্বীদার সেই বিষয়সমূহে বিচক্ষণ করে গড়ে তোলা, যা ঈমানের মূল ভিত্তি। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله »

"নিশ্চয়ই শরীরে এমন একটি রক্তপিন্ড রয়েছে যা বিশুদ্ধ হলে পুরো শরীর বিশুদ্ধ হয়ে যায়"। [বুখারী ঃ ৫২]

আল্লাহ চাহেত অচিরেই এ গ্রন্থের অনুকরণে হাদীস, ফিকহ, যিকর ও দো'আর বেশ কিছু বই প্রকাশিত হবে। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে আশা করি - তিনি এ সকল গ্রন্থ দ্বারা মুসলমানদের উপকার সাধন করবেন।

এ উপলক্ষ্যে আমি আনন্দের সাথে সে সব ভাইদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যারা সংকলন, সম্পাদনা ও বিন্যস্তকরণ এবং অনুবাদের কাজ করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বইটিকে প্রস্তুত করেছেন। আর কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্সের সচিবালয়েরও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি একে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত তদারক করার জন্য।

আল্লাহর কাছে দো'আ করছি তিনি যেন এ দেশটিকে দ্বীনের তদারককারীরূপে এবং বিশুদ্ধ আক্বীদার সংরক্ষকরূপে হেফাযত করেন খাদেমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন, তাঁর বিশ্বস্ত যুবরাজ ও দ্বিতীয় উপপ্রধানের নেতৃত্বের ছায়াতলে। আল্লাহ তাদের সকলকেও হেফাযত করুন। আর আমাদের দো'আর সমাপ্তি হল "সমগ্র জাহানের রব আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা"।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি দ্বীনকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। আর আমাদের জাতি তথা মুসলিম উম্মাহকে সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত করেছেন। তিনি আমাদের মাঝে আমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদের কাছে তাঁর আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেছেন, আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন ও আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন।

সালাত ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর, যাকে আল্লাহ সারা জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, আরও পেশ করছি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥٦)

"আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। [সূরা আয-যারিয়াতঃ৫৬]

আর এ জন্যই তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আক্বীদাই হচ্ছে উক্ত ইবাদাত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য - যে আক্বীদা তার মুল উৎস ও বরকতময় উৎপত্তিস্থল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ হতে গৃহীত । এটাই হচ্ছে এ জগত আবাদের ভিত্তি, আর তার অনুপস্থিতিতে জগতের বিপর্যয়, ধ্বংস ও ত্রুটি অনিবার্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٢)

"যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ থাকত তাহলে উভয়ই বিপর্যস্ত হতো, অতএব তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ কতই না পবিত্র"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (الطلاق:١٢)

"আল্লাহ, যিনি সাত আসমান আর সে পরিমাণ যমীন সৃষ্টি করেছেন, এ সবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন"। [সূরা আত-ত্বালাকঃ১২] অনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

আর যেহেতু শুধু বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এগুলোর বিস্তারিত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় তাই তা মানুষের জন্য স্পষ্ট করে বিস্তারিতভাবে বর্ণনার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠান এবং গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন, যেন তারা জেনে, দেখে-শুনে, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় মূলনীতির ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন। ফলে আল্লাহর রাসূলগণ তাঁর বাণী প্রচার ও প্রসারে ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (فاطر: ٢٤)

"আর প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী এসেছেন"। [সূরা ফাতিরঃ২৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ﴾ (المؤمنون: ٤٤)

"এরপর আমরা একের পর এক আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি"। [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৪৪]

অর্থাৎ তাদের নেতা, ইমাম ও সর্বোত্তম ব্যক্তি তথা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে তাদের ধারা শেষ করে দেয়া পর্যন্ত তারা একের পর এক আগমন করতে থাকেন। তিনি রিসালাতের বাণী প্রচার করেন এবং তার উপর অর্পিত আমানত আদায় করেন, উম্মাতকে উপদেশ প্রদান করেন এবং আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করেন, এবং তাঁর দিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আহবান করেন। তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন। আর আল্লাহর পথে তাকে ভয়ানক কষ্ট দেয়া হয়েছে। এতে তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন যেভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর দিকে আহবান

করতে থাকেন, তাঁর সরল পথের দিশা দিতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তার দ্বারা দ্বীনকে বিজয়ী করেন ও নেয়ামত পরিপূর্ণ করেন। আর তার আহবানে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। আল্লাহ তার দ্বারা দ্বীন এবং নেয়ামতকে পরিপূর্ণ না করা পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণী অবতীর্ণ করেনঃ

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ (المائدة:٣)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ৩]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের সকল মৌলিক ও সাধারণ বিধানসমূহ বর্ণনা করেছেন। যেমনটি দারুল হিজরা (মদীনা)র ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহেমাহুল্লাহ বলেছেনঃ 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ ধারণা করা অসম্ভব যে, তিনি তার উম্মাতকে মল-মূত্র হতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন অথচ তাওহীদ শিক্ষা দেননি'।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল রাসূলদের মতই আল্লাহর তাওহীদ ও দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার প্রতি এবং ছোট বড় সকল শির্ক বর্জনের প্রতি আহবান করতে থাকেন; কেননা সমস্ত রাসূল এ বিষয়ে একমত ছিলেন, এদিকে আহবানের কাজেই তারা নিয়োজিত ছিলেন। বরং এ ছিলো তাদের দাওয়াতী কাজের সূচনা, তাদের রিসালাতের নির্যাস, এবং তাদেরকে প্রেরণের মূলভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (النحل:٣٦)

"আর আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর, অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত দিলেন, আর কিছু সংখ্যকের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেল, সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর অতঃপর দেখ, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের পরিণতি কেমন ছিল"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ৩৬]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء:٢٥)

"আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন হক্ব মা'বুদ নেই সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ২৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾

(الزخرف:٤٥)

"আর আপনার পূর্বে যে সব রাসূল আমরা প্রেরণ করেছি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুনঃ দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া আমরা কি এমন সব মা'বুদ স্থির করেছি যাদের ইবাদত করা হয়?"। [সূরা আয-যুখরুফঃ৪৫]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ﴾ (الشورى:١٣)

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই সব হুকুম প্রণয়ন করেছেন যার নির্দেশ দিয়েছেন নূহকে, আর যা আপনার প্রতি আমরা ওহী হিসাবে প্রেরণ করেছি, এবং যার নির্দেশ আমরা ইব্‌রাহীম, মুসা ও 'ঈসাকে দিয়েছিলাম এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীন (তথা যাবতীয় আক্বীদা ও আহকাম) প্রতিষ্ঠা কর এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়োনা"। [সূরা আশ-শুরাঃ১৩]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ

«الأَنْبِياءُ إِخْوةٌ لعلَّات، أُمَّهاتُهم شتَّى وَدِينُهم وَاحِد»

"নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাই, তাদের মাতাগণ বিভিন্ন, তবে দ্বীন এক"[১]।

সুতরাং তাদের দ্বীন এক, আক্বীদাও এক। শুধুমাত্র শরীয়তের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪৪৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৩৬৫)।

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ (المائدة: ٤٨)

"আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে শরীয়ত ও চলার পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ৪৮]

অতএব প্রত্যেক মু'মিন-মুসলিমের কাছে এটা স্থির ও স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, আক্বীদার ব্যাপারে ইচ্ছামত মতামত দেয়া ও নেয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো তারা নবী - রাসূলগণের আক্বীদা পোষণ করবে এবং যে সব মূলনীতির প্রতি তারা ঈমান এনেছিলেন ও আহবান করেছিলেন, কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে।

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥)

"রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন, আর মু'মিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, আর তাঁর রাসূলদের প্রতি। আমরা তাঁর কোন রাসূলের মধ্যে তারতম্য করিনা। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল"। [সূরা আল-বাকারাহঃ২৮৫]

এ হলো মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য, আর এটাই তাদের পথঃ ঈমান আনা ও মেনে নেয়া, শুনা ও কবুল করা। আর মুমিন যখন এরকম গুণে গুণান্বিত হয় তখন সে নির্বিঘ্ন থাকে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে সমর্থ হয়, তার আত্মা পবিত্র হয় এবং হৃদয় প্রশান্ত হয়। আর পথভ্রষ্ট মানুষেরা তাদের বাতিল আক্বীদার কারণে যে স্ববিরোধিতা, দ্বিধা, সন্দেহ, সংশয়, অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে পতিত হয়, তা থেকে সে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে।

স্থায়ী মূলনীতি, সঠিক ভিত্তি, ও সুদৃঢ় নিয়ম-নীতি সম্বলিত বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদাই পারে মানুষের সুখ-শান্তি, মান মর্যাদা ও দুনিয়া-আখিরাতে তাদের সফলতা নিশ্চিত করতে, অন্য কোন আক্বীদা নয়। কেননা এ আক্বীদার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, দলীলগুলো বিশুদ্ধ ও প্রমাণাদি ত্রুটিমুক্ত এবং তা বিশুদ্ধ ফিতরাত, সঠিক বিবেক ও সুস্থ হৃদয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর এ জন্যই সমস্ত মুসলিম বিশ্ব এ বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আক্বীদা জানার সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। কেননা এ হচ্ছে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, আর মুক্তির স্থায়ী উপায়।

এ সংক্ষিপ্ত সংকলনে মুসলিম ব্যক্তি ইসলামী আক্বীদার এমন মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা এবং বিশেষ নিয়মনীতি খুঁজে পাবে যা থেকে কোন মুসলিম ব্যক্তিই অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। আর সে দেখতে পাবে যে, এ সবকিছুই দলীল ও প্রমাণের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অতএব এটি **কুরআন ও সুন্নার আলোকে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ** সম্বলিত একটি গ্রন্থ। আর এ মৌলিক বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, রাসূলগণ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, অত্যন্ত সুস্পষ্ট যা ছোট বড় প্রত্যেকের জন্যই স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত সময়ে অনুধাবন করা সম্ভব। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে তাওফীক।

এ প্রসঙ্গে যারা এ গ্রন্থ প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন আমরা বিশেষভাবে তাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। তারা হলেনঃ ড. সালেহ ইবনে সা'দ আস্‌সুহাইমী, ড. আব্দুর রাজ্জাক ইবনে আব্দুল মুহসিন আল্‌আব্বাদ, ড. ইব্‌রাহীম ইবনে আমের আর্‌রুহাইলী। অনুরূপভাবে তাদেরকেও আমরা শুকরিয়া জানাই যারা এ বইয়ের সম্পাদনা ও শব্দ বিন্যাসের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা হলেনঃ ড. আলী ইবনে নাসের ফাক্বীহী, এবং ড. আহমাদ ইবনে আতিয়্যাহ আল গামেদী। আরো শুকরিয়া জানাচ্ছি তাদের প্রতি যারা বইটির অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তারা হলেনঃ ড. মুহাম্মাদ মান্‌জুরে ইলাহী ও শাইখ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। অনুরূপভাবে যারা অনুবাদ সম্পাদনা ও মুল্যায়ন করেছেন। তারা হলেনঃ শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ ইবনে আহমাদ কারীম ও শাইখ ইব্‌রাহীম আব্দুল হালীম।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি সকল মুসলিমকে এ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত করবেন। আর 'সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা' একথার মাধ্যমে আমরা আমাদের আহবানের সমাপ্তি টানছি।

মহাসচিব

বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স।

প্রাথমিক কথা

প্রত্যেক মুসলিমের কাছেই ঈমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা, এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মু'মিন ব্যক্তির উপর এর বহু উপকারিতা ও সুফল কি তা গোপন নয়। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এটাই হল সবচেয়ে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং মর্যাদাপূর্ণ লক্ষ্য। আর এর দ্বারাই বান্দা পবিত্র ও সুখী জীবন লাভ করবে, কষ্টদায়ক বস্তু, অনিষ্টতা ও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নাজাত পাবে এবং আখিরাতে সওয়াব, চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি ও অনন্ত কল্যাণ লাভ করবে- যা কখনো বাধাগ্রস্ত হবেনা এবং দূরীভূত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (النحل:٩٧)

"নর ও নারী যে কেউই ঈমানদার হয়ে সৎকাজ করে তাকে আমরা অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের উত্তম কাজ সমুহের বিনিময়ে তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিব"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ৯৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ (الإسراء:١٩)

"আর যারা ঈমানদার হয়ে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাই সাদরে স্বীকৃত হবে"। [সূরা আল-ইস্‌রাঃ১৯]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴾ (طه: ٧٥).

"আর নিশ্চয়ই যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মু'মিন অবস্থায় আসে তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা"। [সূরা ত্বা-হাঃ৭৫]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ (الكهف:١٠٧-١٠٨)

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না"। [সূরা আল-কাহাফঃ১০৭-১০৮]

এ অর্থে পবিত্র কুরআনে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমান ছয়টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে গুলো হচ্ছেঃ আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান, তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান, আখিরাতের উপর ঈমান ও তাকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান। কুরআন কারীম ও সুন্নাতে নববীর বহু স্থানে এ মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যেঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء:١٣٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সে গ্রন্থের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন ও সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফ্‌রী করে সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো"। [সূরা আন-নিসাঃ১৩৬]

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ (البقرة :١٧٧)

"সৎকর্ম শুধু এ নয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাবে, বরং প্রকৃত সৎকাজ হলো ঐ ব্যক্তির কাজ যে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি এবং কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে"। [সূরা আল-বাকারাহঃ১৭৭]

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴾ (البقرة:٢٨٥)

"রাসূল ঈমান এনেছেন ঐ জিনিসের প্রতি যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর মু'মিনগণও, সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, এবং তাঁর গ্রন্থসমূহ ও রাসূলগণের প্রতি, (তারা বলে) আমরা তাঁর কোন রাসূলের মধ্যে তারতম্য করিনা। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি, হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল"। [সূরা আল-বাকারাহঃ২৮৫]

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ﴾ (القمر:٤٩)

"নিশ্চয়ই আমরা প্রতিটি বস্তুকেই নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি"। [সূরা আল-কামারঃ৪৯]

সহীহ মুসলিমে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে বিখ্যাত, তাতে রয়েছেঃ জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়ে বলেন যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন, তিনি বললেনঃ

« أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ، وَمَلائِكَتِه، وَكُتُبِه، ورُسُلِه، وَالْيومِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقدرِ خَيْرِه وَشَرِّه »

"আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, আর তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনা"[১]।

ঈমান এ মহান ছয়টি মূলনীতির উপর স্থাপিত। বরং এগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ছাড়া কারো ঈমানের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। এগুলো এমন মূলনীতি যা পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ও একটির জন্য অন্যটি অপরিহার্য,

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১)

একটি থেকে অন্যটি কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং এগুলোর কোন একটির প্রতি ঈমান আনয়ন করা অন্য মূলনীতিগুলোর উপর ঈমান আনাকে অপরিহার্য করে। আর এগুলোর কোন একটি অস্বীকার করা অন্যগুলোকে অস্বীকার করার শামিল।

আর এজন্যই প্রত্যেক মুসলিমের উপর এ মূলনীতিগুলো শেখা, শিক্ষা দেয়া এবং বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা জরুরী।

নীচে এ মূলনীতিগুলো থেকে প্রথম মূলনীতি তথা আল্লাহর উপর ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো।

প্রথম ভাগ

আল্লাহর উপর ঈমান

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ঈমানের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ, ও মর্যাদাপূর্ণ মূলনীতি। বরং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হলো ঈমানের মূলনীতি সমুহের মুল, ভিত্তি ও স্থিতি। আর অন্যান্য মূলনীতিসমূহ এ মূলনীতি থেকেই উৎসারিত, এর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল ও এর উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহর উপর ঈমান আনা হচ্ছে ঃ প্রভুত্বে, ইবাদাতে, নামে ও গুণে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। সুতরাং আল্লাহর উপর ঈমান এ তিনটি মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বরং নির্ভেজাল দ্বীন ইসলামকে তাওহীদ নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে, এর ভিত্তি হল এ কথার উপর যে, আল্লাহ তাঁর রাজত্বে ও কাজকর্মে একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর তিনি স্বীয় সত্তা, নাম ও গুণাবলীতে একক, তার মত কেউ নেই, এবং তিনি উপাসনা ও ইবাদাতের ক্ষেত্রেও একক, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

আর এর মাধ্যমে জানা গেল যে, নবী-রাসূলগণের তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম প্রকার ঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ববাদ)ঃ

আর তা হচ্ছে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর প্রভু, মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনিই জীবন ও মৃত্যুদানকারী, উপকার ও অপকারকারী, বিপদকালে একমাত্র সাড়া দানকারী। যাবতীয় ব্যাপার তাঁরই অধিনস্ত, তাঁরই হাতে সকল কল্যাণ, আর তাঁর কাছেই সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয়, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদাতে একত্ববাদ) ঃ

আর তা হলো, বিনয়, নম্রতা, ভালবাসা, সম্ভ্রম, রুকু, সেজদা, যবেহ, মানত তথা যাবতীয় ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

তৃতীয় প্রকার ঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ববাদ)ঃ

আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের ভাষায় নিজেকে যে নামে অভিহিত করেছেন এবং যে গুণে গুণান্বিত করেছেন সে নাম ও গুণ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সাব্যস্ত করা। আর যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে এবং তাঁর যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোতে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা এবং এ স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে জানেন, সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি চিরঞ্জীব, ধারক, যাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না, তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবধারিত, পরিপূর্ণ তাঁর প্রজ্ঞা, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, পরম করুণাময়, দয়ালু, আরশের উপর উঠেছেন, যাবতীয় রাজত্ব পরিবেষ্টন করে আছেন, তিনিই মালিক, অত্যন্ত পবিত্র সত্তা, এবং সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী (মু'মিনদের সাথে কৃত ওয়াদার বাস্তবায়নকারী), তত্ত্বাবধায়ক, প্রবল পরাক্রান্ত, প্রতাপশালী, মাহাত্ম্যশীল। মুশরিকগণ যে শরীক করছে তা থেকে আল্লাহ কতই না পবিত্র, ইত্যাদি আরও আল্লাহর যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলী রয়েছে সেগুলোকেও স্বীকার করা।

কুরআন ও সুন্নায় এ তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের উপরই বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সমস্ত কুরআনেই তাওহীদ, এর দাবীসমূহ ও এর পুরস্কার সম্পর্কে, এবং শির্ক, শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিগণ ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নার স্পষ্ট বাণীসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে আলেমগণ তাওহীদের এ তিনটি প্রকার নির্ধারণ করেছেন। মুলতঃ এটা পূর্ণ সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শরীয়তের বাণী সমুহের নির্ধারিত ফলাফল, যা এ শরয়ী বাস্তবতাকে তুলে ধরছে যে, বান্দার নিকট (আল্লাহর) প্রত্যাশিত তাওহীদ হলো, প্রভুত্বে, ইবাদাতে এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া। অতএব যে ব্যক্তি পুরোপুরি এর সমস্ত অংশগুলো বাস্তবায়ন করেনি, সে ঈমানদার নয়।

নীচে তিনটি অধ্যায় রয়েছে, যার প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এ সকল প্রকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ
(প্রভুত্বে একত্ববাদ)

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাওহীদুর রুবুবীয়্যাহর অর্থ, এবং এর উপর কুরআন, সুন্নাহ্‌, যুক্তি, ও ফিতরাত (স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি) এর দলীল-প্রমাণাদি

প্রথমত ঃ রুবুবিয়্যাহ্‌-এর সংজ্ঞা

ক. আভিধানিক অর্থে রুবুবিয়্যাহ শব্দটি "رَبَّ" ক্রিয়াটির মাস্‌দার (ক্রিয়ামূল)। এ থেকেই 'رَبّ' শব্দটি উদ্ভূত। অতএব রুবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহর গুণ, যা 'আর-রব' নাম থেকে গৃহীত। আর শব্দটি আরবী ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন মালিক, অনুসৃত মনিব, সংস্কারক।

খ. পরিভাষায় তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ববাদ) হলোঃ আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে এক বলে স্বীকৃতি দেয়া।

আর আল্লাহর কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, সার্বিক নেতৃত্ব, নেয়ামত দেয়া, আধিপত্য করা, আকৃতি দেয়া, দান করা, নিষেধ করা, উপকার-অপকার করা, জীবন দেয়া, মৃত্যু দান করা, সুদৃঢ় পরিচালনা, ফয়সালা করা ও ভাগ্য নির্ধারণ করা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজে তাঁর কোন শরীক নেই। আর এজন্যই এর প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর ঈমান রাখা বান্দার উপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয়তঃ রুবুবিয়্যাহ্‌-এর প্রমাণ

ক. কুরআন থেকে প্রমাণঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۞ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (لقمان: ١٠-١١)

"তিনি খুঁটি ব্যতীত আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তোমরা তা দেখছ, তিনি যমীনে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে যমীন তোমাদেরকে নিয়ে কাত হয়ে না পড়ে, আর এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্ব প্রকার জন্তু, আর আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি কল্যাণকর সবকিছু। এটি আল্লাহর সৃষ্টি। অতঃপর আমাকে দেখাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে? বরং যালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিপতিত রয়েছে"। [সূরা লুকমানঃ১০-১১]

আর আল্লাহর বাণীঃ

﴿ أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴾ (الطور: ٣٥)

"তারা কি আপনা আপনিই সৃজিত হয়েছে কোন বস্তু ব্যতিরেকে? নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা"। [সূরা আত-তূরঃ৩৫]

খ. হাদীস থেকে প্রমাণঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ কতৃক বর্ণিত মারফু' হাদীসে রয়েছে ঃ

«السَّيِّدُ اللهُ تبارَكَ وتعالى ..»

"মহান আল্লাহই হচ্ছেন 'আস্‌সাইয়্যেদ'..." ।

এছাড়া তিরমিযী ও আরো অনেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে অসিয়ত করার প্রাক্কালে বলেনঃ

« ... وَاعلمْ أنَّ الأمةَ لوِ اجْتمعتْ علَى أَن ينفعُوكَ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قَـدْ كَتَبَه اللهُ لكَ، وإن اجْتمعُوا على أن يضرُّوكَ بشيءٍ لم يضُرُّوك إلا بشيءٍ قد كتبَهُ اللهُ عليكَ، رُفعَتِ الأقلامُ وجفَّت الصحُفُ»

"...আর জেনে রাখ, যদি উম্মতের সকলে তোমার কোন কল্যাণ করতে

একত্রিত হয়, তারা তোমার ততটুকু কল্যাণই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করার উপর একতাবদ্ধ হয় তারা তোমার ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার ব্যাপারে আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর কাগজ শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ তাকদীর নির্দিষ্ট হয়ে গেছে)"[১]।

গ.যুক্তিনির্ভর প্রমাণঃ

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তিনি যে এককভাবে রুবুবীয়্যাহ বা প্রভুত্বের অধিকারী এবং সৃষ্টির উপর যে তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে- এ সকল কিছুর উপর সুস্থ বিবেক প্রমাণ বহন করছে। আর তা হবে আল্লাহর উপর প্রমাণবাহী তাঁর আয়াত (নিদর্শন) সমূহে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। আল্লাহর আয়াত সমুহের বিভিন্নতার ভিত্তিতে সে গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও তদ্বারা তাঁর প্রভুত্বের উপর প্রমাণ পেশের অনেকগুলো পন্থা রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধতম পন্থা দু'টিঃ

প্রথম পন্থাঃ মানবসত্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন সমূহে চিন্তাভাবনা করা, যা 'মানবসত্তাজাত প্রমাণ' নামে পরিচিত; কেননা মানবসত্তা হচ্ছে আল্লাহর সেই মহান নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন যা এ প্রমাণই বহন করছে যে, তিনি প্রভু হিসাবে একক, তাঁর কোন শরীক নেই, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ﴾ (الذاريات:٢١)

"আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, তোমরা কি তা লক্ষ্য করছ না?"। [সূরা আয-যারিয়াতঃ২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴾ (الشمس:٧)

"আর শপথ মানবসত্তার এবং তাঁর যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন"। [সূরা আশ-শামসঃ৭]

---

[১] সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ২৫১৬), মুসনাদ আহমাদ (১/৩০৭), হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান সহীহ বলেছেন, আর হাকিমও তাকে সহীহ বলেছেন।

আর এ জন্যই যদি কোন মানুষ তার নিজের সত্তা ও তাতে আল্লাহর যে আশ্চর্য্য কীর্তি রয়েছে, তা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তবে অবশ্যই তা তাকে এদিকে দিক নিদর্শনা দান করে যে, তার এমন একজন রব রয়েছেন যিনি সৃষ্টিকর্তা, বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ; কেননা যে বীর্য থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, মানুষ নিজে সে বীর্য সৃষ্টি করতে পারে না, কিংবা বীর্যকে রক্ত পিন্ডেও পরিণত করতে পারে না, এবং রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করতে পারে না, আর মাংসপিন্ডকে অস্থিতে পরিণত করতে কিংবা অস্থিকে মাংসে আবৃত করতে পারে না।

দ্বিতীয় পন্থাঃ জগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করা, যা 'জাগতিক প্রমাণ' নামে পরিচিত। এটিও অনুরূপভাবে আল্লাহর সে সব মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম একটি নিদর্শন যা তার রবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের উপর প্রমাণ বহন করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (فصلت:٥٣)

"অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব (আসমান ও যমীনের) দিগন্ত সমুহে, এবং তাদের নিজেদের সত্তায়, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, এ (কুরআন) সত্য, আপনার প্রভু সব কিছুর উপর সাক্ষ্যদাতা হিসাবে কি যথেষ্ট নয়"। [সূরা ফুস্‌সিলাতঃ৫৩]

দিগন্ত জোড়া সৃষ্টি জগত এবং তাতে যে আসমান ও যমীন রয়েছে, আর আকাশে যে তারকারাজী, গ্রহ, সূর্য্য ও চন্দ্রের সমাহার ঘটেছে, এবং যমীনে যে পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজী, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদীর অস্তিত্ব রয়েছে, আর এ সবের পাশাপাশি তাতে রাত-দিনের যে আবর্তন ও সুক্ষ্ম নিয়ম মাফিক বিশ্বজগতের পরিক্রমণ- এ সবকিছু নিয়ে যদি কেউ চিন্তা–গবেষণা করে, তা তাকে সে দিকেই দিক-নির্দেশনা দান করে যে, এ জগতের এমন একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পরিচালনা করছেন। যখনই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সৃষ্টিজগত নিয়ে গবেষণা করে এবং জগতের আশ্চর্য্য বিষয় সমূহ নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, তখনি সে জানতে পারে যে, এ সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে সঠিক উদ্দেশ্যে এবং যথাযথভাবে, আর আল্লাহ স্বীয় সত্তা সম্পর্কে যে সকল সংবাদ দিয়েছেন এগুলো হচ্ছে সে সবের উপর ব্যাপক নিদর্শন ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং তাঁর একত্ববাদের দলীল।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ববাদ) প্রমাণে একদল লোক ইমাম আবু হানীফা রাহেমাহুল্লার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ "এ বিষয়ে কথা বলার আগে তোমরা আমাকে টাইগ্রিস নদীতে চলমান একটি জাহাজ সম্পর্কে তোমাদের কি মত তা জানাও, এটি নিজে নিজেই খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে নিজে নিজেই ফিরে আসছিল, এরপর নিজে নিজেই নোঙ্গর করছিলো আবার ফিরেও যাচ্ছিল, এসব কিছুই হচ্ছিল অথচ কেউই তা পরিচালনা করছিলো না"।

তারা বললঃ এটা অসম্ভব ব্যাপার, কক্ষণো হতে পারে না, তিনি তখন তাদের বললেনঃ "যদি একটি জাহাজের ব্যাপারে এটা অসম্ভব হয় তাহলে এ বিশ্ব জগতের উপর-নিচ সবটার ব্যাপারে তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?"

এভাবে জগতের সুন্দর অবয়ব, সুক্ষ্ম কারুকার্য এবং পরিপূর্ণ সৃষ্টি যে সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ ও এককত্বের উপর প্রমাণ বহন করে সেদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-এর স্বীকৃতি প্রদান আযাব থেকে মুক্তি দেয় না

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ তাওহীদের তিন প্রকারের একটি প্রকার। এজন্যই কোন ব্যক্তির ঈমান তখনই বিশুদ্ধ হতে পারে এবং তাওহীদের প্রতি তার স্বীকৃতি দানও তখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে যখন সে রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এ প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি দানই রাসূলগণকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য নয়। আর শুধুমাত্র এ প্রকার তাওহীদই আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি দেয় না, যতক্ষণ বান্দা এর অপরিহার্য পরিপূরক বলে বিবেচিত তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা ইবাদাতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা না করে।

আর তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (يوسف:١٠٦)

"আর তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এমতাবস্থায় যে, তারা মুশরিক"। [সূরা ইউসুফঃ১০৬]

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে রব তথা প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পরিচালক হিসাবে স্বীকার করে। আর এসবই হচ্ছে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-এর অর্ন্তগত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা তাঁর সাথে মূর্তি ও প্রতিমা প্রভৃতির ইবাদাত করার মাধ্যমে ইবাদাতে শির্ক করে থাকে, যা তাদের কোন উপকার বা অপকার কোনটাই করে না এবং তাদেরকে কোন কিছু প্রদানও করে না, প্রদান করা থেকে বাধাও দেয় না। তাফসীরকারক সাহাবী ও তাবেয়ীগণ আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ 'তাদের ঈমান হলো এমন যে, যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ কে আসমান সৃষ্টি করেছেন, কে যমীন সৃষ্টি করেছেন, কে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলেঃ আল্লাহ, অথচ তারা মুশরিক'।

ইকরিমা বলেনঃ 'আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং কে আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা বলবেঃ আল্লাহ। এটাই হলো আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান, অথচ তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদাত করে থাকে'।

মুজাহিদ বলেনঃ ‘তাদের ঈমান হলো একথা বলা যে, আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, এবং তিনি আমাদের রিযিক দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। এটাই হলো গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদাতের মাধ্যমে শির্ক করার পাশাপাশি তাদের ঈমানের স্বরূপ’।

আবদুর রাহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ইবনে যায়েদ বলেনঃ ‘যে ব্যক্তিই আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদাত করে সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং জানে যে, আল্লাহ তার রব, এবং আল্লাহ তার স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। অথচ সে আল্লাহর সাথে শির্ক করে। আপনি কি দেখেননি ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম কিরূপ বলেছেন ঃ

﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ (الشعراء:٧٥-٧٧)

“তিনি (ইব্‌রাহীম) বললেনঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, কিসের ইবাদাত তোমরা করে আসছ – তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাগণ, নিশ্চয়ই সারা বিশ্বের প্রতিপালক ব্যতীত এরা সবাই আমার শত্রু”। [সূরা আশ-শু‘আরাঃ৭৫-৭৭]

এ অর্থে সালফে সালেহীন[১] থেকে বহু বক্তব্য রয়েছে। বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুশরিকগণ আল্লাহকে রব, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, ও (সবকিছুর) পরিচালক হিসাবে স্বীকার করত। আর আল্লাহর সাথে তারা যে শির্ক করত তা ছিলো ইবাদাতের ক্ষেত্রে। কেননা তারা (আল্লাহর) এমন সব সমকক্ষ ও শরীক স্থির করেছিলো যাদেরকে তারা আহবান করত, তাদের কাছে সাহায্য চাইত এবং তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দাবী দাওয়া পেশ করত।

কুরআন কারীম বহু জায়গায় আল্লাহর সাথে ইবাদাতে শরীক করার পাশাপাশি আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের প্রতি মুশরিকদের স্বীকৃতির কথা বর্ণনা করেছে। এসব স্থানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾

(العنكبوت:٦١)

---

[১] সলফে সালেহীন দ্বারা বুঝায়ঃ সাহাবাদের, এবং সঠিকভাবে তাদের অনুসারী তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীন ও ইমামগণকে– অনুবাদক।

"আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সূর্য ও চন্দ্র কে নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবেঃ'আল্লাহ'। তাহলে কিভাবে তারা ফিরে যাচ্ছে?"। [সূরা আল-আনকাবূতঃ৬১]

এবং আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (العنكبوت:٦٣)

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর মরে যাওয়ার পরে তার দ্বারা যমীনকে জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। বরং তাদের অধিকাংশই বোঝে না"। [সূরা আল-আনকাবূতঃ৬৩]

এবং আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (الزخرف:٨٧).

"আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ'। তারপর কিভাবে তারা ফিরে যাচ্ছে?" [সূরা আয-যুখরুফঃ৮৭]

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণীঃ

﴿ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾ (المؤمنون:٨٤-٨٩).

"বলুনঃ যমীন এবং এতে যা কিছু আছে এ গুলো(র মালিকানা) কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)। অবশ্যই তারা বলবেঃ 'আল্লাহর'। বলুন, তবুও তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না?। বলুন, সাত আসমান ও মহা-আরশের রব কে?

অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে না? । বলুন, কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান (তবে বল)। অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?" । [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৮৪-৮৯]

সুতরাং মুশরিকগণ এটা বিশ্বাস করতো না যে, মূর্তিসমূহই বৃষ্টি বর্ষণ করে, জগতবাসীকে রিযিক দান করে এবং জগতের সবকিছু পরিচালিত করে। বরং তারা বিশ্বাস করতো যে, এগুলো মহান প্রভু আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। তারা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ ব্যতীত যে সকল মূর্তিকে তারা আহবান করে সে গুলোও সৃষ্টবস্তু - যারা স্বয়ং নিজেদের জন্য এবং নিজেদের উপসনাকারীদের জন্যও কোন প্রকার ক্ষতি বা কল্যাণ সাধনের, মৃত্যু ও জীবন দেয়ার এবং পুণরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে না। তারা শোনে না, দেখে না। তারা আরও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই এ সব বৈশিষ্ট্যের একক অধিকারী, যাতে তার কোন শরীক নেই। এ সব বৈশিষ্ট্যের না কোন কিছু তাদের আছে, না আছে তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোর। আর মহান আল্লাহই স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর সব কিছু সৃষ্ট, তিনিই রব (প্রভু), অন্য সবকিছু তার প্রভুত্বের অধীন। অবশ্য তারা সৃষ্ট জগতের কতেককে আল্লাহর শরীক ও মাধ্যম সাব্যস্ত করেছে- যারা তাদের ধারণানুযায়ী আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر: ٣).

"আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যদেরকে অলী-অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তো এ জন্যই তাদের উপাসনা করে থাকি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে" । [সূরা আয-যুমারঃ৩]।

অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য করায়, রিযিক প্রদানে ও দুনিয়ার অন্যান্য ব্যাপারে এসব অলী-আউলিয়াগণ আল্লাহর কাছে তাদের জন্য শাফা'আত করবে।

আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের প্রতি মুশরিকদের এ সাধারণ স্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা ইসলামে দাখিল হয়নি। বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হলো- তারা মুশরিক ও কাফির। আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের ও এতে চিরস্থায়ী ভাবে থাকার ভয় দেখিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জান-

মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, কেননা তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-এর অপরিহার্য পরিপূরক তথা তাওহীদুল ইবাদাতকে প্রতিষ্ঠিত করেনি।

এতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে একত্ববাদের অপরিহার্য পরিপূরক তাওহীদুল ইবাদাত (ইবাদাতে একত্ববাদ)কে প্রতিষ্ঠিত না করে শুধুমাত্র প্রভুত্বে একত্ববাদের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন যথেষ্ট নয় এবং তা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তিও প্রদান করবে না। বরং সে স্বীকৃতি মানবজাতির উপর এমন একটি দলীল - যার দাবী হল দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নেয়া, যার কোন শরীক নেই এবং যা ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করাকে অপরিহার্য্য করে দেয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে একত্ববাদের ক্ষেত্রে বিচ্যুত হওয়ার ধরন

যদিও প্রভুত্বে একত্ববাদের ব্যাপারটি মানবস্বভাবে প্রোথিত রয়েছে, মানবাত্মা স্বভাবগতভাবেই তার স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর তা সাব্যস্তকরণে ভুরি ভুরি দলীল-প্রমাণও রয়েছে, তবুও মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের ভেতর এ বিষয়ে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিচ্যুতির ধরনসমূহ নিম্নলিখিতভাবে পেশ করা যেতে পারেঃ

১. আল্লাহর প্রভুত্বকে একেবারেই অস্বীকার করা এবং তাঁর অস্তিত্বকেও স্বীকার না করা। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে ঐ সকল নাস্তিকগণ যারা এ সৃষ্টজগতের সৃষ্টির কাজকে প্রকৃতি কিংবা দিবস-রজনীর আবর্তন কিংবা অনুরূপ কোন কিছুর প্রতি সম্পর্কিত করে থাকে । আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ (الجاثية: ٢٤)

"তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন নেই। আমরা মরি ও বাঁচি। শুধু কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে"। [সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ২৪]

২. মহান প্রভু (আল্লাহ)র কোন কোন বৈশিষ্ট্য ও প্রভুত্বের কোন কোন গুণাবলীকে অস্বীকার করা। যেমন মৃত্যুদান করা কিংবা মৃত্যুর পর জীবিত করা অথবা উপকার কিংবা অপকার করা বা তদ্রূপ কোন কাজের উপর আল্লাহর ক্ষমতাকে যদি কেউ অস্বীকার করে।

৩. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের কোন কিছু স্থির করা। সুতরাং যে ব্যক্তি সৃষ্টি করা, বিলীন করা, জীবিত করা, মৃত্যুদান করা, কল্যাণ সাধন করা ও অকল্যাণ দূর করা ইত্যাদিসহ রুবুবিয়্যাহ-এর আরো যে সকল গুণাবলী জগত পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সেগুলোর কোন একটির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাথে আরো কোন পরিচালনাকারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে হবে মহান আল্লাহর সাথে শির্ক স্থাপনকারী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ
(ইবাদাতে একত্ববাদ)

أُلوهية (উলুহিয়্যাহ) শব্দটি الإله (আল-ইলাহ্) নাম থেকে গৃহীত। ইলাহের অর্থ হচ্ছে অনুসৃত উপাস্য। সুতরাং 'আল-ইলাহ্' আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্গত একটি নাম। আর উলুহিয়্যাহ আল্লাহর মহান গুণাবলীর অন্তর্গত একটি গুণ। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু হচ্ছেন সেই উপাস্য-মা'বুদ, হৃদয়ের অবশ্য করণীয় কাজ হল যার ইবাদাত করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বিনীত-বিনম্র ও অনুগত হওয়া। কেননা তিনি মহান রব, এ জগতের স্রষ্টা, জগতের সকল বিষয়ের পরিচালক, সকল পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী, সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। এজন্যই পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতা একমাত্র তাঁর জন্য ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। যেহেতু সৃষ্টি, উদ্ভাবন ও পূনর্গঠনের কাজে তিনি একক, সে ক্ষেত্রে আর কেউই তার শরীক হয়নি, তাই সমীচীন হল তিনি ব্যতীত আর সকলকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা, তাঁর ইবাদাতে তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করা।

অতএব তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (তথা ইবাদাতে একত্ববাদ) হল - ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। আর তা হবে এভাবে যে, বান্দা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানবে - একমাত্র আল্লাহই হক্ব মা'বুদ ও উপাস্য, সৃষ্টির কারো মধ্যে মা'বুদ হওয়ার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিরাজমান নেই এবং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সেগুলোর অধিকার রাখে না। যখন বান্দা তা অবগত হবে এবং সত্যিকারভাবে তা স্বীকার করবে, তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করবে। সুতরাং সে ইসলামের প্রকাশ্য শরীয়ত যথা সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ, সৎ কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। আর ইসলামের অপ্রকাশ্য মূলনীতি বাস্তবায়ন করবে তথা আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে। ঐসবের কোন কিছু দ্বারাই সে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি ও তাঁর সাওয়াবের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা পোষণ করবে না।

এ অধ্যায়ে তাওহীদের এ প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাওহীদুল উলুহিয়্যার দলীল ও তার গুরুত্ব বর্ণনা

প্রথম বিষয়
তাওহীদুল উলুহিয়্যার প্রমাণ

ইবাদাত এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব হওয়ার উপর কুরআন ও সুন্নায় বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে যা বিভিন্নভাবে সে বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করছে।

১. কখনো তা ইবাদাতের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ বহন করছে, যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে ঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة:٢١)

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ২১]

এবং আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا ﴾ (النساء:٣٦)

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও তার সাথে কোন কিছুর শরীক করো না"। [সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬]

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ (الإسراء:٢٣)

"আপনার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ২৩]

এছাড়া অনুরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে।

২. কখনো সেসব দলীল বর্ণনা করছে যে, এ প্রকার তাওহীদই সৃষ্টজগতের অস্তিত্বের মূলভিত্তি এবং উভয় জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥٦)

"আর জ্বিন ও মানবকে আমি শুধু আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। [সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৫৬]

৩. কখনো বর্ণনা করছে যে, এটাই রাসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য, যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে ঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل:٣٦)

"আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৩৬]

আল্লাহর আরো বাণী ঃ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء:٢٥).

"আমরা আপনার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তাঁর প্রতি এ ওহী প্রেরণ ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৫]

৪. কখনো বর্ণনা করছে যে, এটাই আল্লাহর গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য, যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে ঃ

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ (النحل:٢)

"তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশ ওহীসহ ফিরিশ্‌তাদেরকে এই বলে নাযিল করেন যে, তোমরা সতর্ক করে দাও যে, নিশ্চয়ই আমি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই। অতএব আমাকে ভয় কর"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ২]

৫. কখনো বর্ণনা করছে এ তাওহীদপন্থীদের বিশাল সাওয়াবের কথা এবং তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যে মহান পুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, সে সবের কথা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام:٨٢)

“যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত” । [সূরা আল-আন‘আম ঃ ৮২]

৬. কখনো এ তাওহীদের বিপরীত বস্তু হতে সতর্ক করছে, এর বিরোধিতার ভয়াবহতা বর্ণনা করছে এবং যে ব্যক্তি এ তাওহীদ ত্যাগ করছে তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা উল্লেখ করছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

(المائدة:٧٢)

“নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না” । [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৭২]

আল্লাহর আরো বাণী ঃ

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (الإسراء:٣٩)

“আর আপনি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্ সাব্যস্ত করবেন না, করলে আপনি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন” । [সূরা আল-ইসরা ঃ ৩৯]

অনুরূপ আরো বহু প্রকার দলীল রয়েছে, যা এ তাওহীদ সাব্যস্তকরন, সেদিকে আহ্বান, এর মর্যাদার ঘোষণা ও তাওহীদপন্থীদের সাওয়াবের বর্ণনা এবং এর বিরোধিতার বড় ভয়াবহতার দিকটি প্রতিপন্ন করছে।

অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ও এ তাওহীদ ও তার গুরুত্বের উপর প্রমাণবাহী দলীল দ্বারা ভরপুর। সে সবের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. বুখারী তার স্বীয় সহীহ গ্রন্থে মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يـــا معـــاذ أتدري ما حقُّ الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعـــبدوه ولا يُشـــركوا به شيئاً، أتدري ما حقُّهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يُعذِّبهم»

"হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে?" মু'আয বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ "তারা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। তুমি কি জান আল্লাহর উপর তাদের কি অধিকার রয়েছে?" মু'আয বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না"[১]।

২.ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আযকে ইয়ামানে পাঠানের প্রাক্কালে বললেন,

«إنَّك تقدمُ على قومٍ من أهلِ الكتابِ فليكن أول ما تدعوهُمْ إلى أن يوحِّدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلكَ فأخبرْهُم أنَّ الله فرض عليهم خمسَ صلواتٍ ...، الحديث»

"তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের কাছে গমন করছ। অতএব তাদেরকে তুমি মহান আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেয়ার প্রতি সর্বপ্রথম আহ্বান করবে। এ বিষয়টি তারা জেনে নিলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন....." আলহাদীস, বুখারী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২]।

৩.ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«مَن ماتَ وهو يدعُوْ مِن دونِ الله نِدًّا دخلَ النارَ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সমকক্ষ স্থির করে আহ্বান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[৩]।

৪.জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«مَنْ لقيَ الله لا يُشركُ بِهِ شيئاً دخلَ الجنَّةَ، ومَن لقيَهُ يُشركُ به شيئاً دخلَ النارَ»

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৩৭৩)

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৩৭২)

[৩] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৪৯৭)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শির্ক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করা অবস্থায় তাঁর সাক্ষাতে যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়

এ তাওহীদের গুরুত্ব ও এ বর্ণনা যে, তা রাসূলগণের দাওয়াতের মূলভিত্তি

নিঃসন্দেহে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহই মানবতার কল্যাণের জন্য সার্বিকভাবে মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। একে প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি সৃষ্টজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং শরীয়তসমূহ প্রণয়ন করেছেন। এ তাওহীদ বিরাজমান থাকলে কল্যাণ হয়, আর না থাকলে অনিষ্টতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। এ কারণেই এ তাওহীদ রাসূলগণের আহ্বানের মূলমন্ত্র, তাদেরকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য এবং তাদের দাওয়াতের মূলভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل:٣٦)

"আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৩৬]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء:٢٥)

"আমরা আপনার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তাঁর প্রতি এ ওহী প্রেরণ ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৫]

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯৩)

বহু স্থানে কুরআন কারীম এ প্রমাণ বহন করছে যে, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহই রাসূলগণের দাওয়াতের উদ্বোধনী বিষয় এবং আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক রাসূলই স্বীয় জাতিকে যে বিষয়ের প্রতি প্রথম আহ্বান করেন তা হল আল্লাহর একত্ববাদ এবং ইবাদাতকে তাঁর জন্য খালেস করে নেয়া। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ﴾ (الأعراف:٦٥)

"আর 'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ﴾ (الأعراف:٧٣)

"আর সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭৩]

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ﴾ (الأعراف:٨٥)

"আর মাদ্য়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৮৫]

তৃতীয় বিষয়

এ তাওহীদ রাসূলগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদের মূল বিষয় ছিল

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইবাদাতের একত্ববাদই ছিল সকল রাসূলগণের দাওয়াতী কাজের উদ্বোধনী বিষয়। সুতরাং আল্লাহ যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছেন, স্বীয় জাতির প্রতি তার প্রথম আহ্বান ছিলো আল্লাহর একত্ববাদ। এজন্যই নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের মধ্যকার বিবাদ ছিলো সে বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই। কেননা নবীগণ স্বীয় জাতির লোকদেরকে আহ্বান করতেন আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর

জন্য ইবাদাতকে খালেস করে নেয়ার প্রতি, আর সে সব জাতির লোকেরা জেদ করত শির্ক ও প্রতিমা পূজার উপর থেকে যাওয়ার জন্য, শুধুমাত্র তাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন।

মহান আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালামের জাতি সম্পর্কে বলেন ;

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ (نوح:٢٣-٢٤)

"আর তারা বলেছিল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া', ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাস্‌রকে'। এরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না"। [সূরা নূহ ঃ ২৩-২৪]

তিনি হুদ আলাইহিস সালামের জাতি সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

(الأحقاف:٢٢)

"তারা বলেছিল, আপনি কি আমাদের উপাস্যদের (পূজা) হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন? আপনি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিচ্ছেন, তা আনয়ন করুন"। [সূরা আল-আহক্বাফ ঃ ২২]

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (هود:٥٣)

"তারা বলল, হে হুদ! আপনি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করেননি। আর আপনার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব না এবং আমরা আপনাতে বিশ্বাসী নই"। [সূরা হুদ ঃ ৫৩]

আর সালেহ আলাইহিস সালামের জাতি সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (هود:٦٢)

"তারা বলল, হে সালেহ! এর পূর্বে আপনি ছিলেন আমাদের মধ্যে আশার স্থল। আপনি কি আমাদেরকে নিষেধ করছেন তাদের ইবাদাত করা হতে, যাদের ইবাদাত করত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই গুরুতর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি সে বিষয়ে, যার প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান করছেন"। [সূরা হুদ ঃ ৬২]

শু'আইব আলাইহিস সালামের জাতি সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (هود:٨٧)

"তারা বলল, হে শু'আইব! আপনার সালাত কি আপনাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি তাও ছেড়ে দিতে হবে? আপনি তো একজন সহিষ্ণু, ভাল মানুষ"। [সূরা হুদ ঃ ৮৭]
কুরাইশ বংশের কাফিরদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ (ص:٤-٧)

"এরা বিস্ময়বোধ করছে যে, এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আগমন করলেন। আর কাফিররা বলল, এ তো এক মিথ্যাবাদী যাদুকর। সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্‌ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। এ এক মনগড়া উক্তি মাত্র"। [সূরা সাদ ঃ ৪-৭]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا * إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا * أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان:٤١-٤٤)

"তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে, বলে, এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতাম। আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট। আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুর মতই, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট"। [সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪১-৪৪]

এ সকল দলীল ও অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট অন্যান্য প্রমাণ এটাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে যে, নবীগণ ও তাদের স্ব স্ব জাতির মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদ ছিলো ইবাদাতে একত্ববাদ ও আল্লাহর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে নেয়ার প্রতি আহ্বানকে কেন্দ্র করেই।

সহীহ্ হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، ويُقِيمُوا الصلاةَ ، ويؤتُوا الزكاةَ، فإذا فعلُوا ذلكَ عَصمُوا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّ الإسلام ، وحِسَابُهم على الله»

"আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। অতঃপর যখনই তারা সে কাজগুলো করবে, তখনই আমার থেকে স্বীয় জান-মাল রক্ষা করে নেবে, ইসলামের হক্ব[১] ব্যতীত। আর তাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপর"[২]।

সহীহ্ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো সাব্যস্ত হয়েছে

---

[১] ইসলামের হক্ব বলতে বুঝায়ঃ ইসলামের দন্ডবিধি আইন। সুতরাং কেউ দন্ডনীয় অপরাধ করলে ইসলামের দাবী অনুযায়ী সে তার সাজা পাবেই। সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইনানুসারে তার জান ও মালের নিরাপত্তা আর থাকবে না -অনুবাদক।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২৫) এবং সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২)

- তিনি বলেছেন,

«مَـــن قَالَ لاَ إلهَ إلا الله وكَفرَ بما يُعبدُ مِنْ دونِ اللهِ حرُم مالُه ودمُه وحسابُه عَلَى الله»

"যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত আর যা কিছুর উপাসনা করা হয় তা সে অস্বীকার করে, তাহলে তার সম্পদ ও প্রাণ হানি করা হারাম এবং তার হিসাব নেয়ার ভার আল্লাহর উপর"[১]।

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৩)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গে

এতে রয়েছে কয়েকটি বিষয়

প্রথম বিষয়
ইবাদাতের অর্থ এবং যে সকল মূলনীতির উপর এর বুনিয়াদ

ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ নম্র ও অনুগত হওয়া। বলা হয় بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ অর্থাৎ অবনত উট (যা আরোহণকারীদের অনুগত), এবং طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ অর্থাৎ উপযোগী রাস্তা, যখন পায়দল চলার কারণে তা চলাচলের উপযোগী হয়।

আর শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদাত হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের ব্যাপক একটি নাম'।

ইবাদাতের কিছু প্রকারভেদ উল্লেখের সময় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

তিনটি রুকনের উপর ইবাদাতের ভিত্তি স্থাপিত ঃ

এক ঃ মা'বুদ তথা আল্লাহ পাকের জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (البقرة:١٦٥)

"আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৬৫]

দ্বিতীয় ঃ পরিপূর্ণ আশা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ﴾ (الإسراء:٥٧)

"এবং তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৫৭]

তৃতীয় ঃ আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ (الإسراء:٥٧)

"এবং তারা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৫৭]

এ তিনটি মহান রুকনকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের শুরুতে স্বীয় বাণীতে এভাবে একত্রিত করেছেন ঃ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

"সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, যিনি দয়াময় পরম দয়ালু, প্রতিদান দিবসের মালিক"। [সূরা আল-ফাতিহা ঃ ২-৪]

প্রথম আয়াতটিতে রয়েছে ভালবাসার বিষয়টি। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন নেয়ামতদাতা। আর নেয়ামতদাতাকে তার নেয়ামতদানের পরিমাণ অনুযায়ী ভালবাসা হয়। দ্বিতীয় আয়াতটিতে রয়েছে আশার বিষয়টি। কেননা দয়ার গুণে গুণান্বিত সত্তার কাছেই রহমাতের আশা করা যায়। আর তৃতীয় আয়াতটিতে রয়েছে ভয়ের প্রতি ইঙ্গিত; কেননা প্রতিদান ও হিসাবের অধিপতির কাছে শাস্তি পাওয়ার ভয় রয়েছে।

এজন্যই এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ অর্থাৎ হে প্রভু! আমি আপনার ইবাদাত করি এ তিনটি বিষয় সহকারে ঃ আপনার প্রতি ভালবাসা পোষণ সহকারে, যার উপর প্রমাণ বহন করছে ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ আর আপনার প্রতি আশা পোষণের সাথে, যার দলীল হল ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ এবং আপনাকে ভয় করার সাথে, যার উপর প্রমাণ হল ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

আর ইবাদাত দু'টি শর্ত ছাড়া কবুল হয় না ঃ

১. ইবাদাতে মা'বুদ তথা আল্লাহর জন্য ইখলাস থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে কৃত আমল ছাড়া অন্য আমল কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (البينة:٥)

"তারা তো শুধু আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদাত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে"। [সূরা আল-বাইয়েনাহ ঃ ৫]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (الزمر:٣)

"জেনে রাখ, নিখুঁত ও খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৩]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ (الزمر:١٤)

"বলুন, আমি আল্লাহরই ইবাদাত করি, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে"। [সূরা আয-যুমার ঃ ১৪]

২. **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থাকতে হবে;** কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ মোতাবেক না হলে আল্লাহ কোন আমল কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر:٧)

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক"। [সূরা আল-হাশর ঃ ৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء:٦٥)

"কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তারা তা মেনে নেয়"। [সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা এর অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত"[১]। হাদীসের رَدٌّ শব্দটির অর্থ مردود عليه অর্থাৎ তার প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হবে।

---

[১] সহীহ আল-বুখারী (হাদীস নং২৬৯৭)।

অতএব ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আমলই বিবেচনায় আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা খালেসভাবে আল্লাহর জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী সঠিকভাবে করা না হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী - ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (هود:٧، الملك:٢) "যেন (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন - তোমাদের মধ্য হতে কে কর্মে উত্তম" [সূরা হুদ ঃ৭, সূরা আল-মূলক ঃ২] এ আয়াতের أحسنُ عملا এর অর্থ সম্পর্কে ফুদাইল ইবনে ইয়াদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ أَخْلَصُه وأَصْوَبُه অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী খালেস আমল ও সর্বাধিক সঠিক আমল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ হে আবু আলী! সবচেয়ে বেশী খালেস ও সর্বাধিক সঠিক আমল কোনটি? তিনি বললেনঃ 'আমল যখন খালেস হবে কিন্তু সঠিক হবে না, তখন তা কবুল হবে না। আর সঠিক হল কিন্তু খালেস হল না, তাও কবুল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা খালেস এবং সঠিক উভয়ই না হবে। খালেস হল যা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে এবং সঠিক হল যা সুন্নাহ্ অনুযায়ী হবে'[১]।

যে সকল আয়াত এ দু'টি শর্তকে একত্রে বর্ণনা করেছে তম্মধ্যে রয়েছে সূরা আল-কাহ্ফের শেষে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف:١١٠)

"বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি এ প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র প্রকৃত ইলাহ্। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকেই শরীক না করে"। [সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ১১০]

---

[১] হেলইয়াতুল আওলিয়া (৮/৯৫)

দ্বিতীয় বিষয়
ইবাদাতের কিছু প্রকারের বর্ণনা

ইবাদাতের অনেক প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক সৎকর্ম যা আল্লাহ্ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, চাই তা কথা হোক কিংবা কাজ হোক, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক, তা-ই ইবাদাতের প্রকারসমূহের একটি প্রকার। নীচে এর উপর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলঃ

১. ইবাদাতের প্রকারসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ দো'আ। প্রার্থনার দো'আ ও ইবাদাতের দো'আ দু'টোই এতে শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (غافر: ١٤)

"সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে"। [সূরা গাফির ঃ ১৪]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (الجن: ١٨)

"আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না"। [সূরা আল-জ্বিন ঃ ১৮]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (الأحقاف: ٥-٦)

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে আহ্বান করে যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার আহ্বানে সাড়া দিবে না? আর অবস্থা তো এরকম যে, এসব কিছু তাদের আহ্বান সম্পর্কে অবহিতও নয়। যখন (কিয়ামতের দিন) মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে, তখন সে সকল কিছু হবে তাদের শত্রু এবং সেগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে"। [সূরা আল-আহকাফ ঃ ৫-৬]

অতএব যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে এমন কিছুর জন্য আহ্বান করে যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ দিতে সমর্থ নন, তাহলে সে ব্যক্তি হবে মুশরিক ও কাফির, চাই আহুত ব্যক্তি জীবিত হোক কিংবা মৃত। আর যদি কেউ জীবিত

কাউকে এমন বস্তুর জন্য আহ্বান করে যার উপর সে সামর্থবান, যেমন এমন বলা যে, হে অমুক আমাকে আহার করাও কিংবা হে অমুক! আমাকে পান করাও ইত্যাদি, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর যে ব্যক্তি মৃত কিংবা অনুপস্থিত কাউকে অনুরূপভাবে ডাকে, তাহলে সে হবে মুশরিক। কেননা মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নয়।

আর দো'আ দু' প্রকার ঃ প্রার্থনার দো'আ ও ইবাদাতের দো'আ।

প্রার্থনার দো'আ হল - আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়া। আর ইবাদাতের দো'আর মধ্যে নৈকট্য লাভের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কেননা যে আল্লাহর ইবাদাত করে, সে স্বীয় কথা ও অবস্থার ভাষায় তার রবের কাছে উক্ত ইবাদাত কবুল করার এবং এর উপর সাওয়াব দেয়ার আবেদন করে থাকে।

কুরআনে দো'আর যত নির্দেশ এসেছে, আর গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো'আ করা থেকে যত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং দো'আকারীদের যত প্রশংসা করা হয়েছে, সে সবই প্রার্থনার দো'আ ও ইবাদাতের দো'আকে শামিল করে থাকে।

২, ৩, ৪. ইবাদাতের প্রকারসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে ঃ ভালবাসা, ভয় ও আশা। এ প্রকারগুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো ইবাদাতের রুকন।

৫.ইবাদাতের প্রকারসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে ঃ তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুল হল কোন কিছুর উপর নির্ভর করা।

আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) হল ঃ কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি দূর করার যে উপায়সমূহ আল্লাহ তা'আলা প্রণয়ন করেছেন এবং বৈধ সাব্যস্ত করেছেন তা অবলম্বন করে তাঁর প্রতি ভরসা ও প্রত্যয় রেখে তাঁর কাছেই বিষয়টি সত্যিকারভাবে সোপর্দ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة:٢٣)

"আর আল্লাহর উপরই তোমরা নির্ভর কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾ (الطلاق:٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট"। [সূরা আত-ত্বালাকঃ৩]

৬, ৭, ৮. ইবাদাতের প্রকারসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে ঃ আগ্রহ, ভীতি ও বিনয়।

আগ্রহ হল ঃ প্রিয় বস্তুর কাছে পৌঁছার ভালবাসা ও টান। ভীতি হল ঃ এমন ভয় যা ভয়ের বস্তু থেকে পলায়নের ফলে সৃষ্ট। আর বিনয় হল ঃ আল্লাহর মহিমার কাছে এমনভাবে ছোট হওয়া ও বিনম্র হওয়া, যাতে তাঁর পার্থিব ও শরয়ী ক্ষেত্রের ফয়সালাকে সে মেনে নেয়। ইবাদাতের এ তিনটি প্রকার উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَٰشِعِينَ﴾

(الأنبياء: ٩٠)

"তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতি সহকারে এবং তারা ছিলো আমাদের নিকট বিনীত"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৯০]

৯. ইবাদাতের প্রকারের মধ্যে আরো রয়েছে ঃ সশ্রদ্ধ ভয়। আর তা হল সেই ভয়, যা ঐ সত্তার মহত্ত্ব ও পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকার উপর স্থাপিত, যে সত্তাকে সে ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي﴾ (البقرة: ١٥٠)

"সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৫০]

﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ﴾ (المائدة: ٣)

"সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৩]

১০. তম্মধ্যে আরো আছে ঃ ইনাবাহ (প্রত্যাবর্তন)। আর তা হল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা ও তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُۥ﴾ (الزمر: ٥٤)

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর”। [সূরা আয-যুমার ঃ ৫৪]

১১. তন্মধ্যে রয়েছে ঃ ইস্তে‘আনা (সাহায্য প্রার্থনা)। আর তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة:٥)

“আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি”। [সূরা আল-ফাতিহা ঃ ৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাসকে অসিয়ত করার সময় বলেন ঃ

إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

“যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও”[১]।

১২. এতে আরো রয়েছে ঃ ইস্তে‘আযা (আশ্রয় চাওয়া)। আর তা হল অপছন্দনীয় বস্তু থেকে আশ্রয় দেয়ার ও রক্ষা প্রদানের আবেদন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (الفلق:١، ٢)

“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে”। [সূরা আল-ফালাক ঃ ১-২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَٰهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾

(الناس:١-٤)

“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে”। [সূরা আন-নাস ঃ ১-৪]

---

[১] সুনানে তিরমিযী (২৫১৬), মুসনাদে আহমাদ (১/৩০৭), তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান এবং হাকিম সহীহ বলেছেন।

১৩. তাতে আরো রয়েছে ঃ ইস্তেগাসা (উদ্ধারের আবেদন)। আর তা হল বিপদ-আপদ ও ধ্বংস থেকে উদ্ধারের আবেদন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (الأنفال:٩)

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করলেন"। [সূরা আল-আনফাল ঃ ৯]

১৪. এতে আরো রয়েছেঃ যবেহ করা। আর তা হল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কোন প্রাণী বধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام:١٦٢)

"বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (الكوثر:٢)

"সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং যবেহ করুন"। [সূরা আল-কাউসার ঃ ২]

১৫. তন্মধ্যে আছে ঃ মানত করা। আর তা হল কোন ব্যক্তি তার নিজের উপর নিজেই কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া, কিংবা ওয়াজিব নয় আল্লাহর আনুগত্যের এমন কোন কাজকে অপরিহার্য করে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (الإنسان:٧)

"তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনকে ভয় করে, যে দিনের অনিষ্ট হবে ব্যাপক"। [সূরা আল-ইনসান ঃ ৭]

এগুলো হল ইবাদাতের প্রকারসমূহের কিছু উদাহরণ। এর সমস্ত কিছুই একমাত্র আল্লাহর অধিকারভূক্ত, যার কোন কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা জায়েয নেই।

শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ইবাদাত আদায় করা হয়, সে অনুযায়ী

ইবাদাত তিন প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ অন্তরের ইবাদাত। যেমন ভালবাসা, ভয়, আশা, (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসা, সশ্রদ্ধ ভয়, ভীতি, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ জিহ্বার ইবাদাত। যেমন প্রশংসা করা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, তাসবীহ পাঠ, ইস্তেগফার, কুরআন তেলাওয়াত ও দো'আ প্রভৃতি।

তৃতীয় প্রকার ঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের ইবাদাত। যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, সাদাকাহ, জিহাদ ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতের ব্যাপারে সর্বাত্মকরূপে এ আগ্রহই পোষণ করতেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ তথা একত্ববাদের বাস্তবায়নকারী ও শক্তিশালী সংরক্ষক হতে পারে, এবং তাওহীদ বিরোধী ও এর বিপরীত যাবতীয় উপায়-উপকরণকে পরিহার করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة:١٢٨)

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল আগমন করেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী। মু'মিনদের প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু"। [সূরা আত-তাওবাহ ঃ ১২৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শির্ক করা থেকে অতিমাত্রায় নিষেধ করেছেন। যে সমস্ত কথা ও কাজ দ্বারা তাওহীদে ঘাটতি হয় কিংবা তাতে ত্রুটি সৃষ্টি হয় তা থেকে উদার সত্যনিষ্ঠ দ্বীন তথা ইব্‌রাহীমের যে মিল্লাত দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, সে মিল্লাতের সুরক্ষার জন্য তিনি বিশেষভাবে ও ব্যাপকভাবে বারংবার সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সুন্নায় প্রচুর এসেছে। ফলে তিনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সন্দেহ সংশয় নিরসন করেছেন, ওজরের পথ রুদ্ধ করেছেন এবং পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আগত বিষয়সমূহে এমন কিছু পেশ করা হবে যার মাধ্যমে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ সংরক্ষণের বিষয়টি এবং তিনি যে শির্ক ও বাতিলের দিকে পরিচালনাকারী প্রত্যেক পথ বন্ধ করে দিয়েছেন সেটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

প্রথম বিষয় ঃ ঝাড়ফুঁক

ক. সংজ্ঞা ঃ আরবীতে ঝাড়ফুঁককে الرقى বলা হয় যা رقية শব্দের বহুবচন।

আর ঝাড়ফুঁক হল আরোগ্য ও সুস্থতা লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন কারীম কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দো'আসমূহের কিছু পড়া ও ফুঁক দেয়া।

খ. হুকুম ঃ এর হুকুম হল তা জায়েয। জায়েয হওয়ার কিছু দলীল নিচে দেয়া হল ঃ

আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "আমরা জাহেলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। অতঃপর এ সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি বললেন ঃ

«اعْرِضُوا عليَّ رُقَاكُم، لاَ بأسَ بالرقَى مَا لم يَكنْ فيه شِرْكٌ»

"আমার কাছে তোমাদের ঝাড়ফুঁক পেশ কর। ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক করাতে কোন অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোন শির্ক না থাকবে"। মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

(رَخَّصَ رسولُ اللهِ ﷺ في الرقيةِ مِنَ العينِ والحمةِ والنملةِ)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখলাগা[২], বিষাক্ত জীব[৩] ও আঘাত[৪] থেকে ঝাড়ফুঁক করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন"। মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[৫]।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২০০)

[২] العين বা চোখলাগা হচ্ছে - আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপকারী নিজ চোখ দ্বারা অন্যকে আক্রান্ত করা।

[৩] আরবী الحمة শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল বিষ। হাদীসের মর্ম হল - তিনি প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী থেকে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন অজগর কিংবা বিচ্ছু বা অনুরূপ কোন কিছুর ছোবল।

[৪] আরবী النملة শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ পার্শ্বদেশে যে আঘাত প্রকাশ পায়।

[৫] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২১৯৬)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«مَنِ اسْتطاعَ أَنْ ينفعَ أخاه فَلْيفعلْ»

"যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে"। মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন ঃ আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তার অসুস্থতার কথা জানাত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত দিয়ে তাকে মাসেহ করে বলতেন ঃ

«أَذْهِب الباس ربَّ الناس وَاشْفِ أنتَ الشافي لاَ شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ شِفاءً لا يُغادِرُ سَقماً»

"হে মানুষের প্রভু! আপনি বিপদ দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন। আপনিই তো আরোগ্যদাতা। আপনার আরোগ্যদান ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করুন যাতে আর কোন রোগ-বালাই থাকবে না"। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন[২]।

গ. ঝাড়ফুঁকের শর্তসমূহ ঃ ঝাড়ফুঁক জায়েয ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্ত ঃ এমন বিশ্বাস পোষণ না করা যে, আল্লাহ ছাড়াই এ ঝাড়ফুঁক স্বয়ং নিজে উপকার করে থাকে। অতএব যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, ঝাড়ফুঁক আল্লাহ ছাড়াই স্বয়ং উপকার করে থাকে, তাহলে এ বিশ্বাস হবে হারাম, বরং তা হবে শির্ক। তাই এমন বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়ফুঁক এমন একটি উপকরণ যা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া উপকার করে না।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ ঝাড়ফুঁক এমন কিছু দ্বারা হতে পারবে না, যা শরীয়তের পরিপন্থী। যেমন গায়রুল্লার কাছে দো'আ করা কিংবা জ্বিনের কাছে বিপদ থেকে

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২১৯৯)

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৫৭৪৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২১৯১)

উদ্ধারের আবেদন বা অনুরূপ কোন বিষয় ঝাড়ফুঁকে শামিল থাকলে তা হবে হারাম, বরং তা শির্ক বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় শর্ত ঃ ঝাড়ফুঁক বোধগম্য এবং জ্ঞাত হতে হবে। অতএব ঝাড়ফুঁক যদি যাদু-মন্ত্র কিংবা ভেলকি জাতীয় কিছু হয়, তাহলে তা জায়েয হবে না।

ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ কোন ব্যক্তি ঝাড়ফুঁক করতে ও ঝাড়ফুঁক করার আবেদন করতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ "উত্তম বাণী দ্বারা ঝাড়ফুঁক করলে কোন অসুবিধা নেই"।

ঘ. নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁক ঃ যে সকল ঝাড়ফুঁকে পূর্ববর্ণিত শর্তসমূহ পরিপূর্ণ হবে না, তা হারাম ও নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁক বলে গণ্য হবে। যেমন ঝাড়ফুঁককারী কিংবা ঝাড়ফুঁককৃত ব্যক্তি যদি এ বিশ্বাস করে যে, ঝাড়ফুঁক নিজেই উপকার ও প্রতিক্রিয়া করে থাকে ; অথবা সে ঝাড়ফুঁকে যদি থাকে শির্কযুক্ত শব্দমালা ও কুফ্‌রী অসিলার শরণাপন্ন হওয়া এবং বেদ'আতী শব্দ ও অনুরূপ কোন কিছু ; অথবা ঝাড়ফুঁক যদি মন্ত্র-তন্ত্র ও অনুরূপ কিছুর মত অবোধগম্য শব্দ দ্বারা হয়।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ তাবীয-কবচ

ক. সংজ্ঞা ঃ তাবীয-কবচ হল কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি দূর করার জন্য ঘাড়ে কিংবা অন্যত্র যে সকল তাবীয, মালা কিংবা হাড্ডি অথবা অনুরূপ কিছু ঝুলিয়ে রাখা হয়। জাহেলী যুগে আরবগণ তাদের সন্তানদের শরীরে এসব ঝুলিয়ে রাখত। তাদের বাতিল ধারণা ছিলো এ দ্বারা তাদের সন্তানগণ চোখলাগা থেকে বেঁচে থাকবে।

খ. হুকুম ঃ এর হুকুম হল তা হারাম।

বরং তা এক প্রকার শির্ক; কেননা এতে রয়েছে গায়রুল্লার সাথে (নির্ভরতামূলক) সম্পর্ক স্থাপন। কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রতিরোধকারী নেই। একমাত্র আল্লাহ, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর মাধ্যমেই ক্ষতিকর ও কষ্টদানকারী বস্তু প্রতিরোধ করার আবেদন করা যায়।

ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»

"নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও যাদুটোনা হচ্ছে শির্ক "। আবু দাউদ ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

আবদুল্লাহ ইবনে 'আকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

«مَن تعلّق شيئاً وُكِلَ إلَيه»

"যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলিয়ে রাখে, তাকে সে জিনিসের প্রতি সোপর্দ করা হয়"। হাদীসটি আহমাদ, তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন[২]।

'উকবা ইবনে 'আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

«مَنْ تعلّق تميمةً فلا أتمَّ اللهُ له، وَمَنْ تعلّقَ ودَعةً فلا ودعَ اللهُ له»

"যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ না করুন। আর যে ব্যক্তি শামুক ঝুলায়, আল্লাহ তাকে নিরাপদ না রাখুন"। হাদীসটি আহমাদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন[৩]।

"উকবা ইবনে 'আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

«مَنْ علّق تميمةً فقَدْ أشْرَكَ»

"যে ব্যক্তি তাবীজ লাগাল, সে শির্ক করল"। আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[৪]।

---

[১] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৩৮৮৩), মুস্তাদরাক (৪/২৪১), হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

[২] মুসনাদ আহমাদ (৪/৩১০), সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ২০৭২), মুস্তাদরাক হাকিম (৪/২৪১), হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

[৩] মুসনাদ আহমাদ (৪/১৫৪), মুস্তাদরাক হাকিম (৪/২৪০), হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

[৪] মুসনাদ আহমাদ (৪/১৫৬), হাকিম একে সহীহ বলেছেন (৪/২৪৪), আবদুর রহমান ইবনে হাসান বলেন ঃ এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

এ সকল দলীল ও অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট অন্যান্য দলীল শির্কযুক্ত সে সব ঝাড়ফুঁক থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে পেশ করা হয়েছে, যা ছিলো আরবদের অধিকাংশ ঝাড়ফুঁক। এতে শির্ক থাকায় ও গায়রুল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বিধায় এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

গ. ঝুলানো বস্তুটি যদি কুরআন কারীমের অন্তর্গত কোন আয়াত হয় ঃ

এ মাসআলায় ওলামাদের মতভেদ রয়েছে। কতিপয় আলেম এটি জায়েয বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আর কেউ কেউ তা নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, আরোগ্য লাভের কামনায় কুরআন ঝুলানো জায়েয নেই। চারটি কারণে এ মতটি সঠিক ঃ

১. তাবীজ ঝুলানো সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপকতা। আর সে ব্যাপকতাকে খাস ও নির্দিষ্ট করার কোন দলীল নেই।

২. (হারামের) পথ বন্ধ করার জন্য; কেননা কুরআন ঝুলানোর ব্যাপারটি কুরআন নয় এমন কিছু ঝুলানোর দিকে পরিচালিত করবে।

৩. কুরআন ঝুলানো হলে বাথরুমের প্রয়োজন সমাধা করার সময় কিংবা ইস্তেনজা ও অনুরূপ কোন কাজ করা অবস্থায় একে সাথে বহন করার কারণে এর অমর্যাদা হয়।

৪. কুরআনের দ্বারা আরোগ্য লাভের বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় এসেছে। আর তা হল অসুস্থ ব্যক্তির উপর কুরআন পাঠ করা। অতএব এ অবস্থা অতিক্রম করে আর কিছু করা ঠিক হবে না।

তৃতীয় বিষয়ঃ আংটি, সুতা ও অনুরূপ কিছু পরিধান করা

ক. আংটি হল লোহা অথবা স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য বা তাম্র অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা প্রস্তুতকৃত গোলাকার একটি খন্ড। আর সুতা সবার পরিচিত। তবে কখনো তা হয়ে থাকে পশমের কিংবা কাত্তান তৃণ থেকে তৈরীকৃত বুননের কিংবা অনুরূপ কিছুর। জাহেলী যুগে আরবগণ ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য, কল্যাণ লাভের জন্য কিংবা চোখলাগা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ জাতীয় এবং অনুরূপ কিছু লাগাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾

(الزمر:٣٨)

"বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে আহ্বান করছ তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলুন আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাঁর উপরই নির্ভরকারীগণ নির্ভর করে"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৩৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (الإسراء:٥٦)

"বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর। অতঃপর দেখবে তোমাদের থেকে অনিষ্ট রোধ করার ও পরিবর্তন করার মালিক তারা নয়"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৫৬]

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঃ

(أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجلاً في يدِه حلقةٌ من صفر فقالَ: مَا هذه؟ قَال: مِنَ الواهنةِ، فقال: انْزِعْهَا؛ فإنَّها لا تَزِيدك إلا وَهْناً، انبِذْهَا عنكَ، فإنَّك لو متَّ وَهِيَ عَليكَ ما أَفْلحتَ أبداً)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে তাম্রের একটি আংটি হাতে পরা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি? সে বলল, এটি ওয়াহেনা (বাহু ব্যথা) রোগের কারণে (পরেছি)। তিনি বললেন ঃ "এটি খুলে ফেল। কেননা এটা তোমার দুর্বলতাই শুধু বৃদ্ধি করবে। তোমার কাছ থেকে এটা ছুঁড়ে ফেলে দাও। কেননা তোমার হাতে এটা থাকা অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ করতে, তাহলে কখনোই সাফল্য লাভ করতে না"। আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঃ তিনি এক ব্যক্তির হাতে জ্বরের কারণে পরা একটি সুতা দেখে তা কেটে ফেললেন। আর মহান আল্লাহর এ বাণী তেলাওয়াত করলেনঃ

---

[১] আলমুসনাদ (৪/৪৪৫), বূসিরী বলেনঃ এ হাদীসের সনদ হাসান। আর হাইসামী বলেন ঃ এর বর্ণনাকারীগণ বিশস্ত।

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (يوسف:١٠٦)

"তাদের অধিকাংশই শির্কে লিপ্ত অবস্থায়ই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে"[১]। [সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬]

খ. আংটি ও সুতা প্রভৃতি পরিধানের হুকুম ঃ এগুলো হারাম; কেননা এগুলো পরিধানকারী যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়াই এগুলো নিজে নিজেই আছর করে, তাহলে সে হবে প্রভুত্বে একত্ববাদের ক্ষেত্রে বড় শির্কে লিপ্ত মুশরিক। কারণ সে আল্লাহর সাথে একজন স্রষ্টা ও পরিচালকের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আল্লাহ তাদের শির্ক থেকে পবিত্র ও মহান।

আর যদি এ বিশ্বাস করে যে, বিষয়টি একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছাধীন এবং এ জিনিসগুলো শুধু উপকরণ মাত্র, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী নয়, তাহলে সে হবে ছোট শির্কে লিপ্ত মুশরিক। কেননা যা উপকরণ নয় এমন বস্তুকে সে উপকরণ বানিয়েছে এবং সে তার হৃদয় দিয়ে অন্য দিকে লক্ষ্য রেখেছে। তার এ কাজ বড় শির্কে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমরূপে গণ্য হবে, যদি এগুলোর সাথে তার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সে তা দ্বারা নেয়ামত লাভের ও মুসিবত দূর করার আশা পোষণ করে থাকে।

চতুর্থ বিষয় ঃ গাছ-পালা, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত কামনা

আরবীতে তাবাররুক শব্দের অর্থ বরকত কামনা। বরকত কামনা দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত নয়ঃ

১. শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় বরকত কামনা করা যেমন কুরআন দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ (الأنعام:٩٢، ١٥٥)

"আর এটি বরকতময় গ্রন্থ যা আমরা নাযিল করেছি"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৯২, ১৫৫]

---

[১] তাফসীর ইবনে আবি হাতেম (৭/২২০৭)

কুরআনের বরকতের মধ্যে রয়েছে ঃ তা অন্তকরণসমূহের জন্য হেদায়াত, বক্ষের জন্য আরোগ্য ও সুস্থতা, আত্মার জন্য সংশোধন, চরিত্রের জন্য সংস্কার প্রভৃতি আরো বহু বরকত।

২. এমন বিষয় দ্বারা বরকত কামনা করা যা শরীয়ত সম্মত নয়। যেমন গাছ-পালা, পাথর, কবর, গম্বুজ, ভূখন্ড ইত্যাদি দ্বারা বরকত কামনা করা। এসব কিছুই শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

(خرجـــنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنين ونحن حُدثاء عهد بكفر، وللمشركين سـدرة يعكفــون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يُقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله ﷺ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رســول الله ﷺ: الله أكــبر، إنّها السنن، قلتُم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.

لتركبنَّ سَنَن من كان قبلكم)

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুনাইনে গেলাম। আমরা তখন সবেমাত্র কুফ্‌র ছেড়ে ইসলামে সমবেত হয়েছি। সে সময় মুশরিকদের একটি কুল বৃক্ষ[১] ছিল, যার পাশে তারা অবস্থান করত এবং তাতে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। এ গাছটিকে 'যাত আনওয়াত' বলা হতো। এরপর আমরা একটি কুল বৃক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি 'যাত আনওয়াত' (ঝুলানোর গাছ) নির্ধারণ করুন, যেমন মুশরিকদের রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহু আকবার! এতো পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অনুসৃত পন্থা। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! তোমরা সে রকমই বলেছ, যে রকম বনী ইসরাইলগণ মূসা (আলাইহিস সালাম)কে বলেছিল ঃ

﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ (الأعراف:١٣٨)

---

[১] হাদীসে السدرة বলা হয়েছে, অর্থাৎ কাঁটাযুক্ত একটি গাছ।

“তাদের মা'বুদদের ন্যায় আমাদের জন্যও একজন মা'বুদ স্থির করে দিন”। [সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৩৮] তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পথ অনুসরণ করবে”। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করে একে সহীহ বলেছেন[১]।

এ হাদীসটি এ কথাই বুঝাচ্ছে যে, গাছ-পালা, কবর ও পাথর প্রভৃতির ব্যাপারে বরকত লাভে বিশ্বাসীরা সেগুলো দ্বারা যে বরকত কামনা করে, সেগুলোর পাশে অবস্থান করে এবং সেগুলোর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, তা শির্ক। এজন্যই হাদীসে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের সে চাওয়া ছিলো বনী ইসরাইলদের চাওয়ার মতই, কেননা তারা মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল ঃ ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ অর্থাৎ তাদের মা'বুদদের ন্যায় আমাদের জন্যও একজন মা'বুদ স্থির করে দিন। এ লোকেরা এমন একটি কুল বৃক্ষ কামনা করেছিলো যদ্দারা তারা বরকত প্রার্থনা করবে, যেরূপ মুশরিকগণ বরকত প্রার্থনা করত। আর (বনী ইসরাইলের) ঐ লোকেরা চেয়েছিলো একজন উপাস্য, যেমন মুশরিকদের অনেক উপাস্য ছিল। অতএব এ উভয় চাওয়ার মধ্যেই ছিলো তাওহীদ বিরোধী প্রবনতা। কেননা বৃক্ষ দ্বারা বরকত কামনা এক ধরণের শির্ক। আর গায়রুল্লাহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা তো স্পষ্ট শির্ক।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পথ অনুসরণ করবে” -এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ ধরনের শির্কের কিছু তার উম্মাতের মধ্যেও সংঘটিত হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি বলেছিলেন নিষেধাজ্ঞার সূরে ও সতর্ককারীরূপে।

পঞ্চম বিষয় ঃ কবরের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকান্ড থেকে নিষেধাজ্ঞা

ইসলামের প্রথম যুগে লোকজন জাহেলিয়াতের নিকটবর্তী সময়ে অবস্থান করায় কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশই বলবৎ ছিল, যাতে তাওহীদের সুরক্ষা হয় এবং এর হেফাযত হয়। যখন ঈমান সুন্দর হয়ে উঠল, মানুষের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল, হৃদয়ে তা গেঁথে গেল এবং তাওহীদের প্রমাণাদি স্পষ্ট হল ও শির্কের

---

[১] সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ২১৮০)

সংশয়ের নিরসন হল, তখন কবর যিয়ারতের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে এবং এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করে শরীয়তে এর বৈধতার নির্দেশ এল।

বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«نَهيتُكُمْ عَنْ زِيارةِ القُبورِ فَزُوروْهَا»

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। অতঃপর (এখন) তোমরা তা যিয়ারত কর"। এ হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন[১]।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«زُورُوا القُبورَ فإنَّها تُذكِّر الموتَ»

"তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়"[২]।

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

« إنِّي نَهيتُكُم عَنْ زيارةِ القُبور فَزُوْرُوها فإنَّ فِيها عبرةً »

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। তোমরা তা যিয়ারত কর; কেননা তাতে শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে"[৩]।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

« كنتُ نَهيتُكُمْ عنْ زِيَارةِ القُبورِ أَلاَ فزوروهَا؛ فإنَّها ترقُّ القَلْبَ وتُدمعُ العينَ وتُذكِّر الآخِرةَ، ولاَ تقُولوا هُجراً»

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯৭৭)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯৭৫)

[৩] মুসনাদ আহমাদ (৩/৩৮), মুস্তাদরাক হাকিম (১/৫৩১)

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। জেনে রাখ, তোমরা তা যিয়ারত করতে পার; কেননা তা অন্তরকে নরম করে, চোখে অশ্রু প্রবাহিত করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তোমরা 'হুজ্‌র' তথা নিষিদ্ধ কথা (কবরের পাশে) বলো না"[১]।

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাহাবারা কবরস্থানের উদ্দেশ্যে বের হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (কবরবাসীদের জন্য দো'আ) শেখাতেন। তখন তাদের কেউ বলত ঃ

السَّـــلامُ عَلَـــيْكُم أهلَ الدِّيارِ مِنَ المؤمنينَ وَالمسلمينَ، وَإِنَّا إن شاءَ اللهُ بكُمْ لَلاحقُون، أسألُ اللهَ لنا ولكُمُ العافيةَ

"'আপনাদের প্রতি সালাম, হে কবরবাসী মু'মিন মুসলমান! আমরাও আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি'। হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন[২]।

এ সকল হাদীস এবং এগুলোর অর্থে আরো যে সব হাদীস এসেছে, সবই এ প্রমাণ বহন করছে যে, কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ থাকার পর তা আবার বৈধ করা হয় দু'টি মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঃ

প্রথম ঃ আখিরাত, মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করে দুনিয়ায় ত্যাগী জীবন যাপন এবং কবরবাসীদের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ, যা ব্যক্তির ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, তার প্রত্যয়কে আরো বলীয়ান করে এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ককে মহীয়ান করে তোলে। আর তার থেকে আল্লাহ-বিমুখতা ও গাফলতি অপসৃত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঃ মৃত ব্যক্তিদের জন্য দো'আ, তাদের উপর রহমত পাঠ, তাদের মাগফিরাত কামনা ও আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা প্রাপ্তির প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের উপকার সাধন।

এটাই দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু যদি কেউ দাবী করে, তবে তাকে দলীল ও প্রমাণ পেশ করতে হবে।

---

[১] মুস্তাদরাক হাকিম (১/৫৩২)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯৭৫)

তাওহীদকে হেফাযত ও সংরক্ষণ করার জন্য কবর ও কবর যিয়ারতের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয় থেকে নিষেধাজ্ঞার কথা সুন্নায় এসেছে। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত তা জানা, যেন সে বাতিল থেকে নিরাপদ এবং ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। সে সবের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. কবর যিয়ারতের সময় 'হুজ্‌র' (তথা নিষিদ্ধ উক্তি করা) থেকে নিষেধাজ্ঞাঃ

একটু আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ "আর তোমরা 'হুজ্‌র' তথা নিষিদ্ধ কথা (কবরের পাশে) বলো না" উল্লেখ করা হয়েছে। 'হুজ্‌র' দ্বারা শরীয়তে নিষিদ্ধ প্রত্যেক ব্যাপারকে বুঝানো হয়েছে। এর পুরোভাগেই রয়েছে ঃ কবরস্থদেরকে আহ্বান করে, আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের কাছে বিপদে উদ্ধারের আবেদন জানিয়ে এবং তাদের কাছে সাহায্য ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি কামনা করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শরীক করা। এসবই স্পষ্ট শির্ক ও প্রকাশ্য কুফ্‌র। এ থেকে স্পষ্টভাবে বাধা দিয়ে, নিষেধ করে এবং এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে লানত দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি,

«أَلاَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكم كانوا يتَّخذونَ قُبورَ أَنبيائِهِمْ وصَالحِيهِمْ مساجِدَ، أَلا فلا تتَّخذُوا القبورَ مساجِدَ فإنِّي أَنْهاكُم عنْ ذَلك»

"সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজ নিজ নবী ও সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিবর্গের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিয়ো না। আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি"[১]।

অতএব মৃতদেরকে আহ্বান করা, তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা এবং তাদের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদাত নিবেদন করা হবে বড় শির্ক। আর কবরের কাছে অবস্থান করা, সেখানে দো'আ কবুল হওয়ার জন্য চেষ্টা সাধনা করা এবং অনুরূপভাবে যে সকল মসজিদে কবর রয়েছে সেখানে নামায আদায়ও নিকৃষ্ট বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৩২)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রোগ থেকে আর (সুস্থ হয়ে) উঠতে পারেননি, সে রোগাবস্থায় বলেছেন ঃ

«لَعنَ اللهُ اليهودَ والنصَارى اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائِهِمْ مساجدَ»

"আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে লানত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"[১]।

২. কবরের কাছে যবেহ করা ঃ

যদি তা কবরবাসীদের নৈকট্য অর্জনের জন্য হয়ে থাকে, যেন তারা ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করে, তবে তা হবে বড় শির্ক। আর যদি অন্য উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা এমন ভয়াবহ বেদ'আতেরই অন্তর্গত, যা শির্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«لاَ عَقَر في الإسْلاَم»

"ইসলামে (কবরের পাশে) কোন যবেহ নেই"। আবদুর রায্যাক বলেন ঃ 'লোকেরা কবরের কাছে গাভী কিংবা বকরী যবেহ করত'[২]।

৩, ৪, ৫, ৬, ৭. কবরকে কবরের বাইরের ভূমির চেয়ে বেশী উচ্চ করা, কবরকে বাঁধানো, কবরের উপর লেখা, কবরের উপর সৌধ তৈরী, কবরের উপর বসা ঃ

এ সবই সে সব বেদ'আতের অন্তর্গত, যদ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এগুলো ছিলো শির্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

(نَهَــى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُجصَّص القبر، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عَليه، وأن يُزادَ عليه، أو يُكتَبَ عليه)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে বাঁধাই করতে, কবরের

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৩০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৩১)

[২] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৩২২২)

উপর বসতে, কবরের উপর সৌধ তৈরী করতে, কবরকে বাড়িয়ে উঁচু করতে এবং কবরের উপর লিখতে নিষেধ করেছেন'। মুসলিম, আবু দাঊদ ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

৮. কবরের দিকে ফিরে ও কবরের কাছে নামায পড়া ঃ

আবু মারসাদ আলগানাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

«لاَ تُصلُّوا إلَى القُبورِ، وَلاَ تجلسُوا عَلَيهَا»

"কবরের দিকে ফিরে তোমরা নামায পড়ো না এবং কবরের উপর উপবেশন করো না"। মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২]।

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«الأَرضُ كلُّها مسجِدٌ، إلا المقبرةَ والحمامَ»

"জমিনের পুরোটাই মসজিদ, শুধু কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া"। আবু দাঊদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[৩]।

৯. কবরের উপর মসজিদ বানানো ঃ

এটি ইয়াহুদী ও নাসারাদের ভ্রষ্টতার অন্তর্গত একটি বেদ'আত। পূর্বোল্লেখিত আয়েশার হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে লানত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"।

১০. কবরকে উৎসবের স্থানরূপে গ্রহণ করা ঃ

এটি এমন একটি বেদ'আত যার সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এর ক্ষতির

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯৭০), সুনান আবু দাঊদ (হাদীস নং ৩২২৫) ও (হাদীস নং ৩২২৬), মুস্তাদরাক হাকিম (১/৫২৫)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯৭২)

[৩] সুনান আবু দাঊদ (হাদীস নং ৪৯২), সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ৩১৭) হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

ভযাবহতার কারণে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«لاَ تتَّخذُوا قبري عِيْداً، ولاَ تجعَلُوا بيوتَكُمْ قبوراً، وَحَيثمَا كنتُمْ فصلُّوا عَليَّ، فإنَّ صَلاتَكم تبلُغُنِيْ»

"আমার কবরকে উৎসবের বস্তু[১] বানিয়ো না, আর তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। যেখানেই থাকবে, আমার উপর দরূদ প্রেরণ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে"। আবু দাঊদ ও আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২]।

১১. কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা ঃ

এটি একটি নিষিদ্ধ বিষয়। কেননা তা শির্কের একটি মাধ্যম। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«لاَ تُشدُّ الرِّحالُ إلا إلَى ثَلاثَةِ مَسَاجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الرسولِ ﷺ، وَمسجدِ الأَقصَى»

"তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও (সাওয়াবের নিয়তে) সফর করা যাবে না ঃ মসজিদুল হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ ও মসজিদুল আকসা"। বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[৩]।

---

[১] ঈদ বা উৎসব হল যা বারবার ফিরে আসে, যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। অতএব কোন মানুষ সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে যদি প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর বারবার যিয়ারত করতে থাকে, তাহলে সে যেন কবরকে ঈদ বানিয়ে নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকেই নিষেধ করেছেন এবং মুসলমানকে তার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানেই সে থাকুক না কেন; কেননা আল্লাহর একদল বিচরণশীল ফেরেশতা রয়েছেন যারা রাসূলকে সালাম পৌঁছিয়ে দেন। এটা এ দ্বীন সহজ হওয়ার একটি দিক; কেননা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মদীনা আগমন সম্ভব নয়।

[২] সুনান আবু দাঊদ (হাদীস নং ২০৪২), মুসনাদ আহমাদ (২/৩৬৭)

[৩] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১১৮৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৩৯৭)

ষষ্ঠ বিষয় ঃ তাওয়াস্‌সুল (অসীলা ধরা)

ক. সংজ্ঞা ঃ অভিধানে তাওয়াস্‌সুল শব্দটি وسيلة (অসীলা) থেকে গৃহীত। আর وسيلة এবং وصيلة উভয়ের অর্থই কাছাকাছি। অতএব তাওয়াস্‌সুল হল উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

আর শরীয়তে তাওয়াস্‌সুলের অর্থ হল - আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা পালন করে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ও জান্নাতে পৌঁছা।

খ. কুরআন কারীমে অসীলার অর্থ ঃ

অসীলা শব্দটি কুরআন কারীমে দু'টি স্থানে এসেছে ঃ

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (المائدة:٣٥)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৩৫]

২. আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (الإسراء:٥٧)

"তারা যাদেরকে আহ্বান করে ওরাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য অন্বেষণ করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে এবং তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৫৭]

আয়াতদ্বয়ে অসীলার অর্থ হলঃ আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কাজের মাধ্যমে আল্লাহর

নৈকট্য অর্জন। হাফেয ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ প্রথম আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, অসীলার অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ তিনি মুজাহিদ, আবু ওয়ায়িল, হাসান বসরী, আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর, সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও আরো একাধিক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন[১]।

আর সম্মানিত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রসংঙ্গ বর্ণনা করেন, যা এর অর্থ স্পষ্ট করে তোলে। তিনি বলেছেন ঃ 'আয়াতটি আরবদের কিছুসংখ্যক লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা কিছুসংখ্যক জ্বিনের উপাসনা করত। অতপর জ্বিনেরা ইসলাম গ্রহণ করল, অথচ তাদের উপাসনাকারী মানুষেরা তা টেরই পেল না'[২]।

এটা স্পষ্ট যে, অসীলা দ্বারা সে সৎকর্ম ও মহান ইবাদাত বুঝানো হয়েছে, যদ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ অর্থাৎ তারা চায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সেই সব সৎকর্ম, যদ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

গ. তাওয়াস্‌সুলের প্রকারভেদ ঃ

তাওয়াস্‌সুল দু' প্রকার ঃ শরীয়তসম্মত তাওয়াস্‌সুল ও নিষিদ্ধ তাওয়াস্‌সুল।

১. শরীয়তসম্মত তাওয়াস্‌সুল ঃ তা হল শরীয়ত অনুমোদিত বিশুদ্ধ অসীলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর তা জানার সঠিক পন্থা হল কুরআন ও সুন্নার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং অসীলা সম্পর্কে এতদুভয়ে যা কিছু এসেছে সেগুলো জেনে নেয়া। অতএব যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় এ দলীল থাকবে যে, তা শরীয়ত অনুমোদিত, তাহলে তাই হবে শরীয়তসম্মত তাওয়াস্‌সুল। আর এতদ্ব্যতীত অন্য সব তাওয়াস্‌সুল নিষিদ্ধ।

শরীয়তসম্মত তাওয়াস্‌সুলের অধীনে তিন প্রকার তাওয়াস্‌সুল রয়েছে ঃ

প্রথম ঃ আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের কোন একটি নাম অথবা তাঁর মহান গুণাবলীর কোন একটি গুণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। যেমন মুসলিম

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর (২/৫০)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৩০৩০), সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৭১৪)

ব্যক্তি তার দো'আয় বলবে ঃ اللّهُــمَّ إِني أســـأَلُكَ بأَنَّكَ الرحمنُ الرحيمُ أنْ تُعَافيني অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি যে পরম করুণাময় ও দয়ালু সে অসীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে আমাকে সুস্থতা দানের প্রার্থনা করছি। অথবা বলবে ঃ أســـأَلُكَ برحمـــتكَ التيْ وسعَتْ كلَّ شيءٍ أَنْ تغفرَ لي وترحمني অর্থাৎ 'আপনার করুণা যা সবকিছুতে ব্যপ্ত হয়েছে, তার অসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আমায় ক্ষমা করে দেন এবং দয়া করেন', ইত্যাদি।

এ প্রকার তাওয়াস্সুল শরীয়তসম্মত হওয়ার দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (الأعراف:١٨٠)

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাক"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮০]

দ্বিতীয় ঃ সে সকল সৎ কর্ম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন, যা বান্দা পালন করে থাকে। যেমন এরকম বলা যে, اللّهُمَّ بإيماني بكَ، وَمَحبتيْ لكَ، واتباعيْ لرسُولكَ، اغفرْ لي অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ঈমান, আপনার জন্য আমার ভালবাসা ও আমা কর্তৃক আপনার রাসূলের অনুসরণের অসীলায় আমায় ক্ষমা করুন'। অথবা বলবে ঃ اللّهُــمَّ إنيْ أسأَلُكَ بحبي لنبيِّكَ محمد صلى الله عليه وســـلم وَإيمـــانيْ بـــه أن تفرجَ عَنِّي অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আমার ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি আমার ঈমানের অসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমায় বিপদমুক্ত করেন'। অথবা দো'আকারী ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্ন একটি সৎ কাজের উল্লেখ করবে যা সে করেছে, তারপর এর অসীলা দিয়ে সে স্বীয় প্রভুর কাছে নৈকট্য লাভের দো'আ করবে। যেমনটি ঘটেছে তিন গুহাবাসীর কাহিনীতে, একটু পরেই যার বর্ণনা আসছে।

এ প্রকার তাওয়াস্সুল শরীয়ত অনুমোদিত হওয়ার দলীল হল ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران:١٦)

"যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি ; সুতরাং আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬]

এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران:٥٣)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৩]

আর এ বিষয়ের দলীলের মধ্যে রয়েছে তিন গুহাবাসীর কাহিনীও, যা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। ইত্যবসরে বৃষ্টি নামল। ফলে তারা একটি গুহায় আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের উপর গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদের বলল, ভাইসব! আল্লাহর কসম, সততা ছাড়া আর কিছু তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এমন কিছু দ্বারা দো'আ করা, যে সম্পর্কে সে জানে যে, তাতে সে সততা রক্ষা করেছে। তখন তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! যদি আপনি অবগত থাকেন যে, আমার একজন কর্মচারী ছিল। সে এক 'ফারাক'[১] পরিমাণ ধানের বিনিময়ে আমার কাজ করেছিল। অতঃপর ধান আমার কাছে রেখে কাজ ছেড়ে সে চলে যায়। আর আমি তার সে এক ফারাক ধান বপন করি। এরপর অবস্থা এমন হল যে, আমি তা দ্বারা একটি গাভী খরিদ করি। এরপর সে আমার কাছে তার মজুরী চাইতে আসলে আমি বললাম, এ গাভীটি নিয়ে যাও। সে বলল, আমি তো তোমার কাছে কেবল এক ফারাক ধানই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম, তুমি গাভীটি নিয়ে যাও; কেননা তা তোমার এক ফারাক ধান থেকেই এসেছে। এরপর সে তা নিয়ে গেল। যদি আপনি জেনে থাকেন যে, আমি তা আপনার ভয়ে করেছি, তাহলে আমাদের আপনি মুক্ত করুন। এতে পাথরটি তাদের উপর থেকে কিছুটা সরে গেল[২]। অপর আরেক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ! যদি আপনি জেনে থাকেন যে, আমার বাবা-মা ছিলো খুবই বৃদ্ধ। আমি তাদের জন্য প্রতি রাত আমার বকরীর দুধ নিয়ে আসতাম। একরাতে তাদের জন্য দুধ নিয়ে

---

[১] ইবনুল আসীর বলেন ঃ 'ফারাক' হল একটি পরিমাপ পাত্র।

[২] পাথরটি কিছুদূর সরল, কিন্তু তারা বের হতে পারল না। যেমনটি সালেমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আসতে দেরী করে ফেললাম। আমি এমন সময়ে এলাম যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধায় কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আমার বাবা-মা পান না করা পর্যন্ত আমি তাদেরকে পান করাতাম না। আমি তাদেরকে জাগাতে চাইলাম না। আবার তাদের ছেড়ে যাওয়াও পছন্দ হল না। কেননা এতে তারা পান থেকে বঞ্চিত হবেন। এভাবে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। আপনার যদি জানা থাকে যে, আমি তা আপনার ভয়ে করেছি, তাহলে আমাদের মুক্ত করুন। এরপর তাদের উপর থেকে পাথর এতটুকু সরে গেল যে, তারা আকাশ দেখতে পেল। অপর আরেক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! যদি আপনি জেনে থাকেন যে, আমার এক চাচাত বোন ছিল, যে ছিলো আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমি তাকে (আমার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য) ফুসলিয়ে ছিলাম। কিন্তু একশত দিনার তাকে এনে না দেয়া পর্যন্ত সে রাজী হল না। এরপর উক্ত দিনারের সন্ধানে বের হয়ে আমি তা যোগাড় করতে সমর্থ হলাম। তার কাছে এসে তাকে তা প্রদান করলে সে আমার কাছে তার নিজেকে সমর্পণ করল। এরপর যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝখানে উপবেশন করলাম। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর এবং অধিকার ছাড়া আংটি ভেঙ্গো না (অর্থাৎ শরীয়তসম্মত অধিকার ছাড়া আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না)। অতঃপর আমি উঠে গেলাম এবং একশত দিনার ছেড়ে দিলাম। যদি আপনি জেনে থাকেন যে, আমি তা আপনার ভয়েই করেছি, তবে আমাদের মুক্ত করুন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করলেন"। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন[১]।

তৃতীয় ঃ এমন সৎ ব্যক্তির দো'আর অসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, যার দো'আ কবুলের আশা করা যায়। যেমন এমন ব্যক্তির কাছে কোন মুসলমানের যাওয়া, যার মধ্যে সততা, তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের হেফাযত লক্ষ্য করা যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আর আবেদন করা যাতে বিপদ থেকে মুক্তি ঘটে ও তার বিষয়টি সহজ হয়ে যায়।

শরীয়তে এ প্রকার অনুমোদিত হওয়ার দলীল হল ঃ সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যাপক ও নির্দিষ্ট সকল প্রকার দো'আ করার আবেদন জানাতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছেঃ

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪৬৫)

(أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله ﷺ قائمٌ يخطب، فاستقبل رسولَ الله ﷺ قائماً فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السُّبل، فادع الله يُغيثنا، قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال: اللَّهمَّ اسقنا، اللَّهمَّ اسقنا، اللَّهمَّ اسقنا، قال أنسٌ: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلمَّا توسَّطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: والله ما رأينا الشمس ستًّا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة – ورسول الله ﷺ قائم يخطب – فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السُّبل، فادع الله يُمسكها، قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: اللَّهمَّ حوالينا ولا علينا، اللَّهمَّ على الآكام والجبال والظِّراب ومنابت الشجر، قال: فانقطت، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألتُ أنساً: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري)

'এক ব্যক্তি জুমার দিন মিম্বরমুখী দরজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি অবতরণ করেন'। আনাস বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তদ্বয় উঠিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের পানি দিন, হে আল্লাহ! আমাদের পানি দিন"। আনাস বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ, ছড়ানো ছিটানো মেঘের খন্ড বা কোন কিছুই দেখিনি। আমাদের মধ্যে ও সেলা' পাহাড়ের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ী ছিলো না। তিনি বললেন ঃ এরপর সেলা' পাহাড়ের পেছন থেকে ঢালের মত একখন্ড মেঘের উদয় হল। মেঘটি আকাশের মাঝ বরাবর এসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বৃষ্টি হল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা ছয়দিন সূর্য দেখিনি। পরবর্তী জুমা'র দিন ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে লোক তাঁর সামনে এসে বলল ঃ হে রাসূলুল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করুন যেন তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেন। আনাস বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাদের চারপাশে বৃষ্টি দিন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উঁচু ভূমি ও গাছ-পালা উৎপন্নের স্থানে বৃষ্টি দিন। আনাস বলেন ঃ অতঃপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আর আমরা বের হয়ে রৌদ্রে চলাফেরা করলাম। শুরাইক বলেন ঃ আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ কি সেই প্রথম ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না[১]।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছেঃ

(أنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا ذكر أنَّ في أمَّته سبعين ألفاً يدخلون الجنَّة بغير حساب ولا عذاب وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيَّرون وعلى ربِّهم يتوكَّلون، قام عُكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উল্লেখ করলেন যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বললেন যে, "তারা সে সব লোক যারা ঝাড়ফুঁক চায় না, লোহা পুড়ে দেহে দাগ দেয় না, কোন কিছুকে কুলক্ষণ মনে করে না এবং আপন রবের উপর ভরসা রাখে"। তখন উকাশা ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দো'আ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত"[২]।

এ বিষয়ে আরো রয়েছে সেই হাদীস যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াইস আল-ক্বারনীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেনঃ

«فَاسْأَلُوه أنْ يَسْتغفِرَ لَكُمْ»

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১০১৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮৯৭)

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৫৭০৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২১৮)

"তার কাছে চাও, যেন সে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে"।

এ প্রকার তাওয়াস্সুল শুধু ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই হতে পারে, যার কাছে দো'আ চাওয়া হয়। তবে তার মৃত্যুর পর এটা জায়েয নেই; কেননা (মৃত্যুর পর) তার কোন আমল নেই।

২. নিষিদ্ধ তাওয়াস্সুল ঃ তা হল - যে বিষয়টি শরীয়তে অসীলা হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। এটি কয়েক প্রকার, যার কোন কোনটি অন্যটি থেকে অধিক বিপজ্জনক। তম্মধ্যে রয়েছে ঃ

● মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করার মাধ্যমে, তাদের দ্বারা পরিত্রাণের আবেদন এবং তাদের কাছে অভাব মোচন, বিপদ থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি প্রার্থনা করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। এটা শির্কে আকবার বা বড় শির্ক যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

● কবর ও মাযারের পাশে ইবাদাত পালন ও আল্লাহকে ডাকা, কবরের উপর সৌধ তৈরী করা এবং কবরে প্রদীপ ও গেলাফ দেয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা তাওহীদ পরিপূর্ণ হওয়ার অন্তরায় এবং বড় শির্কের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়ার মাধ্যম।

● নবীগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সম্মান এবং আল্লাহর কাছে তাদের মান ও মর্যাদার অসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটা হারাম। বরং তা নবআবিস্কৃত বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা এমনই তাওয়াস্সুল যা আল্লাহ বৈধ করেননি এবং এর অনুমতিও দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (يونس:٥٩) ﴿ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন? [সূরা ইউনুস ঃ ৫৯] আর এজন্যও যে, সৎ ব্যক্তিবর্গের সম্মান ও আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা শুধু তাদেরই উপকার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ (النجم:٣٩)

"আর মানুষ তা-ই পায়, যা সে করে"। [সূরা আন-নাজম ঃ ৩৯]

এজন্যই এ ধরনের অসীলা অবলম্বন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের যুগে পরিচিত ছিল না। ওলামাদের একাধিক ব্যক্তি এ তাওয়াস্সুল থেকে নিষেধ করা ও তা হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহ বলেন ঃ 'দো'আকারী এ কথা বলা মাকরূহ যে, আমি আপনার কাছে অমুক ব্যক্তির যে হক্ব রয়েছে কিংবা আপনার অলীগণ ও রাসূলগণের যে হক্ব রয়েছে কিংবা বায়তুল্লাহ আলহারাম (কা'বা শরীফ) ও মাশ'আরুল হারামের যে হক্ব রয়েছে তার অসীলায় প্রার্থনা করছি'।

ঘ. তাওয়াস্‌সুলের ক্ষেত্রে উত্থাপিত সংশয় ও তার অপনোদন ঃ

যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের বিরোধী, তারা তাওয়াস্‌সুলের ব্যাপারে কিছু সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করে, যাতে তারা সেগুলো দ্বারা তাদের ভুল বক্তব্যকে শক্তিশালী করতে পারে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের মতের বিশুদ্ধতা প্রমাণে ভুল ধারণায় নিপতিত করতে পারে। এ সকল লোকদের সংশয়গুলো দু'টো বিষয় থেকে মুক্ত নয় ঃ

প্রথম ঃ সেগুলো দুর্বল কিংবা বানোয়াট হাদীস, যদ্বারা তারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে। এগুলো বিশুদ্ধ নয়, আবার সাব্যস্তও নয় - এটা জানার মাধ্যমে এগুলোকে অপনোদন করা যায়। তম্মধ্যে রয়েছে ঃ

১. হাদীসঃ "তোমরা আমার মর্যাদা দ্বারা অসীলা অবলম্বন কর; কেননা আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা মহান"। অথবা "যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন আমার মর্যাদার অসীলায় প্রার্থনা করবে; কেননা আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা মহান"। এটি একটি বাতিল হাদীস, যা ওলামাদের কেউই বর্ণনা করেননি এবং হাদীসের কোন গ্রন্থেও তা নেই।

২. হাদীস ঃ "যখন তোমাদেরকে পরিস্থিতি অপারগ করে ফেলবে, তোমাদের কর্তব্য হবে কবরবাসীদের আঁকড়ে ধরা", অথবা "তখন তোমরা কবরবাসীদের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়ার আবেদন কর"। ওলামাদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অন্যায়ভাবে আরোপিত একটি মিথ্যা হাদীস।

৩. হাদীস ঃ "যদি তোমাদের কেউ একটি পাথর সম্পর্কে সুধারণা রাখে, তাহলে পাথরটি তার উপকার করবে"। এটি দ্বীন ইসলাম বিরোধী একটি বাতিল হাদীস, যা কোন মুশরিক ব্যক্তি রচনা করেছে।

৪. হাদীস ঃ "যখন আদম ভুল করলেন, বললেন ঃ হে রব! আমি মুহাম্মাদের অধিকারের অসীলায় আমাকে ক্ষমা করার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লাহ বললেন ঃ হে আদম! তুমি মুহাম্মাদের পরিচয় পেলে কিভাবে, অথচ তাকে

আমি এখনো সৃষ্টি করিনি? তিনি বললেন ঃ হে রব! আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দিলেন, তখন আমি আমার মাথা উঠিয়ে দেখলাম, আরশের স্তম্ভের উপর লিখা রয়েছে ঃ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। এতে আমার জানা হল যে, আপনি আপনার নামের পাশে আপনার কাছে সৃষ্টির প্রিয়তম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে সংযোজন করেননি। আল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ যদি না হত, তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না"[১]। এটি এমনই একটি বাতিল হাদীস যার কোন অস্তিত্বই নেই। অনুরূপ আরেকটি (বাতিল) হাদীস হল ঃ "যদি আপনি না হতেন, তাহলে আমি জগতসমূহ সৃষ্টিই করতাম না"।

এ ধরনের মিথ্যা হাদীসসমূহ এবং বাতিল মিশ্রিত বিভিন্নমুখী বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করা ও দ্বীনী ব্যাপারে এগুলোর উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, বরং কোন মুসলিমের জন্য এগুলোর দিকে তাকানোই জায়েয নেই।

দ্বিতীয় ঃ সেই সব বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। এরা সেগুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে না। সেগুলোর উদ্দিষ্ট অর্থ ও তাৎপর্য থেকে তারা সেগুলোকে বিকৃত করে দেয়। তন্মধ্যে রয়েছে ঃ

১. বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে ঃ

(أنَّ عمر بن الخطاب ﷺ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقـــال: اللّهـــمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّل إليك بنبيِّنا فتسقينا، وإنَّا نتوسَّل إليك بعمِّ نبيِّنا فاسقنا، قال: فيُسقون)

'লোকেরা দুর্ভিক্ষে পড়লে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে এস্তেস্কা তথা বৃষ্টির দো'আ করাতেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে আপনার কাছে অসীলা করতাম, ফলে আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে আপনার কাছে অসীলা অবলম্বন করছি। সুতরাং আমাদেরকে বৃষ্টি দান

---

[১] সিলুসলাতুল আহাদীস আদ-দাঈফা ওয়াল মাওদুআ' , আলবানী, ১/৮৮, হাদীস নং ২৫

করুন'। বর্ণনাকারী বলেন ঃ 'ফলে তাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হত'[1]।

এ হাদীস থেকে তারা বুঝেছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার কাছে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মান ও মর্যাদার অসীলা দিয়ে দো'আ করেছিলেন এবং তার কথার মর্ম হল ঃ 'আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে [অর্থাৎ নবীর মর্যাদার অসীলায়] আপনার কাছে অসীলা করতাম, ফলে আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে [অর্থাৎ চাচার মর্যাদার অসীলায়] আপনার নিকট অসীলা করছি'।

সন্দেহ নেই এতে হাদীসটিকে ভুল বুঝা হয়েছে এবং এমন দূরবর্তী অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, বক্তব্যের পূর্বাপর বিষয় যে অর্থের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করছে না, কাছ থেকেও নয় এবং দূর থেকেও নয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তা কিংবা মর্যাদার অসীলা করার ব্যাপারটি সাহাবাদের কাছে পরিচিত ছিলো না। তারা শুধু তার জীবদ্দশায় তার দো'আর অসীলা করতেন, যেমন ইতিপূর্বে এ ধরণের অর্থে কিছু কথা বলা হয়েছে। আর "আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে আপনার নিকট অসীলা করছি" এ কথা দ্বারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যক্তিসত্তা কিংবা মর্যাদা বুঝাননি। বরং তিনি শুধু তার দো'আই বুঝিয়েছেন। যদি ব্যক্তিসত্তা কিংবা মর্যাদার অসীলা করা সাহাবাদের কাছে পরিচিত থাকত, তাহলে উমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলা করা বাদ দিয়ে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসীলা অবলম্বনের প্রতি অগ্রসর হতেন না। বরং সাহাবারাও তখন তাকে এ কথাই বলতেন যে, কিভাবে আমরা আব্বাসের মত ব্যক্তির অসীলা করব, আর সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলা করা থেকে সরে যাব? যখন সাহাবাদের কেউই সে কথা বললেন না, আর এ কথা সবার জানা যে, সাহাবারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই তার দো'আর অসীলা করেছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর তিনি ভিন্ন অন্যের দো'আর অসীলা করেছিলেন, তখন এটাও জানা হল যে, সাহাবাদের কাছে ব্যক্তির দো'আর অসীলা করাই শুধু বৈধ ছিল, তার সত্তার অসীলা নয়।

এদ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসটিতে সে পক্ষে কোন দলীল নেই, যে ব্যক্তিসত্তা কিংবা মর্যাদার অসীলা করা জায়েয বলে থাকে।

২. উসমান ইবনে হুনাইফের হাদীস ঃ

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১০১০)

(أنَّ رجلاً ضرير البصر أتى النبيَّ ﷺ فقال: ادع الله أن يُعافيني، قال: إن شئتَ دعــوتُ وإن شـــئتَ صبرتَ فهو خيرٌ لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضَّأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللَّهمَّ إنِّي أسألك وأتوجَّه إليك بنبيِّك محمد نبيِّ الرحمة، إنِّي توجَّهتُ بك إلى ربِّي في حاجتي هذه لتُقضى لي، اللَّهمَّ فشفِّعه فيَّ)

'এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যেন আমাকে তিনি সুস্থ করে দেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে দো'আ করব। আর যদি চাও তো সবর করতে পার এবং এটাই তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর। সে বলল, আপনি দো'আ করুন'। উসমান বলেনঃ 'তিনি তাকে সুন্দরভাবে অযু করে এ দো'আটি দিয়ে দো'আ করতে বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মাদ যিনি দয়ার নবী, তার দ্বারা আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরছি। আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের দিকে আমার এ প্রয়োজনে মনোনিবেশ করছি, যেন তা পূরণ হয়। হে আল্লাহ! তাঁকে আমার ব্যাপারে শাফা'আতকারী বানিয়ে দিন'। হাদীসটি তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেন, এর সনদ শুদ্ধ[১]।

এ হাদীস থেকে তারা এটাই বুঝেছে যে, এদ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কোন সৎলোকের মর্যাদার অসীলা করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়। অথচ হাদীসে এমন কিছু নেই, যা সে কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জন্য দো'আ করার আবেদন করেছিল, যাতে আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি চাইলে সবর করতে পার, আর যদি চাও তো আমি দো'আ করতে পারি"। সে বলল, দো'আ করুন। এছাড়া হাদীসে ব্যবহৃত অন্য সকল কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তা ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দো'আর অসীলা, তাঁর ব্যক্তিসত্তা কিংবা মর্যাদার অসীলা নয়। এজন্যই উলামাগণ এ হাদীসটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা এবং তাঁর মাকবুল দো'আর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করে থাকেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দো'আর বরকতে আল্লাহ

---

[১] সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ৩৫৭৮), মুসনাদ আহমাদ (৪/১৩৮)

এ অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর এ জন্যই বায়হাকী হাদীসটিকে 'দালায়েলুন নুবুওয়াহ' গ্রন্থে আনয়ন করেছেন[১]।

কিন্তু বর্তমানে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর এ ধরনের অসীলা করা সম্ভব নয়। কেননা মৃত্যুর পর কারো জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দো'আ করা অসম্ভব। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إذَا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٌ جاريةٌ ،أو علم يُنتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو لَه»

"মানুষ যখন মারা যায়, তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলো হলঃ সাদাকায়ে জারিয়া, সে ইলম যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তানের দো'আ"। মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২]।

দো'আ সে সৎকর্মসমূহের অন্তর্গত যা মৃত্যুর দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়।

সর্বোপরি এসব লোকেরা যত কিছুই পেশ করছে, তাতে তাদের কোনই প্রমাণ নেই। হয় সেসব দলীল বিশুদ্ধ নয় এ কারণে, অথবা এ কারণে যে, তারা যে মত পোষণ করছে, সে মতের পক্ষে ঐসব দলীল অর্থ প্রদান করে না।

সপ্তম বিষয় ঃ বাড়াবাড়ি

ক. সংজ্ঞা ঃ অভিধানে غلو বা বাড়াবাড়ি হল - সীমাতিক্রম করা। যেমন, যতটুকু হকদার তার চেয়েও বেশী কোন কিছুর প্রশংসায় কিংবা নিন্দায় অতিরঞ্জন করা ।

আর শরীয়তের পরিভাষায় غلو বা বাড়াবাড়ি হল - আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য শরীয়তের যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তা অতিক্রম করা, চাই তা আক্বীদার ক্ষেত্রে হোক কিংবা ইবাদাতের ক্ষেত্রে।

খ. হুকুম ঃ এর হুকুম হল তা হারাম। কেননা বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ ও সতর্ক

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী, (৬/১৬৭)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬৩১)

করার ব্যাপারে এবং যারা বাড়াবাড়ি করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনায় বহু দলীল এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ ﴾ (النساء : ١٧١)

"হে আহলে কিতাবগণ! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত কিছু বলো না"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৭১]

﴿ قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (المائدة :٧٧)

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। আর যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৭৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إِيَّاكُمْ والغُلو، فإنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُم بالغُلو في الدينِ»

"তোমরা বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ কর। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়ে গেছে"। আহমাদ ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন[১]।

ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«هَلَكَ المتنطِّعُون»

"বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হোক"। তিনি তা তিনবার বলেছেন। মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২]।

---

[১] মুসনাদ (১/৩৪৭), মুস্তাদরাক (১/৬৩৮)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৭০)

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«لاَ تُطرُونِي كَما أَطرت النصارى عِيسى ابنَ مَريَمَ، إنَّما أنَا عبدُ اللهِ ورسولُه»

"তোমরা আমার বাড়িয়ে প্রশংসা করো না, যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্র 'ঈসার ব্যাপারে করেছিল; কেননা আমি শুধু আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল"। বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

এ হাদীস দ্বারা যা বোঝানো উদ্দেশ্য, তা হল ঃ 'তোমরা আমার প্রশংসা করে তাতে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে 'ঈসার ব্যাপারে নাসারাগণ বাড়াবাড়ি করে তার রব ও ইলাহ্ হওয়ার দাবী করেছিল। বরং আমি তো শুধু আল্লাহরই বান্দা। অতএব আমাকে সেভাবেই বর্ণনা কর, যেভাবে আমার রব আমার বর্ণনা দিয়েছেন। আর (আমাকে) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে অভিহিত কর'। কিন্তু পথভ্রষ্টরা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা এবং তার নিষেধের লংঘনই শুধু করতে চেয়েছে এবং মারাত্মকভাবে তার বিরোধিতা করে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে ও তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছে। আর নাসারারা 'ঈসার ব্যাপারে যেরূপ দাবী করেছিল সেরূপ কিংবা তার কাছাকাছি দাবী তারাও করেছে। তারা তার কাছে গোনাহের মাফ, বিপদ থেকে মুক্তিদান, রোগ থেকে আরোগ্যদান প্রভৃতি সে সব বস্তু প্রার্থনা করছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট, যার কোন শরীক নেই। এসব কিছুই দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ির নামান্তর।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪৪৫)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
শির্ক, কুফ্‌র ও এদু'টির প্রকারভেদ

এতে রয়েছে অনেকগুলো বিষয়

সন্দেহ নেই, মুসলমান যদি শির্ক ও কুফ্‌র, এগুলোর কার্যকারণ, উপায়-উপকরণ এবং প্রকারসমূহ জানতে পারে, তবে তাতে বিরাট উপকার রয়েছে, যদি এসব অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এবং এসব বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ইচ্ছায় সে এ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে থাকে। সত্যের পথ জেনে নেয়া আল্লাহ পছন্দ করেন, যেন সে পথকে ভালবেসে সে পথে চলা যায়। আর বাতিলের পথসমূহ জেনে নেয়াও আল্লাহ্ পছন্দ করেন, যেন সে পথকে ঘৃণা করে সে পথ থেকে সরে থাকা যায়।

কল্যাণকে বাস্তবায়নের জন্য কল্যাণের পথ জেনে নেয়া যেমন একজন মুসলমানের জন্য কাম্য, তেমনি অনিষ্টের পথসমূহ থেকে সতর্ক থাকার জন্য সেগুলো জেনে নেয়াও তার জন্য কাম্য। এজন্য সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ 'মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর অনিষ্ট আমাকে পেয়ে বসবে এ ভয়ে তাকে আমি অনিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম'[১]।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি জাহেলিয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, সে ইসলামের মধ্যে প্রতিপালিত হলে ইসলামের রশি একটি একটি করে ছিঁড়ে যাবে'।

কুরআন কারীম সে সকল আয়াতে ভরপুর যা শির্ক ও কুফরের বর্ণনা দিয়েছে, শির্ক ও কুফরে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক করে দিয়েছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এতদুভয়ের মন্দ পরিণামের উপর প্রমাণ বহন করছে। বরং এটা কুরআন কারীম ও পবিত্র সুন্নার একটা মহান উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الأنعام:٥٥)

"এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি ; আর যেন এতে

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭০৮৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৮৪৭)

অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়"। [সূরা আল-আন'আম ঃ৫৫]

নিচে এদিকের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

প্রথম বিষয় ঃ শির্ক

ক. সংজ্ঞা ঃ অভিধানে শির্কের অর্থ হল দু'টো বস্তুর মধ্যে সমতা বিধান করা।

আর শরীয়তে এর দু'টো অর্থ রয়েছে ঃ ব্যাপক অর্থ ও বিশেষ অর্থ।

১. ব্যাপক অর্থ ঃ মহান আল্লাহর যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেসবের কোন কিছুতে গায়রুল্লাকে তাঁর সাথে সমান করে দেয়া। এ অর্থের অধীনে রয়েছে তিনটি প্রকার ঃ

প্রথম ঃ রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে শির্ক করা। আর তা হল গায়রুল্লাহ (তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু)কে আল্লাহর সাথে এমন ক্ষেত্রে সমান বলে নির্ধারণ করা, যা প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। অথবা সেসব বৈশিষ্ট্যের কোন কিছু গায়রুল্লার প্রতি সম্পর্কিত করা (অর্থাৎ সে বৈশিষ্ট্যগুলো গায়রুল্লার আছে এমনটি বলা)। যেমন সৃষ্টিকরা, রিযিক দান, অস্তিত্ব প্রদান, মৃত্যু দান করা, বিশ্বজগতের পরিচালনা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ (فاطر:٣)

"আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ্ নেই। সুতরাং কিভাবে তোমরা ফিরে যাচ্ছ? [সূরা ফাতির ঃ ৩]

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে শির্ক করা। আর তা হল গায়রুল্লাকে এসবের কোন কিছুতে আল্লাহর সমান বলে নির্ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى:١١)

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আশ-শূরা ঃ১১]

তৃতীয় ঃ উলুহিয়্যাহ তথা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শির্ক করা। আর তা হল গায়রুল্লাকে এমন কিছুতে আল্লাহর সমান বলে নির্ধারণ করা, যা আল্লাহর ইলাহ্ হওয়ার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। যেমন সালাত, সিয়াম, দো'আ, বিপদাপদ থেকে

উদ্ধারের প্রার্থনা, যবেহ করা, মানত করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ (البقرة:١٦٥)

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৬৫]

২. **বিশেষ অর্থ** ঃ আর তা হল আল্লাহর জন্য একজন সমকক্ষ স্থির করে তাকে এমনভাবে আহ্বান করা যেভাবে আল্লাহকে আহ্বান করা হয়, তার কাছে এমনভাবে শাফা'আত চাওয়া যেভাবে আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়, তার কাছে এমনভাবে আশা করা যেভাবে আল্লাহর কাছে আশা করা হয়, তাকে এমনভাবে ভালবাসা যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসা হয়। কুরআন ও সুন্নায় 'শির্ক' শব্দ ব্যবহৃত হলে এ অর্থই সর্বপ্রথম মনে উদিত হয়।

খ. শির্কের নিন্দা জ্ঞাপন এবং এর ভয়াবহতা বর্ণনার উপর দলীল-প্রমাণাদি ঃ

শির্কের নিন্দা জ্ঞাপন, তা থেকে সতর্ককরণ এবং মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে শির্কের বিপদ ও মন্দ পরিণাম সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নার দলীলসমূহ বিভিন্নভাবে প্রমাণ পেশ করছে।

১. আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, শির্ক হচ্ছে সেই পাপ যা তিনি মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে তাওবা করা ছাড়া কোনমতেই ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন ঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (النساء:٤٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন"। [সূরা আন-নিসা ঃ ৪৮]

২. আল্লাহ শির্ককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان:١٣)

"নিশ্চয়ই শির্ক বড় যুলুম"। [সূরা লুকমান ঃ ১৩]

৩. আল্লাহ আরো জানিয়েছেন যে, শির্ক আমলসমূহকে নষ্ট করে দেয়। তিনি বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (الزمر:٦٥)

"আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি নিশ্চয়ই ওহী পাঠানো হয়েছে যে, আপনি শির্ক করলে অবশ্যই আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৬৫]

৪. আল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন যে, শির্ক করার মধ্যে রয়েছে বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর প্রতি ত্রুটি আরোপ এবং তাঁর সাথে অন্যের সমতা বিধান। তিনি বলেন ঃ

﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ * تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

(الشعراء:٩٦-٩٨)

"তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহর শপথ ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম"। [সূরা আশ-শু'আরা ঃ ৯৬-৯৮]

৫. তিনি আরো জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শির্ক অবস্থায় মারা যায়, সে সর্বদা জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে। তিনি বলেন ঃ

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾

(المائدة:٧٢)

"কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৭২]

এগুলো ছাড়াও রয়েছে আরো বহু প্রকার দলীল। কুরআন কারীমে সেসবের সংখ্যা অনেক।

গ. শির্কে নিপতিত হওয়ার কারণ ঃ

বনী আদমের মধ্যে শির্ক সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ সৎ ও মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং তাদের প্রশংসা, স্তুতিবর্ণনা ও গুণকীর্তনে সীমাতিক্রম করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ (نوح: ٢٣-٢٤)

"আর তারা বলেছিল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া', ইয়াগুছ, ইয়াউ'ক ও নাস্রকে'। এরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। আর যালিমদেরকে বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না"। [সূরা নূহ ঃ ২৩-২৪]

এগুলো হল নূহ আলাইহিস সালামের জাতির সৎ লোকদের নাম। যখন তারা মারা গেল, লোকেরা তাদের আকৃতিতে মূর্তি তৈরী করল এবং তাদের নামে সেগুলোর নাম রাখল। উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে সম্মান করা, তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখা এবং তাদের মর্যাদাকে স্মরণ রাখা। এমন করে শেষ পর্যন্ত তারা সেসব ব্যক্তিবর্গের ইবাদাতে লিপ্ত হল।

একথার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করছে সে বর্ণনাটি, যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'নূহের জাতির মধ্যে যে মূর্তিসমূহ ছিল, তা এরপর আরবদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াদ্দ ছিলো দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে কালব গোত্রের। আর সুওয়া' ছিলো হুযাইল গোত্রের এবং ইয়াগুস ছিলো মুরাদ গোত্রের, অতঃপর সাবার নিকটস্থ জাওফ নামক স্থানে বনী গাতীফের। আর ইয়াউক ছিলো হামাদান গোত্রের এবং নাসর ছিলো হিমইয়ার গোত্রের আলে যিল কিলা'-এর। এসবই ছিলো নূহের জাতির সৎ লোকদের নাম। তারা যখন মারা গেল, শয়তান তাদের জাতির কাছে এ নির্দেশ পাঠাল যে, তারা যে সব স্থানে বসতেন সেখানে তোমরা মূর্তি স্থাপন কর এবং তাদের নামে সেগুলোর নামকরণ কর। অতঃপর তারা তাই করল। তবে তখনো সেগুলোর উপাসনা করা হত না। এরপর যখন (মূর্তিনির্মাণকারী) এসব লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল এবং জ্ঞান[১] রহিত হল, তখনই সে সব মূর্তির উপাসনা শুরু হল'[২]।

ইবনে জারীর ত্বাবারী আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ﴾ এর ব্যাখ্যাকালে মুহাম্মাদ ইবনে ক্বায়েস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

---

[১] অর্থাৎ সে সব ছবির সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ জ্ঞান।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৯২০)

'তারা বনী আদমের কতিপয় সৎ ব্যক্তি ছিল। তাদের ছিলো অনেক অনুসারী, যারা তাদের অনুসরণ করত। তারা মারা গেলে তাদের অনুসরণকারী সঙ্গীরা বলল, যদি আমরা তাদের ছবি বানিয়ে নেই, তাহলে যখনই আমরা তাদেরকে স্মরণ করব, তা ইবাদাতে আমাদের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করবে। এরপর তারা সে সব লোকের ছবি তৈরী করল। অতঃপর তারা যখন মারা গেল এবং অন্য লোকেরা (তাদের স্থানে) এল, ইবলিস তাদেরকে প্ররোচিত করে বলল, ওরা তো তাদের উপাসনাই করত এবং তাদের অসীলা দিয়ে বৃষ্টি পেত। ফলে এরা তাদের উপাসনা করল'[১]। এরা একত্রে দু'টো ফিতনা সৃষ্টি করল ঃ

প্রথমত ঃ তাদের কবরের কাছে অবস্থান।

দ্বিতীয়ত ঃ তাদের আকৃতির ছবি তৈরী করা এবং বসার স্থানে সেগুলোকে স্থাপন করে সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করে বসা।

এর ফলে মানবতার ইতিহাসে প্রথমবারের মত শির্ক সংঘটিত হল। অতএব প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে উপরোক্ত দুটি বিষয়ই হচ্ছে শির্কের সবচেয়ে বড় উপকরণ।

ঘ. শির্কের প্রকারভেদ ঃ

শির্ক দু'ভাগে বিভক্ত ঃ বড় শির্ক ও ছোট শির্ক।

১. বড় শির্ক ঃ আল্লাহর সাথে এমন একজন সমকক্ষ গ্রহণ করা, আল্লাহর ইবাদাতের মতই যার ইবাদাত করা হবে। এ শির্ক মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়, সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দেয় এবং এ প্রকার শির্কে লিপ্ত মুশরিক যদি শির্কের উপর মারা যায়, তাহলে সে চিরতরে জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে। তার ব্যাপারে এমন নির্দেশ দেয়া হবে না যাতে সে মারা যাবে এবং জাহান্নামের আযাবও তার থেকে হ্রাস করা হবে না।

বড় শির্কের প্রকারভেদ ঃ বড় শির্ক চার ভাগে বিভক্ত ঃ

• **দো'আর শির্ক ঃ** কেননা দো'আ সবচেয়ে বড় ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তা ইবাদাতের মূল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন الدعاء هو العبادة

---

[১] তাফসীর ত্বাবারী (১২/২৫৪)

অর্থাৎ দো'আই ইবাদাত। আহমাদ ও তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান-সহীহ হাদীস[১]। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر:٦٠)

"তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশতঃ আমার ইবাদাত হতে বিমুখ হয়, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। [সূরা গাফির ঃ ৬০]

যখন এটা সাব্যস্ত হল যে, দো'আ ইবাদাত, অতএব গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য তা নিবেদন করা শির্ক। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন নবী, ফিরিশ্‌তা, অলী, কবর কিংবা পাথর প্রভৃতি সৃষ্টজগতের কোন কিছুকে আহ্বান করবে, সে হবে মুশরিক ও কাফির। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (المؤمنون:١١٧)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তো তার প্রতিপালকের নিকটই আছে। নিশ্চয়ই কাফিরগণ সফলকাম হবে না"। [সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ১১৭]

দো'আ যে ইবাদাত এবং এর কোন কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পালন করা শির্ক, এ ব্যাপারে আরো যে সব দলীল আছে, তম্মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

(العنكبوت:٦٥)

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়"। [সূরা আল-'আন্‌কাবূত ঃ ৬৫]

---

[১] মুসনাদ আহমাদ (৪/২৬৭), সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ২৯৬৯)

আল্লাহ তা'আলা এসব মুশরিকদের সম্পর্কে এ সংবাদই দিয়েছেন যে, তারা তাদের স্বাচ্ছন্দাবস্থায় আল্লাহর সাথে শির্ক করে এবং বিপদে আপদে আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে যায়। সুতরাং ঐ ব্যক্তিদের অবস্থা কি হবে, যারা স্বচ্ছন্দ ও দুঃখ-কষ্ট উভয়াবস্থায় আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে? এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

• **নিয়্যত, ইচ্ছা ও সংকল্পের ক্ষেত্রে শির্ক** ঃ আর তা হল - স্বীয় আমল দ্বারা প্রকৃত মুনাফিকদের মত দুনিয়া কিংবা লোকদেখানো অথবা জনশ্রুতি অর্জনের পরিপূর্ণ ইচ্ছা পোষণ করা এবং আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে মুক্তির ইচ্ছা না করা। এমন যে করবে সে হবে বড় শির্কে লিপ্ত মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

(هود:١٥-١٦)

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমরা তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং এখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নামের আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা দুনিয়াতে যা করেছে তা নষ্ট হবে। আর তারা যে আমল করে তা নিরর্থক"। [সূরা হুদ ঃ ১৫-১৬]

এ প্রকার শির্ক খুবই সুক্ষ্ম এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক।

• **আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক** ঃ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিংবা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সৃষ্টির আনুগত্য করে এবং অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করে, অর্থাৎ সে তাদের জন্য হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার বৈধতা প্রদান করে এবং সে ক্ষেত্রে সে তার নিজের ও অন্যের জন্য উক্ত বিধানের আনুগত্যের অনুমতিও দান করে, যদিও সে জানে যে, এটা ইসলাম বিরোধী। অতএব সে আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করল এবং আল্লাহর সাথে বড় ধরনের শির্ক করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

(التوبة:٣١)

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রীগণকে এবং সংসার বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র!" [সূরা আত-তাওবাহ ঃ ৩১]

আয়াতটির যে তাফসীর করার মধ্যে কোন সমস্যা নেই, তা হল ঃ আল্লাহর নাফরমানি করার ক্ষেত্রে (তথা আল্লাহর হুকুম পরিবর্তনে) ওলামা ও বান্দাদের আনুগত্য করা। তাদের কাছে দো'আ করা নয়। এ আয়াতের অনুরূপ তাফসীরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন, যখন 'আদী ইবনে হাতেম তাকে প্রশ্ন করেছিলো ও বলেছিল, আমরা তাদের ইবাদাত করি না তো? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন যে, তাদের ইবাদাত হল আল্লাহর নাফরমানি (তথা আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন) এর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা। তিনি বললেন, "তারা কি ঐ বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করত না, যাকে আল্লাহ্ হালাল করেছেন, অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম সাব্যস্ত করতে এবং তারা কি ঐ বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করত না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল সাব্যস্ত করতে"? আদী বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, "ওটাই হল তাদের ইবাদাত করা"। তিরমিযী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ও হাসান বলেছেন এবং ত্বাবারানী মু'জাম কাবীরে তা বর্ণনা করেছেন[১]।

● **ভালবাসার ক্ষেত্রে শির্ক** ঃ এ ভালবাসা দ্বারা বান্দার সেই ভালবাসাকে বুঝানো হয়েছে যা এমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন এবং নিজেকে ছোট করে এমন বিনয়াবনত হওয়াকে অপরিহার্য করে তোলে, যা কারো জন্য সমীচিন নয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, যার কোন শরীক নেই। বান্দা যখন এ ভালবাসা গায়রুল্লার জন্য নিবেদন করবে, তখন সে এদ্বারা বড় শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে। এর দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾

(البقرة:١٦٥)

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমান

---

[১] সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ৩০৯৫), মু'জাম কাবীর, ত্বাবারানী (১৭/৯২)

এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা অধিক দৃঢ়"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৬৫]

২. শির্কের দ্বিতীয় প্রকার হল ছোট শির্ক ঃ

ছোট শির্ক হল যা বড় শির্কের দিকে ধাবিত হওয়ার মাধ্যম এবং তাতে লিপ্ত হওয়ার কারণ। অথবা (কুরআন-সুন্নার) দলীলে যাকে শির্ক নামে অভিহিত করা হয়েছে, তবে তা বড় শির্কের সীমানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেনি। এটি আমলের দ্বারা ও মুখের কথার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। এর হুকুম কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুমের মতই আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে (তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন কিংবা ক্ষমা করে দেবেন)।

এর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো ঃ

ক. সামান্য রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) ঃ এর দলীল হল সে হাদীস, যা ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আরো অনেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের উপর যে জিনিসটির ভয় সবচেয়ে বেশী করি তা হল ছোট শির্ক"। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছোট শির্ক কি, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, "রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা), কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দান করবেন তখন বলবেন ঃ তোমরা সেই লোকদের কাছে যাও , দুনিয়ায় যাদেরকে তোমরা স্বীয় আমল প্রদর্শন করতে। সুতরাং দেখ, তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা"[১]।

খ. 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' এমন কথা বলা। আবু দাঊদ তার সুনান গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ "তোমরা বলো না 'আল্লাহ এবং অমুক যেমন চেয়েছে', বরং তোমরা বলো, আল্লাহ যেমন চেয়েছেন তারপর অমুক যেমন চেয়েছে"[২]।

গ. 'যদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকত' এমন কথা বলা অথবা 'যদি হাঁস না থাকত, তাহলে আমাদের কাছে চোর অবশ্যই আসত' ইত্যাদি বলা। ইবনে আবু হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহর বাণী ঃ ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

---

[১] মুসনাদ আহমাদ (৫/৪২৮), আলমুনযেরী বলেন, এর সনদ ভাল। আততারগীব ওয়াততারহীব (১/৪৮), হাইসামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী, মাজমা' (১/১০২)

[২] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৪৯৮০), যাহাবী মুখতাসারুল বায়হাকীতে (১/১৪০/২) বলেন, এর সনদ উপযুক্ত।

এর অর্থ বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'আয়াতে বর্ণিত أنداد তথা সমকক্ষসমূহ স্থির করা এমন শির্ক যা রাতের অন্ধকারে কালো প্রশস্ত মসৃণ পাথরের উপর দিয়ে পিপিলিকার চলার চেয়েও গোপন। আর তা হল - এ কথা বলা যে, 'হে অমুক! আল্লাহর এবং তোমার জীবনের ও আমার জীবনের শপথ', আর এ কথা বলাও যে, 'যদি এর ছোট কুকুরটি না থাকত তাহলে চোর আমাদের কাছে আসত', এবং 'যদি ঘরে হাঁস না থাকত তাহলে চোর আসত', আর কোন ব্যক্তি তার সঙ্গীকে একথা বলা যে, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন', এবং এ কথাও বলা যে, 'যদি আল্লাহ ও অমুক না থাকত, 'অমুককে তাতে রেখো না'। এসবই হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক'[১]।

ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। তম্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. বড় শির্ককারীকে আল্লাহ তা'আলা তাওবা ছাড়া কোনক্রমেই ক্ষমা করবেন না। কিন্তু ছোট শির্ক থাকবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

২. বড় শির্ক সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়। তবে ছোট শির্ক তার সাথে সম্পৃক্ত আমলকেই শুধু নষ্ট করে।

৩. বড় শির্ক মুসলিম মিল্লাত থেকে শির্ককারীকে বের করে দেয়। কিন্তু ছোট শির্ক ইসলাম থেকে তাকে বের করে দেয় না।

৪. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি চিরতরে জাহান্নামে থাকবে এবং জান্নাত হবে তার জন্য হারাম। আর ছোট শির্ক হচ্ছে অন্যান্য গোনাহের মতই।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ কুফ্র

ক. সংজ্ঞা ঃ অভিধানে 'কুফ্র' আবৃত করা ও ঢেকে রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আর শরীয়তের পরিভাষায় কুফ্র ঈমানের বিপরীত। আর তা হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না রাখা, চাই তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক কিংবা না হোক, বরং তা যদি সন্দেহ ও সংশয় প্রসূতও হয়ে থাকে, কিংবা ঈর্ষা ও

---

[১] তাফসীর ইবনে আবু হাতিম (১/৬২)

অহংকারবশতঃ বা রিসালাতের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে এমন কোন প্রবৃত্তির অনুকরণবশতঃ ঈমান থেকে দূরে সরে থাকার কারণেও হয়ে থাকে।

খ. কুফ্‌রের প্রকারভেদ ঃ

কুফ্‌র দু' প্রকার ঃ বড় কুফ্‌র ও ছোট কুফ্‌র।

বড় কুফ্‌র হল যা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থানকে অপরিহার্য করে। আর ছোট কুফ্‌র হল যা শাস্তি পাওয়াকে অপরিহার্য করে, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থানকে নয়।

প্রথমত ঃ বড় কুফ্‌র

তা পাঁচ প্রকার ঃ

১. মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সম্পৃক্ত কুফ্‌র। আর তা হল রাসূলগণের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা। অতএব তারা যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তাতে যে ব্যক্তি তাদেরকে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে মিথ্যা সাব্যস্ত করল, সে কুফ্‌রী করল। এর দলীল হল আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ (العنكبوت:٦٨)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্যের আগমণ হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামেই কি কাফিরদের আবাস নয়"? [সূরা আল-'আন্‌কাবূত ঃ ৬৮]

২. অস্বীকার ও অহংকারের মাধ্যমে কুফ্‌র। এটা এভাবে হয় যে, রাসূলের সত্যতা এবং তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশতঃ তাঁর হুকুম না মানা এবং তাঁর নির্দেশ না শোনা। এর দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة:٣٤)

"যখন আমি ফিরিশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের

অন্তর্ভুক্ত হল"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৩৪]

৩. সংশয়-সন্দেহের কুফ্‌র। আর তা হল রাসূলগণের সত্যতা সম্পর্কে ইতস্তত করা এবং দৃঢ় বিশ্বাস না রাখা। একে ধারণা সম্পর্কিত কুফ্‌রও বলা হয়। আর ধারণা হল একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত।

এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا * وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا * قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا * لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴾ (الكهف:٣٥-٣٨)

"আর নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করতঃ তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন পুরুষ আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না"। [সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৩৫-৩৮]

৪. বিমুখ থাকার মাধ্যমে কুফ্‌র ঃ এদ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীন থেকে পরিপূর্ণভাবে বিমুখ থাকা এমনভাবে যে, স্বীয় কর্ণ, হৃদয় ও জ্ঞান দ্বারা ঐ আদর্শ থেকে দূরে থাকা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। এর দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ﴾ (الأحقاف:٣)

"কিন্তু যারা কুফ্‌রী করেছে তারা সে বিষয় থেকে বিমুখ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে"। [সূরা আল-আহকাফ ঃ ৩]

৫. নিফাকের মাধ্যমে কুফ্‌র ঃ এদ্বারা বিশ্বাসগত নিফাক বুঝানো উদ্দেশ্য, যেমন ঈমানকে প্রকাশ করে গোপনে কুফ্‌র লালন করা। এর দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

"এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনবার পর কুফ্‌রী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না"। [সূরা আল-মুনাফিকূন ঃ ৩]

নিফাক বা মোনাফেকী দু' প্রকার ঃ

১. বিশ্বাসগত নিফাক ঃ এটি বড় কুফ্‌র যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। তা ছয় প্রকার ঃ রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, অথবা রাসূল যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার কোন কিছুকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, কিংবা রাসূলকে ঘৃণা করা, অথবা রাসূল যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তাকে ঘৃণা করা, রাসূলের দ্বীনের ক্ষতিতে খুশী হওয়া অথবা রাসূলের দ্বীনের বিজয় অপছন্দ করা।

২. কর্মগত নিফাক ঃ তা হল ছোট কুফ্‌র যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে না। তবে তা বড় ধরনের অপরাধ ও মহাপাপ। তন্মধ্যে রয়েছে সে আমল যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

«أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومَن كانتْ فيه خصلةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ مِن النفاق حتى يدعَها: إذا اؤتُمن خان، وإذا حدّث كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا خاصمَ فجرَ»

"যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি আমল পাওয়া যায়, সে হবে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মধ্যে তা থেকে একটি স্বভাব পাওয়া যায়, সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকে। সেগুলো হল ঃ যখন তার কছে আমানাত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে। আর যখন ঝগড়া করে, অশ্লীলভাবে করে"। মুত্তাফাকুন 'আলাইহ্[১]।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরো বলেন ঃ

«آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدّث كذبَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ»

"মুনাফিকের আলামত তিনটিঃ যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে,

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৮)

ভঙ্গ করে। আর যখন তার কাছে আমানাত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত করে"। বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

দ্বিতীয়ত ঃ ছোট কুফ্‌র

এ ধরনের কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে না এবং চিরতরে জাহান্নামে অবস্থান করাকেও তা অপরিহার্য করে না। এ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধু কঠিন শাস্তির ধমক এসেছে। এ প্রকার কুফ্‌র হল নেয়ামত অস্বীকার করা। কুরআন ও সুন্নার মধ্যে বড় কুফ্‌র পর্যন্ত পৌঁছে না এ রকম যত কুফরের উল্লেখ এসেছে, তার সবই এ প্রকারের অন্তর্গত। এর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে ঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণীতে যা এসেছে ঃ

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾(النحل:١١٢)

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এমন এক জনপদের যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে তার প্রচুর জীবিকা আসত। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ সে জনপদকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদন"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ১১২]

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে যা এসেছে ঃ

«اثْنتانِ في الناسِ هُما بهم كفرٌ، الطعنُ في النسبِ، والنياحةُ على الميِّت»

"মানুষের মধ্যে দু'টো জিনিস আছে, যা তাদেরকে কুফ্‌রীতে লিপ্ত করে ঃ বংশের ব্যাপারে অপবাদ দেয়া এবং মৃতের জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা"। হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন[২]।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে আরো এসেছে ঃ

«لاَ ترجعُوا بعدِي كُفاراً يضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ»

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৩)

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৬৭)

“আমার পরে তোমরা কাফের অবস্থায় ফিরে যেও না যে, তোমাদের একে অন্যের গর্দান উড়িয়ে দেবে”। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন[1]।

এটা এবং এর মত আমলগুলো হল বড় কুফরের চেয়ে ছোট আকারের কুফ্‌র। মুসলিম মিল্লাত থেকে তা বের করে দেয় না; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الحجرات:٩-١٠)

“মু'মিনদের দু' দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা কর এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ; সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও”। [সূরা আল-হুজরাত ঃ ৯-১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (النساء:٤٨)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহা পাপ করে”। [সূরা আন-নিসা ঃ ৪৮]

এ মহান আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ বহন করছে যে, শির্কের নিচের প্রত্যেক গোনাহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে গোনাহ পরিমাণ আযাব তাকে দেবেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে শুরু থেকেই তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তবে তাঁর সাথে শির্ক করাকে তিনি ক্ষমা করবেন না, যেমন তা এ

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১২১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৬৫)

আয়াতটিতে এবং আল্লাহ তা'আলার সেই বাণীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾

(المائدة:٧٢)

"কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৭২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গায়েব ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকার দাবী

গায়েব হল - বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সে সকল বিষয়, যা মনুষ্য বিবেক-বুদ্ধি ও দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলা তা স্বীয় জ্ঞানভান্ডারে রেখে দিয়েছেন এবং সে জ্ঞানের সাথে তিনি নিজেকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (النمل:٦٥)

"বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না"। [সূরা আন-নামল ঃ ৬৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الكهف:٢٦)

"আসমান ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই"। [সূরা আল-কাহাফ ঃ ২৬]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ (الرعد:٩)

"তিনি গায়েব ও চাক্ষুষ বিষয়াদির পরিজ্ঞাতা, মহান, সর্বোচ্চ মর্যদাবান"। [সূরা আর-রা'দ ঃ ৯]

অতএব আল্লাহ ছাড়া আর কেউই গায়েব জানে না, না কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা, না কোন প্রেরিত নবী। আর তাদের থেকে নিম্নস্তরের যারা, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (هود:٣١)

"আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আর গায়েব সম্বন্ধেও আমি জানি না"। [সূরা হুদ ঃ ৩১]

আল্লাহ তা'আলা হুদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ (الأحقاف:٢٣)

"তিনি বললেন, জ্ঞান তো শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তা-ই তোমাদের নিকট প্রচার করি"। [সূরা আল-আহকাফ ঃ ২৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলেনঃ

﴿ قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (الأنعام:٥٠)

"বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আর গায়েব সম্বন্ধেও আমি জানি না"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৫০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة:٣١-٣٢)

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলো ফিরিশ্‌তাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, এ সবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া তো আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৩১-৩২]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির কতিপয় ব্যক্তিকে কখনো কখনো গায়েবী কিছু ব্যাপারে অবহিত করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ (الجن:٢٦-٢٨)

"তিনি গায়েবের পরিজ্ঞাতা। তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সে ক্ষেত্রে তিনি রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োগ করেন, যাতে তিনি জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী

পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। রাসূলগণের কাছে যা আছে তা তাঁর গোচরীভূত এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন”। [সূরা আল-জ্বিন ঃ ২৬-২৮]

এটা হল তুলনামূলক গায়েব, যার জ্ঞান সৃষ্টির কারো কাছে অনুপস্থিত, আবার কারো কাছে তা অজানা নয়। তবে ব্যাপক গায়েবী জ্ঞান মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কে এমন আছে যে গায়েব জানার দাবী করতে পারে, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাছে তা রেখে দিয়েছেন?

এজন্যই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হল সে সব দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী লোক থেকে সতর্ক থাকা, যারা গায়েব জানার দাবীদার ও আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী, যারা নিজেরা ভ্রষ্ট হয়েছে, বহু লোককে ভ্রষ্ট করেছে এবং যাদুকর, মিথ্যাবাদী, জ্যোতিষী প্রমুখ লোকদের ন্যায় সোজা পথ থেকে তারা চ্যুত হয়েছে। নিচে এসব লোকদের কিছু আমল তুলে ধরা হল, যারা গায়েবী ইলম থাকার দাবী করে, এর মাধ্যমে সাধারণ ও অজ্ঞ মুসলমানদেরকে ভ্রষ্ট করে এবং তাদের আক্বীদা ও ঈমানকে বিপন্ন করে তোলে।

১. যাদু ঃ এর আরবী প্রতিশব্দ হল اَلسِّحْرُ, এর আভিধানিক অর্থ - যার কার্যকারণ হয় সুক্ষ্ম ও গোপন।

আর পরিভাষায় তা হল এমন মন্ত্রপাঠ, ঝাড়ফুঁক ও বন্ধন যা হৃদয়ে ও শরীরে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে অসুস্থ করে তোলে, হত্যা করে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। যাদু করা কুফ্‌র এবং যাদুকর মহান আল্লাহর সাথে কুফ্‌রী করে। আখিরাতে তার কোন অংশই থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (البقرة:١٠٢)

“আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। সুলাইমান কুফ্‌রী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফ্‌রী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু ও সে বিষয় শিক্ষা দিত যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপরে

অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র; কাজেই তুমি কুফ্‌রী করো না । তা সত্বেও তারা ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তদ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারত না। এতদ্‌সত্ত্বে ও তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসতো না। তারা ভালভাবে জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত!" [সূরা আল-বাকারাহঃ ১০২]

গিরায় ফুঁ দেয়া যাদুর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (الفلق: ١-٥)

"বলুন, আমি প্রভাতের স্রষ্টার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়, গিরায় ফুঁৎকার দেয় এমন নারীদের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে" । [সূরা আল-ফালাক ঃ ১-৫]

২. জ্যোতিষকর্ম ঃ আর তা হল তারকার অবস্থান দ্বারা পৃথিবীর যে সব ঘটনা এখনো ঘটেনি তার উপর দলীল পেশ করা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«مَنِ اقْتبسَ عِلماً من النجومِ فقد اقتبسَ شُعبةً من السحرِ زادَ ما زادَ»

"যে ব্যক্তি তারকারাজি থেকে কোন জ্ঞান চয়ন করল, সে যাদুর একটি শাখা চয়ন করল। ঐ জ্ঞান সে যত বাড়াল যাদুর শাখাও তত বাড়াল"। আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[১]।

৩. পাখি বিতাড়ন এবং মাটিতে রেখা অঙ্কন ঃ কৃতন ইবনে কুবাইসা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

---

[১] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৩৯০৫)

«العِيَافةُ والطيرةُ والطَّرقُ من الجِبْتِ»

"ইয়াফা, লক্ষণ নির্ধারণ এবং তুরুক যাদুর অন্তর্গত"[১]। 'ইয়াফা হচ্ছে পাখি বিতাড়ন এবং তার নাম, কণ্ঠ ও চলাচল দ্বারা শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ। আর 'তুরুক' হল রেখা যা মাটিতে আঁকা হয়, কিংবা পাথর মেরে গায়েবী ইলমের দাবী করা।

৪. ভাগ্য গণনা ঃ তা হল গায়েব জানার দাবী করা। এতে প্রকৃত ব্যাপার হল জ্বিনেরা ফিরিশ্তাদের কথা শুনে তা চুরি করে দৈবজ্ঞের কানে তুলে দেয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«مَنْ أتَى كَاهناً فصدّقه بما يقولُ فقدْ كَفرَ بما أنزلَ عَلَى محمدٍ ﷺ»

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসে এবং সে যা বলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি কুফ্রী করল"। আবু দাউদ, আহমাদ ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২]।

৫. আবজাদী অক্ষরসমূহ লিখা ঃ তা এভাবে করা যে, প্রত্যেক অক্ষরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সংখ্যা নির্ধারণ করে তার উপর মানুষের নাম, কাল ও স্থান চালনা করা এবং এরপর সেগুলোর উপর সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য ইত্যাদির হুকুম দেয়া।

আবজাদী অক্ষর লিখত এবং তারকার দিকে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করত, এমন একদল লোক সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি এমনটি করে, আমার মতে আল্লাহর কাছে তার কোন অংশ নেই'। আবদুর রাযযাক এটি আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেন[৩]।

৬. হাত এবং পেয়ালা ইত্যাদি পড়া যদ্বারা এদের কেউ কেউ মৃত্যু, জীবন, দারিদ্র, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা প্রভৃতি সম্পর্কিত ভবিষ্যত ঘটনাবলী জানার

---

[১] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৩৯০৭), মুসনাদ আহমাদ (৩/৪৭৭)

[২] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৩৯০৪), মুসনাদ আহমাদ (২/৪২৯), আলমুস্তাদরাক (১/৫০), হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। এ ব্যাপারে যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন।

[৩] আল-মুসান্নাফ (১১/২৬)

দাবী করে থাকে।

৭. রূহ (আত্মা) হাজির করাঃ আত্মা হাজিরকারীরা মনে করে যে, তারা মৃতদের আত্মা হাজির করে তাদেরকে মৃত লোকদের নেয়ামত ও আযাব ইত্যাদি খবরা-খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে থাকে। এটা এক ধরনের দাজ্জালিপনা এবং শয়তানী মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ। এর উদ্দেশ্য হল আক্বীদা ও চরিত্র নষ্ট করা, অজ্ঞ লোকদেরকে সংশয়ে ফেলে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ হরণ করা এবং গায়েব জানতে পারার দাবী করার লক্ষ্যে পৌঁছা।

৮. অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করা ঃ আর তা হল বাম দিক থেকে ডান দিকে অতিক্রমকারী এবং ডান দিক হতে বাম দিকে অতিক্রমকারী পাখি, হরিণ প্রভৃতি দ্বারা অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করা। এটা শির্কে লিপ্ত হওয়ার একটা দরজা। আর তা শয়তানের প্ররোচনা ও ভয় প্রদর্শনের অন্তর্গত।

ইমরান ইবনে হোসাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

«ليس منّا من تطيّر أو تُطيِّر له، أو تكهّن أو تُكهِّن له، أو سحر أو سُحِر له، ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ»

"যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করে কিংবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়, যে ভাগ্য গণনা করে কিংবা যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয়, যে যাদু করে কিংবা যার জন্য যাদু করা হয়, তাদের কেউই আমাদের অন্তর্গত নয়। আর যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তার বক্তব্যকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি কুফ্‌রী করল"। হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন[১]।

আল্লাহরই কাছে প্রার্থনা করি - তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন, তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন এবং অপরাধীদের প্রতারণা ও শয়তানের দোসরদের সংশয় সৃষ্টি থেকে তাদেরকে আশ্রয় দেন।

---

[১] মুসনাদ বায্‌যার (৯/৫২, হাদীস নং ৩৫৭৮), হাইসামী মাজমা' আয্‌যাওয়ায়েদ (৫/১১৭)-এ বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একত্ববাদ

এতে রয়েছে একটি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদ ঃ

ভুমিকাঃ

আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলীর প্রতি ঈমান এবং মুসলমানদের উপর এর প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এ প্রকার তাওহীদের সংজ্ঞা ও দলীল

প্রথমত ঃ সংজ্ঞা
দ্বিতীয়ত ঃ এ তাওহীদ সাব্যস্ত করার সঠিক পন্থা
তৃতীয়ত ঃ এ পন্থার দলীল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন ও সুন্নার আলোকে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার বাস্তব উদাহরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা

ভূমিকা

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান এবং মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনে তার প্রভাব

মুসলিম হৃদয়ে এবং তার রবের ইবাদাত বাস্তবায়নে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সে সব প্রভাবের মধ্যে রয়েছে, ঐ সকল অন্ত র্নিহিত ব্যাপার যা বান্দা অন্তর দিয়ে বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অনুভব করে থাকে, যে বন্দেগীর ফলে সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা, স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনোভাবের হেফাযত এবং হৃদয়ে উদিত মন্ত্রণাসমূহের নিয়ন্ত্রণ, যাতে সে আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা যায় এমন কিছু ছাড়া অন্য ব্যাপারে মোটেই চিন্তা না করে, আর আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ভালবাসে, তাঁর দ্বারাই সে শুনে ও দেখে। এতদসত্ত্বেও সে বিশাল আশা পোষণ করে ও স্বীয় রব সম্পর্কে সুধারণা রাখে।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীসমূহের অর্থের প্রতি ঈমান আনয়ন করার সাথে সংশ্লিষ্ট এ সকল অন্তর্নিহিত অর্থ এবং এ জাতীয় অন্যান্য অর্থের ফলে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিভেদে কমবেশী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বন্দেগী। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

আল্লাহকে ভালবাসা ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর 'গাফফার' (ক্ষমাশীল) নামটির বিরাট প্রভাব রয়েছে। তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর (নিষেধকৃত) হারামের সীমা অতিক্রমের সাহস না করার ক্ষেত্রে তাঁর 'শাদীদুল 'ইক্বাব' (কঠিন শাস্তিদাতা) নামটির বিপুল প্রভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর অন্যান্য নাম ও গুণাবলীসমূহের নানাবিধ অর্থানুযায়ী এগুলোর অনেক প্রভাব রয়েছে মুসলিম হৃদয়ে এবং আল্লাহর শরীয়তের উপর তার অটল থাকার ক্ষেত্রে, বরং আল্লাহর ভালবাসা প্রতিষ্ঠায় যা দুনিয়া-আখিরাতে মুসলমানের সুখ-সৌভাগ্যের মূলভিত্তি, সব কল্যাণের চাবিকাঠি এবং সর্বাধিক পরিপূর্ণ পন্থায় স্বীয় রবের ইবাদাত পালনে বান্দার সবচেয়ে বড় সহায়ক; কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক ভালবাসার পরিমাণ অনুযায়ী বাহ্যিক আমলসমূহ হাল্কা ও ভারী বোধ হয়ে থাকে।

সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমলকে পূর্ণ করা এবং তাকে সুন্দর করে তোলা

আল্লাহর প্রতি অন্তরের ভালবাসার উপর নির্ভরশীল। আর আল্লাহর ভালবাসা তাঁর নাম ও গুণাবলীসমূহ সহকারে তাঁকে জানার উপর নির্ভরশীল। এজন্যই মানুষের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে বড় ইবাদাতকারী হচ্ছেন আল্লাহর রাসূলগণ, যারা মানুষের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন এবং তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের সংজ্ঞা

প্রথমত ঃ সংজ্ঞা

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহর জন্য সে সব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর তাঁর থেকে সে সব নাম ও গুণাবলী অস্বীকার করা, যা আল্লাহ তাঁর নিজের থেকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর থেকে অস্বীকার করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য এসব নাম ও গুণাবলীর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য স্বীকার করে নেয়া, এবং সৃষ্টির মধ্যে এগুলোর প্রভাব ও চাহিদা অনুভব করা।

দ্বিতীয়ত ঃ এ তাওহীদ সাব্যস্ত করার নীতি

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক নীতি ঐ বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের উপর স্থাপিত, যদ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজেকে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন, তাতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করে, তা অকার্যকর না করে (তথা প্রকৃত অর্থ ত্যাগ না করে) এবং তার অবয়ব বর্ণনা ও সদৃশ্য স্থির না করে।

পরিবর্তন সাধন ঃ তা হল কোন কিছুকে তার স্বরূপ হতে সরিয়ে দেয়া। এটা দু' প্রকারঃ

১. শাব্দিক পরিবর্তন সাধন ঃ আর তা হল কোন শব্দে কিছু বৃদ্ধি করা অথবা কমিয়ে দেয়া, কিংবা শব্দের কোন হরকত পরিবর্তন করে ফেলা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ (طه:٥)

"দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর উঠেছেন"। [সূরা ত্বা-হা ঃ ৫]

এ আয়াতটির استوى শব্দটিকে পরিবর্তন করে استولى বলা। 'আন্‌নুনিয়্যাহ'

কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বলেন ঃ

'ইয়াহুদীদের নুন[১] এবং জাহমিয়াদের লাম[২] এ দু'টো অক্ষর আরশের অধিপতি আল্লাহর ওহীতে অতিরিক্ত'।

২. অর্থ ও তাৎপর্যগত পরিবর্তন ঃ আর তা হল কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দিষ্ট অর্থ ভিন্ন অন্যভাবে শব্দটির ব্যাখ্যা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার اليد (যার অর্থ 'হাত'), শব্দটিকে 'শক্তি' কিংবা 'অনুগ্রহ' দ্বারা ব্যাখ্যা করা। এ হচ্ছে একটি বাতিল ব্যাখ্যা, শরীয়ত ও আরবী ভাষা যা বুঝায় না।

অকার্যকর করন (তথা প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করা) ঃ তা হল আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী অস্বীকার করা। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন গুণে গুণান্বিত নন।

পরিবর্তন সাধন ও অকার্যকর করনের মধ্যে পার্থক্য ঃ পরিবর্তন সাধন হল শরীয়তের দলীল দ্বারা যে সঠিক অর্থ বুঝা যায় তা অস্বীকার করা এবং সঠিক নয় এমন আরেকটি অর্থ তার স্থলাভিষিক্ত করা। আর অকার্যকরকরন হল অন্য অর্থ স্থলাভিষিক্ত না করেই সঠিক অর্থটিকে অস্বীকার করা।

অবয়ব দানঃ তা হল, যে অবয়ব ও আকৃতির উপর গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে, তা নির্দিষ্ট করা। যেমন তাওহীদের এ প্রকারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত কিছু লোকের কর্ম, যারা আল্লাহর গুণাবলীর অবয়ব দান করছে। তারা বলছে, তাঁর হাতের অবয়ব হল এমন এমন এবং তাঁর আরোহণ হল এই এই আকৃতিতে। এটা নিশ্চয়ই বাতিল। কেননা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তাঁর গুণাবলীর অবয়ব সম্পর্কে জানে না। আর সৃষ্টজগতের সবাই সে সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

সদৃশ্য স্থির করন ঃ তা হল সদৃশ্য ও উপমা নির্ধারণ করা। যেমন কারো একথা বলা যে, আমাদের শ্রবণের মতই আল্লাহর শ্রবণ, আমাদের মুখমন্ডলের মতই তাঁর মুখমন্ডল। আল্লাহ সে সব থেকে পবিত্র ও মহান।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক নীতিকে তিনটি মূলনীতিতে সাজানো

---

[১] ইয়াহুদীরা আল্লাহর নির্দেশিত حطة শব্দটিতে নুন বাড়িয়ে বলত ঃ حنطة , এটা ছিলো তাদের বক্রতা। ইয়াহুদীদের নুন বলতে চরণটিতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে - অনুবাদক।

[২] জাহমিয়ারা কুরআনের استوى শব্দটিতে লাম বাড়িয়ে বলত استولى , কুরআনের এ শব্দটিতে তারা যে পরিবর্তন সাধন করেছে, সেদিকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে - অনুবাদক।

যায়। যে ব্যক্তি সেগুলো বাস্তবায়ন করবে, সে এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। তা হল ঃ

প্রথম মূলনীতি ঃ আল্লাহ তা'আলার কোন গুণাবলীকে সৃষ্টির কোন গুণাবলীর সাথে তুলনা করা থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা।

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ আল্লাহ যে নাম দ্বারা নিজেকে অভিহিত করেছেন এবং যে গুণ দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নামে অভিহিত করেছেন এবং যে গুণে অভিষিক্ত করেছেন, আল্লাহর যথাযোগ্য সম্মান ও মাহত্ম্য অনুযায়ী সে নাম ও গুণের প্রতি ঈমান রাখা।

তৃতীয় মূলনীতি ঃ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রকৃত অবয়ব উপলব্ধি করার লোভ সংবরণ করা। কেননা সৃষ্টির পক্ষে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ তিনটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করল, সে ঐ ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করল, সুযোগ্য ইমামগণের সিদ্ধান্তানুযায়ী আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যে ঈমান আনয়ন ছিলো অপরিহার্য।

তৃতীয়ত ঃ এ নীতির দলীলসমূহ

এ নীতি প্রতিপাদনে আল্লাহ তা'আলার কিতাব তথা কুরআনের দলীলসমূহ প্রমাণ পেশ করছে ঃ

প্রথম মূলনীতি তথা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা থেকে আল্লাহ তা'আলাকে মুক্ত রাখার উপর প্রমাণবাহী দলীলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى:١١)

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আশ-শুরা ঃ ১১]

এ আয়াতের দাবী হল, আল্লাহ তা'আলার জন্য শ্রবণ করা ও দেখার গুণ দু'টো সাব্যস্ত করার পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে সাদৃশ্যকে সার্বিকভাবে অস্বীকার করা। এর মধ্যে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, আল্লাহর জন্য যে শ্রবণ ও দর্শন সাব্যস্ত হয়েছে, তা ঐ শ্রবণ ও দর্শনের গুণের মত নয় যা সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত হয়েছে, যদিও সৃষ্টির বহুসংখ্যক এ দু'টো গুণের অধিকারী।

শ্রবণ ও দর্শনের ক্ষেত্রে যা বলা হয়ে থাকে, অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রেও একই

কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (المجادلة: ١)

"আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আল-মুজাদালা ঃ ১]

ইবনে কাসীর আয়াতটির তাফসীরে সে হাদীসটি উল্লেখ করেন যা ইমাম বুখারী 'তাওহীদ' অধ্যায়ে (১৩/৩৭২) এবং ইমাম আহমাদ মুসনাদে (৬/৪৬) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন, 'আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যার শ্রবণ শক্তি সকল আওয়াজ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়েছে। ঝগড়াকারিনী মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার সাথে কথা বলল, আর ঘরের কোণ থেকে আমি তা শুনতে পেলাম না। অথচ আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ আয়াতের শেষ পর্যন্ত'[১]।

এ বিষয়ের দলীলের মধ্যে আরো রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ (النحل: ٧٤)

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য কোন উদাহরণ বর্ণনা করো না"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ ৭৪]

ত্ববারী আয়াতটির তাফসীরে বলেন ঃ 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য উদাহরণ পেশ করো না এবং তাঁর কোন উপমাও দিও না; কেননা তাঁর কোন উদাহরণ এবং উপমা নেই'[২]।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (مريم: ٦٥)

"আপনি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকেও জানেন"? [সূরা মারইয়াম ঃ ৬৫]

---

[১] ইবনে কাসীর, (৮/৬০)

[২] ত্ববারী, (৭/৬২১)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, ‘প্রভুর কোন সদৃশ কিংবা উপমা কি তোমার জানা রয়েছে’?

এ মূলনীতির আরো দলীলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص:٤)

“এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই”। [সূরা ইখলাস ঃ ৪]

ত্বাবারী বলেন ঃ ‘তাঁর কোন উপমা ও সদৃশ নেই। আর কোন কিছুই তাঁর মত নয়’।

দ্বিতীয় মূলনীতি তথা কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর যে সব নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা এসেছে সে সবের প্রতি ঈমান রাখার উপর প্রমাণবাহী দলীলের মধ্যে রয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (البقرة:٢٥٥)

“আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন সঠিক মা'বুদ নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রা ও নয়। আসমান ও জমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারেনা। তিনি যা চান তা ব্যতীত। তাঁর কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কষ্ট সাধ্য নয়। আর তিনি সব কিছুর উপরে, সর্বাপেক্ষা মহান”। [সূরা আল-বাক্বারাহ ঃ ২৫৫]

এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (الحديد:٣)

“তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই সবকিছুর উপরে, তিনিই সবকিছুর নিকটে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত”। [সূরা আল-হাদীদ ঃ ৩]

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الحشر:٢٢-٢٤)

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ্ নেই। গায়েব ও চাক্ষুষ বস্তুসমূহের পরিজ্ঞাতা তিনি, তিনি করুণাময়, দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে অনেক পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকলই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আল-হাশর ঃ ২৩-২৪]

আর সুন্নার দলীলের মধ্যে রয়েছে আবু হুরায়রার হাদীস যা মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। আবু হুরায়রা বলেন, 'আমরা শয্যা গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ দো'আ বলার নির্দেশ প্রদান করতেন ঃ

اللّهُــمَّ ربَّ السموات وربَّ الأرض وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شــيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى، ومنزِّلَ التوراةِ والإنجيلِ والفرقانِ أعوذُ بكَ من شرِّ كلِّ دابةٍ أنتَ آخذٌ بناصيتِها. اللّهُم أنتَ الأولُ فليسَ قبلكَ شيءٌ، وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّيْنَ وأغْنِنا من الفقرِ

"হে আল্লাহ! আপনি আকাশমন্ডলীর প্রভু, ভূমন্ডলের প্রভু, মহান আরশের অধিপতি, আমাদের প্রভু এবং সকল বস্তুর প্রভু, বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী। আমি প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট

হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনিই তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। হে আল্লাহ! আপনি আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনি অন্ত, আপনার পরেও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনি সর্ব উর্ধ্বে, সুতরাং আপনার চেয়ে উপরে কোন কিছু নেই। আপনি সবচেয়ে নিকটে, আপনার চেয়ে নিকটে কোন কিছু নেই। আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্ত রাখুন"[১]। এ বিষয় প্রতিপাদনে এত বেশী দলীল রয়েছে যে, তা গণনারও উর্ধে।

আর তৃতীয় মূলনীতি তথা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রকৃত অবয়ব উপলদ্ধি করার লোভ সংবরণ করার উপর প্রমাণ বহন করছে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴾ (طه:١١٠)

"তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না"। [সূরা ত্বা-হা ঃ ১১০]

আয়াতটির অর্থ বর্ণনায় কোন কোন আলেম বলেছেন ঃ 'আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের রব মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নয়। অতএব আল্লাহর গুণাবলীর অবয়বকে আয়ত্ব করার সকল প্রকারকে অস্বীকার করতে হবে'।

এ মূলনীতির আরো দলীলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ (الأنعام:١٠٣)

"দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, তিনিই আয়ত্ব করেন সকল দৃষ্টি"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ১০৩]

এ আয়াতটি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কোন এক আলেম বলেন, 'এ বাণী আল্লাহর পূর্ণ বিশালত্বের উপর প্রমাণ বহন করছে এবং এর উপরও প্রমাণ বহন করছে যে, তিনি সকল বস্তু থেকে মহান, তাঁর পূর্ণ বিশালত্বের জন্য তাঁকে আয়ত্ত করার মত করে বোঝা যায় না। কেননা কোন কিছুকে বোঝা তথা আয়ত্ত করা অবলোকনের চেয়েও বেশী পরিমাণ কাজ। অতএব রবকে আখিরাতে দেখা যাবে, কিন্তু জানার মত করে বোঝা যাবে না এবং তাঁর জ্ঞানকেও আয়ত্ব করা যাবে

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৭১৩)

না'। বুদ্ধিমানের জন্য সমীচীন হল এটা জেনে রাখা যে, বুদ্ধি-বিবেকের একটা সীমা রয়েছে যে পর্যন্ত তা পৌঁছতে পারে, তবে তা অতিক্রম করতে পারে না। ঠিক যেমনটি শ্রবণেন্দ্রীয় ও দৃষ্টিশক্তির একটা সীমা রয়েছে, সেগুলো শুধু ঐ পর্যন্তই পৌঁছতে পারে। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যা উপলদ্ধি করা সম্ভব নয়, যেমন আল্লাহর গুণাবলীর অবয়ব নির্ণয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, তা যদি জোর করে কেউ বুঝতে চায় তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মত হবে যে দেয়ালের পেছনের বস্তু দেখার জন্য কিংবা তার থেকে বহু দূরের শব্দ শোনার জন্য জোর করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন ও সুন্নার আলোকে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্তের বাস্তব উদাহরণ

কুরআন ও সুন্নাহ্ বহু স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামসমূহ ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বহুভাবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রমাণ পেশ করেছে।

কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্তকৃত আল্লাহর নাম ও গুণাবলী প্রচুর। এ ব্যাপারে অনেক বই ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ওলামাগণ এর অনেকগুলো গণনা করেছেন। আমরা এখানে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ পেশ না করে শুধু উদাহরণস্বরূপ কিছুসংখ্যক উল্লেখ করব।

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

আল-হাই (চিরঞ্জীব) ও আল-কাইয়ুম (সবকিছুর ধারক) ঃ

কুরআন ও সুন্নাহ্ এ দু'টো নামের প্রমাণ পেশ করেছে। কুরআনের প্রমাণের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (البقرة:٢٥٥)

"আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ব মা'বুদ নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক"। [সূরা আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২৫৫]

আর সুন্নার প্রমাণের মধ্যে রয়েছে আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেন ঃ

(كُنَّا معَ النبيِّ ﷺ في حلقة ورجلٌ قائمٌ يصلِّي فلمَّا ركعَ وسجدَ وتشهَّدَ ودعَا فقـال في دُعائه: اللّهُمَّ إني أسألُكَ بأنَّ لكَ الحمد لاَ إلهَ إلاَّ أنتَ بديعُ السموات والأرضِ يـا ذَا الجلالِ والإكرامِ يا حيُّ يا قيُّوم. فقال النبيُّ ﷺ : لقدْ دعَا باسمِ اللهِ الأعظَمِ الَّذي إذا دُعيَ به أجابَ وإذا سُئِل به أَعطَى)

'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটা মজলিসে ছিলাম। এক লোক তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। অতঃপর যখন সে রুকু ও সেজদা করল

এবং তাশাহহুদ পড়ে দো'আ করল ও দো'আর মধ্যে এ কথা বলল যে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এ কথার মাধ্যমে যে, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনি ছাড়া আর হক্ব কোন ইলাহ্ নেই, আকাশ ও ভূমন্ডলীর স্রষ্টা। হে মর্যাদাবান ও মহিমাময়! হে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক!'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সে আল্লাহর সবচেয়ে মহান নামের মাধ্যমে দো'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি জবাব দেন এবং যে নামে তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি দান করেন"[১]।

আল-হামীদ (প্রশংসিত) ঃ

এর দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (البقرة:٢٦٧)

"জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৬৭]

আর সুন্নার দলীল হল তাশাহহুদের ব্যাপারে কা'ব ইবনে 'উজরার হাদীস ঃ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এভাবে বলতে শিখিয়েছেন যে,

اللّهُمَّ صلِّ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ كَما صَلَّيتَ علَى إبراهيمَ وعلَى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ...

"হে আল্লাহ! আপনি সালাত (দুরুদ) পাঠ করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের প্রতি, যেমন আপনি সালাত পাঠ করেছেন ইব্‌রাহীমের এবং ইব্‌রাহীমের বংশধরদের। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত"[২]।

আর-রহমান (করুণাময়) ও আর-রহীম (দয়ালু) ঃ

এ দু'টো নামের দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ ﴾ (الفاتحة:٢-٣)

---

[১] হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ১৮৫৬) এবং বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ। আর যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৩৭০), মুসলিম (হাদীস নং ৪০৬)

“সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু”। [সূরা আল-ফাতিহা ঃ ২-৩]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হল ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়ার দিন তাঁর ও মুশরিকদের মধ্যে সন্ধি লেখার সময় লেখককে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল-হালীম (সহনশীল) ঃ

কুরআন থেকে এর দলীল হল আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী ঃ

﴿ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (فاطر: ٤١)

“নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ”। [সূরা ফাতির ঃ ৪১]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হল ঃ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদের সময় বলতেনঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ..

“মহান সহনশীল আল্লাহ ছাড়া হক্ব কোন ইলাহ্ নেই...” আলহাদীস[১]।

আর আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ

আল-কুদরাত (ক্ষমতা) ঃ

এটা আল্লাহ তা‘আলার যাতী বা সত্তাগত গুণ, যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর যাতী বা সত্তাগত গুণ কথাটির অর্থঃ যা আল্লাহর যাত বা সত্তার জন্য অপরিহার্য, তাঁর থেকে কখনোই তা পৃথক হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٠)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান”। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২০]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হল উসমান ইবনে আবুল আসের হাদীসঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি

---

[১] হাদীসটি বর্ণনা করেন বুখারী (হাদীস নং ৬৩৪৫) ও মুসলিম (হাদীস নং ২৭৩০)

ইসলাম গ্রহণের সময় থেকেই নিজের শরীরে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ

«ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: (أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

"তোমার শরীরের যে অঙ্গে তুমি ব্যথা অনুভব করছ, তার উপর তোমার হাত রাখ এবং তিনবার বল 'বিসমিল্লাহ', আর সাতবার বল 'আমি যে ব্যথা অনুভব করছি ও যে শঙ্কা বোধ করছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি"[১]।

আল-হায়াত (জীবন) ঃ

এটা আল্লাহর যাতী গুণাবলীর অন্তর্গত। এটি তার আল-হাই (চিরঞ্জীব) নাম থেকে গৃহীত। ইতিপূর্বে এ গুণটির উপর দলীল পেশ করা হয়েছে।

আল-ইলম (জ্ঞান) ঃ

এটা আল্লাহ তা'আলার যাতী গুণ। এ গুণটি কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ (البقرة:٢٥٥)

"তাঁর জ্ঞান হতে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারেনা"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৫]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হলো জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র হাদীস ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে এস্তেখারায় এ কথা বলা শিক্ষা দিতেন যে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ...

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার কাছে কল্যাণ কামনা করছি এবং আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার কাছে সামর্থ কামনা করছি........"[২]।

---

[১] এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (হাদীস নং ২২০২)

[২] বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৬৩৮২)

আল-ইরাদা (ইচ্ছা) ঃ

এটি কার্যগত একটি গুণ যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর কার্যগত গুণাবলী হল সেই সব গুণ যা আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট, যদি তিনি চান তো করেন এবং যদি চান তা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ (الأنعام:١٢٥)

"আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে কষ্ট করে আকাশে আরোহণ করছে"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ১২৫]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হল আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস ঃ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

«إِذَا أَرادَ اللهُ بقومٍ عَذاباً، أَصابَ العَذَابُ مَنْ كان فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا على أَعمَالِهِمْ»

"যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, সে জাতির মধ্যে যারা অবস্থান করে তাদের উপর আযাব আপতিত হয়। অতঃপর তাদেরকে তাদের কাজের উপর পুনরুত্থিত করা হয়"[১]।

আল-'উলু (উর্ধ্বে অবস্থান) ঃ

এটি একটি যাতী গুণ যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الأعلى:١)

"আপনি আপনার সুউচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন"। [সূরা আল-আ'লা ঃ ১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

---

[১] হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (হাদীস নং ৯২৮৭)

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ (النحل: ٥٠)

"তারা তাদের উপর তাদের প্রতিপালককে ভয় করে"। [সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৫০]

আর সুন্নাহ্ থেকে দলীল হল নিদ্রার সময়ের যিকরের ব্যাপারে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আবু হুরায়রার হাদীস এবং তাতে রয়েছেঃ

... اللّهُـــمَّ أنـــتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرِ فليسَ بعدَكَ شيءٌ وأنتَ الظاهِرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطِنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ ...

"......হে আল্লাহ! আপনি আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনি অন্ত, আপনার পরেও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনি প্রকাশ্য (উর্ধ্বস্থিত), আপনার চেয়ে উপরে কোন কিছু নেই। আপনি গোপন (নিকটস্থ), আপনার চেয়ে নিকটে কোন কিছু নেই......"[১]।

আল-ইস্তেওয়া (উপরে উঠা, আরোহণ করা) ঃ

এটি আল্লাহ তা'আলার কার্যগত গুণ যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ (طه:٥)

"দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর উঠেছেন"। [সূরা ত্বা-হা ঃ ৫]

কাতাদাহ ইবনে নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

« لمَّا فَرِغَ اللهُ من خلقِهِ استَوَى علَى عَرشِه»

"আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিকাজ শেষ করলেন, তাঁর আরশের উপর উঠলেন"[২]।

আরবী ভাষায় ইস্তেওয়ার অর্থ হল উর্ধে উঠা, স্থিতিশীল হওয়া এবং আরোহণ

---

[১] মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ২৭১৩)

[২] যাহাবী এটি আল-'উলু গ্রন্থে (হাদীস নং ১১৯) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। আর খাল্লাল এ হাদীস কিতাবুস সুন্নায় বর্ণনা করেছেন।

করা। আর আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর উঠা হচ্ছে সে রকম, যা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আল-কালাম (কথা বলা) ঃ

ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে এটি যাতী গুণ এবং প্রত্যেক কথার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কার্যগত গুণ। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা শ্রুত বাক্য দ্বারা কথা বলেন। কথা বলার এ গুণটির উপর কুরআন ও সুন্নার বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ (النساء:١٦٤)

"এবং মূসার সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৬৪]

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (الأعراف:١٤٣)

"আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৪৩]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হল আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«احْتَجَّ آدمُ وموسَى فقالَ لـه موسى: يا آدمُ أنتَ أبـونا خيَّبتنا وأخرجتَنا مِـنَ الجنـةِ. قال لـه آدمُ: يا موسَى اصطفَاكَ اللهُ بكلامِه وخطَّ لكَ التـوراةَ بيدِه ...»

"আদম ও মূসা বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। মূসা আদমকে বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে নিরাশ করে আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আদম তাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে কথোপকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং নিজ হস্তে আপনাকে তাওরাত লিখে দিয়েছেন......" আলহাদীস[১]।

---

[১] এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (হাদীস নং ৬৬১৪) এবং মুসলিম (হাদীস নং ২৬৫২)

আল-ওয়াজ্হ্ (মুখমন্ডল) ঃ

এটি আল্লাহর তথ্যগত[১] যাতী গুণ যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ (البقرة:٢٧٢)

"তোমরা তো শুধু আল্লাহকে[২] চেয়েই (তথা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই) ব্যয় করে থাক"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২৭২]

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (الرحمن:٢٧)

"অবশিষ্ট থাকবে কেবল আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব। [সূরা আর-রহমান ঃ ২৭]

আর সুন্নাহ্ থেকে দলীল হল জাবের ইবনে আবদুল্লাহর হাদীস ঃ তিনি বলেন, 'যখন ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ অর্থাৎ আপনি বলুন, তিনি তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম তোমাদের উর্ধদেশ হতে - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, أَعُوذُ بوجهكَ অর্থাৎ আপনার মুখমন্ডলের মাধ্যমে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর আল্লাহ বললেন, ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ অর্থাৎ অথবা তোমাদের পাদদেশ হতে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, أَعُوذُ بوجْهكَ অর্থাৎ আপনার মুখমন্ডলের দোহাই দিয়ে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এরপর আল্লাহ বললেন; ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ অর্থাৎ অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে সক্ষম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন

---

[১] তথ্যগত গুণ বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পর্কিত সে সব গুণাবলী যেগুলো সম্পর্কে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সংবাদ না দিতেন তাহলে শুধু যুক্তি দিয়ে তা সাব্যস্ত হতো না। - অনুবাদক।

[২] এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতটিতে 'আল্লাহর মুখ' সাব্যস্ত করে তাঁর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। এটা যদি তাঁর যাতী গুণ না হত তাহলে 'মুখ' এ কথা উল্লেখ করে সত্তা বুঝানো আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ হত না। সুতরাং এখানে এ কথা দ্বারা আল্লাহর মুখমন্ডল ও সত্তা দু'টোই সাব্যস্ত হচ্ছে - অনুবাদক।

বললেন, এটা অধিকতর সহজ"[1]।

আল-ইয়াদান (দুই হাত) ঃ

এটি আল্লাহর তথ্যগত যাতী গুণ এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (المائدة:٦٤)

"বরং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৬৪]

এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ (ص:٧٥)

"তিনি বললেন, হে ইবলিস ! আমি যাকে নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল"? [সূরা সাদ ঃ ৭৫]

আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হল আবু মূসা আল-আশ'আরীর হাদীস, যা মুসলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

«إنَّ اللهَ يبسُطُ يدَه باللَّيلِ ليتُوبَ مُسِيءُ النَّهار، ويبسُطُ يدَه بالنَّهارِ ليتوبَ مُسيءُ اللَّيلِ حتى تَطلعَ الشمسُ مِنْ مَغْرِبِها»

"আল্লাহ রাতে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করেন যেন দিবসে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীকে ক্ষমা করে দেন। আর দিবসে হস্ত প্রসারিত করেন যেন রাতে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীকে ক্ষমা করে দেন। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে"[2]।

আল-'আইনান (দু' চোখ)ঃ

এটি আল্লাহর তথ্যগত যাতী গুণ যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

---

[1] বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৭৪০৬)

[2] মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ২৭৫৯)

কুরআনের দলীলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ (طه:٣٩)

"আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হন"। [সূরা ত্বা-হা ঃ ৩৯]

এবং আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (هود:٣٧)

"আর আপনি নৌকা তৈরী করুন আমাদের চোখের সামনে"। [সূরা হুদ ঃ৩৭]

আর সুন্নাহ্ থেকে দলীল হল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস। তিনি বলেন ঃ

«إنَّ اللهَ لا يَخْفى عليكُمْ إنَّ اللهَ ليسَ بأَعْوَرَ وأشار بيدِه إلى عيْنَيه، وإنَّ المسيحَ الدجَّالَ أعورُ العينِ اليمنى كأنّ عينَه عنبةٌ طافيةٌ»

"আল্লাহ তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কানা নন"। একথা বলে তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা দু' চোখের দিকে ইঙ্গিত করেন (এবং বললেন) "আর মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা থাকবে, যেন তা স্ফীত একটি আঙ্গুর"[১]।

আল-ক্বাদাম (পা) ঃ

এটি একটি যাতী গুণ যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। তম্মধ্যে রয়েছে আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার বাদানুবাদের হাদীস। তাতে বলা হয়েছেঃ

«... فأمَّا النَّارُ فلاَ تمتلئُ حتَّى يضَعَ اللهُ تبارَكَ وتعَالَى رِجْلَه. تقُولُ قَطْ قطْ قطْ فهُنالِكَ تمتلئُ ويزوى بعضُها إلَى بعضٍ ...»

"আর জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত ভরপুর হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা পা

---

[১] বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৭৪০৭) এবং মুসলিম (হাদীস নং ২৯৩৩)

রাখবেন। জাহান্নাম বলতে থাকবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তখনি কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং একাংশ অন্য অংশের সাথে মিশে যাবে...."[১]।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের কোন কোন বর্ণনায় এসেছে ঃ

«فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا ..»

"অতঃপর তিনি (আল্লাহ) জাহান্নামের উপর তাঁর পা রাখবেন...."[২]।

কুরআন এবং সুন্নায় আল্লাহর যে সব নাম ও গুণাবলী এসেছে তা অসংখ্য। এগুলো কেবল কিছু উদাহরণ মাত্র। মুসলমানের উচিত আল্লাহ তা'আলার সম্মান, মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার সাথে সঙ্গতি রেখে এসব নাম ও গুণাবলী তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা, যেভাবে তিনি স্বীয় গ্রন্থে নিজের জন্য তা সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি তো তাঁর সৃষ্টির চেয়েও নিজের সম্পর্কে অধিক অবগত। অনুরূপভাবে তাঁর জন্য সেসব নাম ও গুণাবলীও সাব্যস্ত করা, যা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সুন্নায় তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি তো সৃষ্টির সবার চেয়ে স্বীয় রব সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত, নসীহত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ, বর্ণনায় সবচেয়ে স্পষ্টবাদী ও সুন্দরভাবে বর্ণনাকারী এবং সবচেয়ে বড় মুত্তাকী ও আল্লাহর ভয়ে সর্বাধিক ভীত। আর মুসলমানের উচিত আল্লাহর কোন গুণ বাতিল করা কিংবা সৃষ্টির গুণের সাথে তার তুলনা করা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى:١١)

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আশ-শুরা ঃ ১১]

---

[১] বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৪৮৫০) এবং মুসলিম (হাদীস নং ২৮৪৬)

[২] বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৪৮৪৮,৪৮৪৯) এবং মুসলিম (হাদীস নং ২৮৪৮)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা

প্রথম নীতি ঃ আল্লাহর যাত তথা সত্তার ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, অনুরূপ একই কথা তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

এর ব্যাখ্যা হলো ঃ আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও কাজের ক্ষেত্রে তাঁর মত কোন কিছুই নাই। অতএব যখন কোন মতভেদ ছাড়াই আল্লাহর জন্য এমন একটি প্রকৃত সত্তা সাব্যস্ত হয়ে থাকে যা অন্যান্য সত্তাসমূহের মত নয়, তাহলে একই রকমভাবে তাঁর যে সব গুণাবলী কুরআন ও সুন্নায় সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোও প্রকৃত গুণাবলী যা অন্য সকল গুণাবলীর মত নয়। সুতরাং সত্তা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কথা হবে একই রকম।

এটি একটি মহান নীতি যদ্বারা ঐ ব্যক্তির কথা খন্ডন করা হবে, যে আল্লাহর যাত বা সত্তা সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করে; কেননা আল্লাহর যাত বা সত্তা সাব্যস্ত করার উপর মুসলিম উম্মাহের ইজমা' তথা সর্বসম্মত মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন কেউ যদি বলে ঃ 'আমি গুণাবলী সাব্যস্ত করব না; কেননা এতে সৃষ্টির সাথে আল্লাহকে তুলনা করা হয়'।

তাকে বলা হবে ঃ 'আপনি তো আল্লাহর জন্য একটি প্রকৃত যাত তথা সত্তা সাব্যস্ত করেছেন এবং সৃষ্টির সকলের জন্যও সত্তা সাব্যস্ত করেছেন। আপনার কথা অনুযায়ী এটা কি তুলনা করা নয়'? যদি সে বলে, 'আমি শুধু আল্লাহর জন্য এমন একটি সত্তা সাব্যস্ত করেছি যা অন্য সত্তাসমূহের মত নয়'। মূলতঃ তার পক্ষে এছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়।

তাকে বলা হবে ঃ 'গুণাবলীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বলা আপনার জন্য শিরোধার্য। কেননা যদি আল্লাহর যাত অন্যান্য যাতের মত না হয় - এবং এটাই শুদ্ধ - তাহলে আল্লাহর যাতের গুণাবলীও অন্যান্য গুণাবলীর মত নয়'। এরপর যদি সে বলে, 'কিভাবে আমি এমন একটি গুণ সাব্যস্ত করব, যার অবয়ব আমার জানা নেই'! তাহলে আমরা তাকে বলব, 'ঐভাবে সাব্যস্ত করবেন যেভাবে অবয়ব না জেনেও যাত সাব্যস্ত করে থাকেন'।

দ্বিতীয় নীতি ঃ আল্লাহর কোন এক গুণের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, অনুরূপ একই কথা তাঁর অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

এর ব্যাখ্যা হল ঃ সাব্যস্ত করা ও অস্বীকার করার দিক থেকে আল্লাহর কোন এক গুণের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, অনুরূপ একই কথা তাঁর অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ নীতি দ্বারা সে ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হবে, যে আল্লাহর কোন কোন গুণকে সাব্যস্ত করে এবং অন্য গুণাবলীগুলোকেকে অস্বীকার করে। অতএব যদি কোন লোক জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, দৃষ্টি ইত্যাদি গুণসমূহকে (আল্লাহর জন্য) সাব্যস্ত করে এবং সেগুলোকে সে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করে, অতঃপর ভালবাসা, সন্তুষ্টি, ক্রোধ প্রভৃতি গুণের ক্ষেত্রে মতভেদ করে এবং সেগুলোকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে, তাহলে তাকে বলা হবে যে, 'আপনি যে গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং যে গুণ আপনি অস্বীকার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এ গুণদ্বয়ের একটির ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, অনুরূপ কথা অন্যটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি আপনি আল্লাহর জন্য জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ ও দৃষ্টি ইত্যাদি গুণসমূহ সাব্যস্ত করেন, যা এসব গুণে গুণান্বিত সৃষ্ট প্রাণীকুলের জন্য যেরকম গুণ সাব্যস্ত হয়েছে সেরকম গুণের মত নয়, তাহলে অনুরূপভাবে আপনার উপর অপরিহার্য হবে আল্লাহর জন্য ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও ক্রোধ সাব্যস্ত করা, যেমনিভাবে তিনি সৃষ্টির সাথে তুলনা ছাড়াই নিজের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। অন্যথায় আপনি স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হবেন।

তৃতীয় নীতি ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তাওক্বীফী তথা ওহীনির্ভর

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তাওক্বীফী তথা ওহীনির্ভর। এতে (ফয়সালা দেয়ার জন্য) বুদ্ধি-বিবেকের কোন স্থান নেই। অতএব তদনুযায়ী এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে, তার উপরই নির্ভর করা ওয়াজিব। সুতরাং তাতে কোন প্রকার বৃদ্ধি করা যাবে না এবং কমতিও করা যাবে না। কেননা আল্লাহ যে সকল নাম ও গুণাবলীর উপযুক্ত, বুদ্ধি-বিবেকের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে দলীলের উপর নির্ভর করা কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء:٣٦)

"যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করবেন না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৩৬]

এ নীতির উপরই ছিলেন ইসলামের ইমামগণ। ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ

বলেন, 'আল্লাহ তাঁর নিজেকে এবং তাঁর রাসূল তাঁকে যেভাবে অভিহিত করেছেন, তা ভিন্ন অন্যভাবে তাঁকে অভিহিত করা যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসকে অতিক্রম করে যাওয়া যাবে না'। ওলামাদের কেউ কেউ বর্ণনা করেন, কোন বস্তুর যাতে বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয় সেজন্য উক্ত বস্তুকে জানার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে ঃ হয় সে বস্তুটিকে দেখা, অথবা তার অনুরূপ বস্তুকে দেখা কিংবা যে তার পরিচয় জানে সে ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বস্তুর বর্ণনা দান। আমাদের রব, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান তৃতীয় পদ্ধতিটি তথা যিনি তাঁর পরিচয় জানেন তার বর্ণনা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ - যাদের কাছে তিনি ওহী পাঠিয়েছেন ও জ্ঞান দান করেছেন - তাদের চেয়েও বেশী আর কেউ জানেন না। অতএব আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে ওহীর পথকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। কেননা আমরা দুনিয়ায় আমাদের রবকে দেখিনি যে, তাঁর বর্ণনা আমরা দিতে পারব। আর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কোন উপমা ও সদৃশ নেই যে, উক্ত উপমার বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বর্ণনা দেয়া যাবে। আমাদের রব এসব থেকে উর্ধ্বে ও পবিত্র।

চতুর্থ নীতি ঃ আল্লাহর সকল নামই সুন্দর

আল্লাহর সকল নামই সুন্দর অর্থাৎ সৌন্দর্যের শেষ সীমানায় তা উপনীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (الأعراف:١٨٠)

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮০]

আর তা এজন্যই যে, এদ্বারা নামের সর্বোত্তম অধিকারী ও সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা তথা মহান আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়ে থাকে। তদুপরি এ সকল নাম এমন পরিপূর্ণ গুণাবলীকে শামিল করে থাকে, যাতে মোটেই কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, না সম্ভাবনার দিক থেকে, না অনুমানের ভিত্তিতে।

এর উদাহরণ ঃ যেমন 'আল-হাই' (চিরঞ্জীব) আল্লাহ তা'আলার একটি নাম, যা এমন পরিপূর্ণ জীবনকে শামিল করছে, পূর্বে যার কোন নাস্তি ছিলো না এবং পরে যার কোন তিরোধান থাকবে না। এমন জীবন যা জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রভৃতি পরিপূর্ণ গুণাবলীকে শিরোধার্য করে নেয়।

আরেকটি উদাহরণ ঃ 'আল-'আলীম' (সর্বজ্ঞ) আল্লাহ তা'আলার একটি নাম, যা এমন পরিপূর্ণ জ্ঞানকে শামিল করছে, পূর্বে যার কোন অজ্ঞতা ছিলো না এবং পরে

যার কোন বিস্মৃতি থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ (طه:٥٢)

"এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না"। [সূরা ত্বা-হা ঃ ৫২]

তা হল এমন ব্যাপক জ্ঞান যা একত্রে ও বিস্তারিতভাবে প্রত্যেক বস্তুকে আয়ত্বাধীন করে, চাই তা তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কিত হোক কিংবা সৃষ্টির কাজ সম্পর্কিত হোক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ (غافر:١٩)

"চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত"। [সূরা গাফির ঃ ১৯]

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অভ্যন্তরে এই যে সৌন্দর্য, তা হতে পারে আলাদাভাবে প্রত্যেক নামের বেলায়, আবার হতে পারে এক নামের সঙ্গে অন্য নামের সম্মিলনে। ফলতঃ এক নামের সঙ্গে অন্য নামের সম্মিলনে অর্জিত হয় পরিপূর্ণতার উপর পরিপূর্ণতা।

এর উদাহরণ ঃ 'আল-'আযীয আল-হাকীম' (পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়) এ নাম দু'টো আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বহুবার একসাথে বর্ণনা করেছেন। নাম দু'টোর প্রত্যেকটিই নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিপূর্ণতার উপর প্রমাণ বহন করছে। সে পরিপূর্ণতা হল العزيز বা পরাক্রমশালী নামের মধ্যে বিরাজমান عزت বা পরাক্রম এবং الحكيم নামের মধ্যে বিরাজমান الحكم বা নির্দেশ ও الحكمة বা প্রজ্ঞা। আর উভয় নামের সম্মিলনে বোঝা যাচ্ছে আরেকটি পরিপূর্ণতা। তা হল আল্লাহ তা'আলার পরাক্রম তাঁর প্রজ্ঞার সাথে জড়িত। তাঁর পরাক্রম যুলুম ও অত্যাচার দাবী করে না, যেরূপ সৃষ্টির কতেক পরাক্রমশালীদের থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কেননা শক্তিমত্তা ও পরাক্রম তাদের কতেককে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে যুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও প্রজ্ঞা তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি ও পরাক্রমের সাথে জড়িত, যা সৃষ্টির নির্দেশ ও প্রজ্ঞা থেকে ভিন্নতর। কেননা তাদের নির্দেশ ও প্রজ্ঞায় কখনো লাঞ্ছনা আপতিত হয়। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা এমন কিছু উপকারিতা ও ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করব, যা মুসলমান আহরণ করে থাকে এ মহান মূলনীতি বাস্তবায়ন তথা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে, প্রভুত্বে, ইবাদাতে এবং নাম ও গুণাবলীতে যার কোন শরীক নেই। সে সব ফলাফল ও উপকারিতার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. তা দ্বারা বান্দা দুনিয়া-আখিরাতে সুখ লাভ করে থাকে। বরং এ উভয় জগতের সুখ অর্জন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের উপর নির্ভরশীল। আর স্বীয় রব, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর ইলাহ্ হওয়ার প্রতি বান্দার ঈমানের পরিমাণ অনুযায়ী তার সুখের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

২. আল্লাহ্ এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বান্দার ঈমান থাকাই হল আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়া এবং তাঁর আনুগত্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় উপকরণ। সুতরাং বান্দা তার রবকে যত বেশী জানবে, তত বেশী সে তাঁর নিকটবর্তী হবে, তাঁকে ভয় করবে, তাঁর ইবাদাত করার কামনা পোষণ করবে এবং তাঁর নাফরমানী ও বিরোধিতা থেকে দূরে থাকবে।

৩. তা দ্বারা বান্দা স্বীয় হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার প্রফুল্লতা, মনের আনন্দ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা ও সঠিক দিশা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد:٢٨)

"যারা ঈমান আনে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় ; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়"। [সূরা আর-রা'দ ঃ ২৮]

৪. আখিরাতের সাওয়াব অর্জন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও তা বিশুদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সে ঈমান বাস্তবায়ন এবং ঈমানের অপরিহার্য দাবী পূরণের মাধ্যমেই বান্দা আখিরাতের সাওয়াব লাভ করবে এবং এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করবে যার প্রস্থ হচ্ছে আসমান ও যমীন পরিমাণ, যাতে থাকবে এমন সব নেয়ামত যা কোন চোখ অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের হৃদয়ে উদয় হয়নি। আর মুক্তি পাবে জাহান্নাম ও তার কঠিন শাস্তি থেকে। সব কিছুর চেয়ে বড় হল মহান রাব্বুল আলামীনের এমন সন্তুষ্টি সে অর্জন করবে যারপর তিনি তার উপর আর কখনোই ক্রোধান্বিত হবেন না। আর কিয়ামাতের দিন সে আল্লাহর মহান চেহারার দিকে দৃষ্টিদানের স্বাদ আস্বাদন করবে কোন ক্ষতিকর বিপদ ও বিভ্রান্তিকর ফিতনা ছাড়াই।

৫. আল্লাহর প্রতি ঈমানই আমলকে শুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর কাছে) গ্রহণযোগ্য

করে তোলে। ঈমানহারা হলে আমল কবুল হয় না। বরং আমলকারীর উপর তার আমল ফেরত আসে, যদিও তা অধিক পরিমাণে এবং বিভিন্ন রকমের হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (المائدة:٥)

"কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ (الإسراء:١٩)

"যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ১৯]

৬. আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান ইলম ও আমলের দিক থেকে হক্বকে আঁকড়ে ধরার এবং অনুসরণের প্রতি ঈমানদারকে উদ্বুদ্ধ করে। আর বান্দার জন্য কল্যাণকর উপদেশ ও প্রভাববিস্তারকারী শিক্ষা অর্জনের পূর্ণ প্রস্তুতি এনে দেয় এবং স্বভাবের পবিত্রতা, সংকল্পের সৌন্দর্য, কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া, হারাম ও অন্যায়কে পরিহার করে চলা, প্রশংসিত চরিত্র ও মহান বৈশিষ্ট্য এবং কল্যাণকর শিষ্টাচারিতা অর্জনকে অপরিহার্য করে তোলে।

৭. অনিষ্ট, বিষাদ, নিরাপত্তা, ভীতি, আনুগত্য ও নাফরমানী ইত্যাদি যে সকল বিষয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে (সংঘটিত হওয়া) অবশ্যম্ভাবী, সে সবের যত কিছুই মুমিনদের উপর আপতিত হয়, সে সকল ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি ঈমানই তাদের আশ্রয়স্থল। আনন্দ ও উল্লাসের সময় তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে এবং তাঁর দেয়া নেয়ামত তারা ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা তাঁর পছন্দনীয়। আর বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে আল্লাহর প্রতি ঈমানের আশ্রয় নিয়ে তারা তাদের ঈমান এবং এর ফলে অর্জিত পুণ্য ও সাওয়াব দ্বারা শান্তি লাভ করে। ভয়-ভীতি ও বিষন্নতার সময় তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের আশ্রয় নেয়। এতে তাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তাদের রবের প্রতি তারা বড় বেশী আশ্বস্ত হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও পুণ্য কাজের তাওফীক লাভের সময় তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের উপর তাঁর নেয়ামতকে স্বীকার করে নেয়, পুণ্য কাজ পরিপূর্ণ করতে আগ্রহী হয় এবং

তাঁর কাছে এর উপর দৃঢ় থাকার ও আমল কবুলের তাওফীক লাভের প্রার্থনা করে। গুনাহের কোন কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের আশ্রয় নিয়ে গোনাহ থেকে তাওবা করার প্রতি এবং এর অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে মুক্ত হওয়ার প্রতি ধাবিত হয়। অতএব মুমিনগণের সকল চলাফেরা ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের আশ্রয়স্থল হল একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান।

৮. আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নাম ও গুণাবলী সহকারে জানলে হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। কেননা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সর্ব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। আর পরিপূর্ণতা ও মর্যাদাকে ভালবাসাই হল মানবাত্মার জন্মগত স্বভাব। অতএব হৃদয়ে যখন আল্লাহর ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন আমলের প্রতি অনুগত হয় এবং আল্লাহ যে হেকমতের কারণে বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবায়িত হয়। আর সে হেকমতটি হল আল্লাহর ইবাদাত করা।

৯. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী জানা থাকলে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টির সকল কিছু পরিচালনা করেন এবং এতে তাঁর কোন শরীক নেই। এর ফলে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর সত্যিকার তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) সৃষ্টি হয়। এতেই রয়েছে বান্দার সাফল্য ও কামিয়াবী। অতএব কেউ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

১০. আল্লাহর সুন্দর নামগুলো অনুধাবন করা এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মূল; কেননা আল্লাহ ছাড়া যত জ্ঞাত বিষয় রয়েছে, হয় তা তাঁরই সৃষ্টি অথবা নির্দেশ, এবং হয় তা ঐ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টি করেছেন অথবা ঐ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান যা তিনি প্রণয়ন করেছেন। আর সৃষ্টি ও নির্দেশের উদ্ভব হল তাঁর সুন্দর নামসমূহ থেকে। এ বিষয় দু'টো আল্লাহর নামসমূহের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহ এমনরূপে অনুধাবন করল যা সৃষ্টির জন্য সমীচীন, সে মূলতঃ সকল জ্ঞানকেই অনুধাবন করল।

দ্বিতীয় ভাগ
ঈমানের অবশিষ্ট রুকনসমূহ

এতে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ
ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান

এ অধ্যায়ে আছে তিনটি পরিচ্ছেদ ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ফিরিশ্‌তাদের পরিচয় , তাদের সৃষ্টির মূল, তাদের গুণাবলী ও কিছু বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমানের মর্যাদা, পদ্ধতি এবং এসবের প্রমাণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফিরিশ্‌তাদের দায়িত্ব ও কাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিরিশ্‌তাদের পরিচয়, তাদের সৃষ্টির মূল, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

ফিরিশ্‌তাদের পরিচয় ঃ

এর আরবী প্রতিশব্দ হল الملائكة যা ملك শব্দের বহুবচন। আর ملك শব্দটি الألوك শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ বার্তা বা বাণী।

আর ফিরিশ্‌তাগণ হলেন ঃ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের সেই সৃষ্টি, যাদের সুক্ষ্ম নুরানী দেহ রয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতি, চেহারা ও সম্মানিত কারো বেশ ধারণ করতে সক্ষম। তাদের বিশাল শক্তিমত্তা ও চলাফেরার বিরাট সামর্থ রয়েছে। তারা সংখ্যায় এত বেশী যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের সংখ্যা আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় ইবাদাত ও নির্দেশ পালনের জন্য চয়ন করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করেন, তারা তা অমান্য করেন না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তা পালন করেন।

তাদের সৃষ্টির মূল ঃ

যে উপকরণ দিয়ে আল্লাহ ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টি করেছেন তা হল 'নূর'। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«خُلِقَت الملائكةُ من نور. وخُلِقَ الجانُّ من مارجٍ من نار، وخُلِقَ آدمُ مما وصفَ لكم»

"ফিরিশ্‌তাগণ নূর হতে সৃষ্ট। আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নি শিখা হতে এবং আদমকে সৃষ্টি করেছেন ঐ বস্তু হতে যা তিনি তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন"[১]। ধোঁয়াবিহীন অগ্নি শিখা হল ঃ অগ্নির কালো রঙের সাথে মিশ্রিত শিখা।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯৯৬)

তাদের গুণাবলী ঃ

ফিরিশ্‌তাদের গুণাবলী ও হাকীকতের বর্ণনা দিয়ে কুরআন ও সুন্নায় বহু দলীল সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সবের মধ্যে রয়েছে ঃ

তাদেরকে শক্তি ও কঠোরতার গুণে গুনান্বিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ (التحريم:٦)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব সম্পন্ন ফিরিশ্‌তাগণ"। [সূরা আত-তাহরীমঃ ৬] আল্লাহ তা'আলা জিব্‌রীল আলাইহিস্‌ সালামের গুণাবলী বর্ণনায় বলেনঃ

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ (النجم:٥)

"তাকে শিক্ষা দান করেছে কঠোর শক্তি সম্পন্ন"। [সূরা আন-নাজমঃ৫] আল্লাহ তার গুণাবলী বর্ণনায় আরো বলেনঃ

﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (التكوير:٢٠)

"শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন"। [সূরা আত-তাকওয়ীর]।

তাদেরকে বিশাল দেহ ও প্রকান্ড সৃষ্টি হিসাবে গুণান্বিত করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে রয়েছে ঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴾ (التكوير:٢٣) অর্থাৎ তিনি তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন [সূরা আত-তাকওয়ীর ঃ ২৩] এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

«إنَّما هُو جِبريلُ لم أرَه على صُورتِهِ الَّتي خلقَ عليها غير هاتين المرَّتين رأيته مُنهبطاً مِنَ السماءِ سادّاً عِظَمُ خلقِهِ ما بين السَّماءِ إلى الأرضِ»

"তিনি জিবরীল। যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে আকৃতিতে তাকে আমি এ দু'বার ছাড়া আর দেখিনি। আসমান ও যমীনের মাঝে যা আছে তার বিশাল গঠন দিয়ে তা আবৃত করে আসমান থেকে নামা অবস্থায় আমি তাকে দেখেছি"[১]।

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছিলো ছয় শত পাখা। এর প্রত্যেকটি পাখাই দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছিল। আর তার পাখা থেকে নির্গত হচ্ছিল বিভিন্ন রঙের বস্তু, মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর, যা আল্লাহই ভাল জানেন'[২]। হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এর সনদ ভাল।

আবু দাউদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«أُذِنَ لي أن أحدثَ عن مَلَكٍ من ملائكةِ الله من حَمَلةِ العرشِ إنَّ ما بين شَحْمة أذنه وعاتقه مسيرةُ سبعمائةِ عامٍ»

"আরশ বহনকারী আল্লাহর ফিরিশ্তাদের একজন ফিরিশ্তা সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে। তার কানের লতি ও কাঁধের মাঝের দূরত্ব হল সাত শত বৎসরের চলার পথ"[৩]। হাইসামী আল-মাজমা' গ্রন্থে বলেন, এ সনদের বর্ণনাকারীগণ হলেন সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

তাদের আরো গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিগত দিক ও পরিমাণে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অতএব তারা একই স্তরের নন। তাদের কারো রয়েছে দু'টো পাখা, কারো রয়েছে তিনটি, কারো চারটি এবং কারো ছয় শত পাখা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ يَزِيدُ

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৭৭)

[২] মুসনাদ ইমাম আহমাদ (১/৩৯৫), (৬/২৯৪)

[৩] সুনান আবু দাউদ (৫/৯৬), হাদীস নং ৪৭২৭)

﴿ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (فاطر:١)

"সকল প্রশংসা আকাশমন্ডল ও নভোমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই, যিনি ফিরিশ্‌তাদেরকে বার্তাবাহকরূপে দু' দু'টি, তিন তিনটি ও চার চারটি পক্ষবিশিষ্ট বানিয়েছেন। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন"। [সূরা ফাতির ঃ ১]

তাদের আরো গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য ও শোভা। তারা এতে উঁচু স্তরে অবস্থান করছে। আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন ঃ

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾ (النجم:٥-٦)

"তাকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী অপরূপ সুন্দর (ফিরিশ্‌তা), তিনি (নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিলেন"। [সূরা আন-নাজম ঃ ৫-৬]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ذو مـــرة অর্থ হল সুন্দর রূপের অধিকারী। আর কাতাদাহ বলেন, (এর অর্থ) সুন্দর দীর্ঘকায় অবয়বের অধিকারী।

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখার সময় মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾

(يوسف:٣١)

"এরপর যখন মহিলারা তাকে দেখল, তখন তারা তাকে মহিয়ান ভেবে আভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মহিমা! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা"। [সূরা ইউসুফ ঃ ৩১]

তারা এজন্যই এমনটি বলেছিলো যে, ফিরিশ্‌তাগণ অপার সৌন্দর্যে গুণান্বিত হওয়ার ব্যাপারটি মানুষের কাছে স্বতসিদ্ধ ছিল।

তাদের আরো যে সব গুণাবলীতে আল্লাহ তাদেরকে অভিহিত করেছেন তম্মধ্যে রয়েছে ঃ তারা সম্মানিত পুণ্যময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ (عبس:١٥-١٦)

"পুণ্যবান সম্মানিত লেখকদের হাতে"। [সূরা 'আবাসা ঃ ১৫-১৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ * كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴾ (الانفطار:١١-١٢)

"অবশ্যই তোমাদের উপর আছেন সংরক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত লেখকগণ"। [সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১১-১২]

তাদের গুণাবলীর মধ্যে আরো রয়েছে লজ্জা; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন ঃ

«أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ»

"আমি কি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে লজ্জা করব না, যার ব্যাপারে ফিরিশ্‌তাগণ লজ্জাবোধ করেন?"[১]।

তাদের আরো গুণের মধ্যে ইলমও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

﴿ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة:٣٠)

"তিনি বললেন, তোমরা যা জান না নিশ্চয়ই আমি তা জানি"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ৩০]

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের জন্য ইলম সাব্যস্ত করেন এবং নিজের জন্যও এমন ইলম সাব্যস্ত করেন যা ফিরিশ্‌তাগণ জানে না। আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ (النجم:٥-٦)

"তাকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী অপরূপ সুন্দর (ফিরিশ্‌তা), তিনি (নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিলেন"। [সূরা আন-নাজম ঃ ৫-৬]

ত্বাবারী বলেন ঃ 'জিবরীল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন'। এতে জিবরীল আলাইহিস সালামকে শিক্ষা নেয়া ও শিক্ষা দেয়ার গুণে অভিহিত করার ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৪০১)

এছাড়াও কুরআন ও সুন্নায় তাদের আরো মহান গুণাবলী এবং উত্তম চরিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা তাদের সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রমাণ বহন করে।

ফিরিশ্‌তাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

ফিরিশ্‌তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদ্দারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিশেষিত করেছেন এবং তারা জ্বিন, মানব ও সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছেন। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ঃ

তাদের বসবাস হল আসমানে। সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং সৃষ্টিকে পরিচালনার যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছে তা কার্যকর করার জন্যই শুধু তারা যমীনে অবতরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ ﴾ (النحل:٢)

"তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশ ওহী সহ ফিরিশ্‌তা নাযিল করেন"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ (الزمر:٧٥)

"আর আপনি ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টন করে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে"। [সূরা আয-যুমারঃ ৭৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«يَتعاقبُونَ فيكُم ملائكةٌ بالليل، وملائكةٌ بالنهار، ويجتمعُون في صلاةِ الصبحِ وصلاةِ العصرِ، ثمَّ يعرُجُ الَّذينَ باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أَعْلمُ بهم كيفَ تركْتُم عِبادِي؟ فيقولون: تركنَاهُم وهُمْ يصلُّون، وأتيناهم وَهُم يصلُّون»

"রাতে এবং দিনে তোমাদের মধ্যে একের পর এক ফিরিশ্‌তাগণ আসতে থাকে। তারা ফজরের সালাত ও আসরের সালাতে একত্রিত হয়। এরপর যারা রাতে তোমাদের মধ্যে ছিলেন তারা উর্ধাকাশে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের

সম্পর্কে অধিক অবহিত হয়েও তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি সালাতরত অবস্থায় এবং আমরা তাদের কাছে এসেছিও সালাতরত অবস্থায়”[১]। এ বিষয়ে দলীলের সংখ্যা এত বেশী যে, তা গণনা করা দুরূহ।

তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তারা কখনো নারীর অভিধায় বিশেষিত হন না। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উপর এ বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন ঃ

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ (الزخرف:١٩)

“তারা দয়াময় (আল্লাহ)র বান্দা ফিরিশ্‌তাদেরকে নারী গণ্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে”। [সূরা আয-যুখরুফ ঃ ১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴾ (النجم:٢٧)

“যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই ফিরিশ্‌তাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে”। [সূরা আন-নাজম ঃ ২৭]

তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরো রয়েছে, তারা কোন কিছুতেই আল্লাহর নাফরমানী করেন না, তাদের থেকে গোনাহের কাজ প্রকাশ পায় না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ পালনের স্বভাবসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনায় বলেন ঃ

﴿ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم:٦)

“আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে”। [সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٧)

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৫৫৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৬৩২)

"তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৭]

তাদের এ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যে, তারা ইবাদাত থেকে ক্ষান্ত হন না এবং বিরক্তও হন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ (الأنبياء:١٩-٢٠)

"তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না। তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয়না"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১৯-২০]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

﴿ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ﴾ (فصلت:٣٨)

"ঐ সব লোকেরা অহংকার করলেও যারা আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিবা-রাত্র তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না"। [সূরা ফুস্সিলাত ঃ ৩৮]

এগুলো ফিরিশ্তাদের সেই সব বৈশিষ্ট্যসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা জ্বিন ও মানুষ এ উভয় জাতিকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই বিশেষিত করেছেন। সারকথা হল ফিরিশ্তাগণ আরেকটি জাতি। তারা জ্বিন ও মানুষ হতে সৃষ্টির মূলগত দিক দিয়ে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, যেমনিভাবে জ্বিন ও মানুষ উভয়েরই এমন সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদ্বারা তারা একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনয়নের মর্যাদা, পদ্ধতি এবং প্রমাণ

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমানের মর্যাদা ঃ

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান হল ইসলামে ঈমানের রুকনগুলোর একটি রুকন। এটি ছাড়া ঈমান বাস্তবায়িত হয় না। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বীয় সুন্নায় এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (البقرة:٢٨٥)

"রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২৮৫]

তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ঈমানের অন্যান্য রুকনগুলোর পাশাপাশি ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন সে সব বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করে রাসূল ও তাঁর উম্মাতের উপর ওয়াজিব করেছেন। আর তারা তা মেনেও নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ (البقرة :١٧٧)

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশ্‌তাগণ, সকল গ্রন্থ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৭৭]

এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমানকে তিনি পুণ্যের প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। আর পুণ্য হল কল্যাণের একটি ব্যাপক নাম। কেননা উল্লেখিত এ বিষয়গুলোই সৎকর্মসমূহের মূল এবং ঈমানের রুকন - যা থেকে ঈমানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদও দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এ রুকনসমূহকে অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই অস্বীকার করল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء:١٣٦)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করল, সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৬]

এখানে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি কুফ্‌র শব্দটি প্রয়োগ করেছেন যে এ রুকনসমূহ অস্বীকার করে। তিনি একে সুদূরপ্রসারী ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান হচ্ছে ঈমানের রুকনসমূহের একটি বড় রুকন এবং কেউ তা পরিত্যাগ করলে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত হয়।

একইভাবে সুন্নাহ্‌ও এর উপর প্রমাণ বহন করছে। বিখ্যাত হাদীসে জিবরীলে স্পষ্টভাবে এসেছে, যা ইমাম মুসলিম উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

بينما نحنُ عند رسولِ الله ﷺ ذاتَ يومٍ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسندَ ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل».

قـــال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربَّتها. وأن ترى الْحُفاة العُراة، العَالة، رِعاءَ الشاء، يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال لي: «يـــا عمـــر! أتدري من السائل»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينَكم»

'কোন একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। ইত্যবসরে ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত এক লোক আমাদের মধ্যে আগমন করলেন। তার চুল ছিলো অতিশয় কৃষ্ণ, সফরের কোন চিহ্ন তার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, আর আমাদের কেউ তাকে চিনত না। আগন্তুক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ ঘেঁষে বসলেন এবং হাঁটুদ্বয় তাঁর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে হস্তদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন। এরপর বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ইসলাম হল - এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমাদান মাসে রোযা রাখা এবং সামর্থবান হলে বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা"। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। উমর বললেন ঃ আমরা তাকে নিয়ে আশ্চর্যবোধ করলাম। সে তাঁকে প্রশ্নও করছে, আবার তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতিও দিচ্ছে। আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তা হল আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখা এবং তাক্দীরের ভাল ও মন্দের প্রতিও ঈমান পোষণ করা"। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। এবার আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তা হল আপনি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবেন যেন তাঁকে দেখছেন, যদি তাঁকে না দেখে থাকেন তাহলে তিনি তো আপনাকে দেখছেন"। আগন্তুক বললেন, আপনি আমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে ক্বিয়ামত সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখেন না"। আগন্তুক বললেন, তাহলে তার আলামত সম্পর্কে আমাকে জানান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তা হল দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে, আর নগ্ন পায়ের উলঙ্গ দরিদ্র রাখালদেরকে দেখতে পাবেন তারা সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরীতে প্রতিযোগিতা

করছে"। উমর বললেন, তারপর আগন্তুক চলে গেলেন। অতঃপর আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ "হে উমর ! তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে"? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, "তিনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য"[১]।

এটি একটি মহান হাদীস যাতে দ্বীনের সকল মূলনীতি ও স্তর শামিল রয়েছে। এ হচ্ছে এ দ্বীন শিক্ষা দেয়ার এক বিরল পদ্ধতি, যা 'ফিরিশ্‌তা রাসূল' তথা সর্বোত্তম ফিরিশ্‌তা জিবরীল আলাইহিস সালাম ও 'মানব রাসূল' তথা সর্বোত্তম মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কথপোকথনের আকারে এসেছে। অতএব মুসলমানদের উচিত এ মহান হাদিসটির ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা এবং এ হতে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বীয় পদ্ধতি আহরণ করা, যে পদ্ধতির উপর ছিলেন সালফে সালেহীন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। হাদীসটিতে ফিরিশ্‌তাদের উল্লেখ রয়েছে এবং এও রয়েছে যে, তাদের প্রতি ঈমান হচ্ছে ঈমানের রুকনসমূহের একটি রুকন। আর এটাই এখানে উদ্দেশ্য...... আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।

ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি ঃ

ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিক রয়েছে, যা বাস্ত বায়ন করা বান্দার জন্য অপরিহার্য, যাতে ফিরিশ্‌তাদের প্রতি তার ঈমান বাস্ত বায়িত হয়। আর তা হল ঃ

১. ফিরিশ্‌তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান ও তাদেরকে সত্য প্রতিপন্ন করা, পূর্ববর্তী দলীলসমূহ দ্বারা যেরূপ বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের প্রতি ঈমান রাখা ঈমানের একটি রুকন। অতএব তা ছাড়া ঈমান বাস্তবায়ন হবে না।

২. এ ঈমান পোষণ করা যে, তারা সংখ্যায় অনেক বেশী, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ তাদের সংখ্যা জানে না। যেমন দলীল দ্বারা তা-ই বোঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (المدثر:٣١)

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮)

"আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন"। [সূরা আল-মুদ্দাসসির ঃ ৩১]

অর্থাৎ আপনার প্রভুর সৈন্য তথা ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং তার কারণ হল তাদের সংখ্যাধিক্য। সালাফদের কেউ কেউ তা বলেছেন।

ইসরার দীর্ঘ হাদীসটিতে এসেছে, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম মালেক ইবনে সা'সা'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«... ثُمَّ رُفِـــعَ لِي البيتُ المعمور، فقلتُ: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هَذا البيتُ المعمور. يدخلُه كلَّ يومٍ سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم»

"....এরপর আমার উদ্দেশ্যে বায়তুল মা'মূরকে তুলে ধরা হল। আমি বললাম, হে জিবরীল ! এটা কি? তিনি বললেন, এটা হল বায়তুল মা'মূর, যাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন। তারা একবার এখান থেকে বের হলে তাদের শেষ দল আসা পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না"[১]।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«يُؤتَـــى بجهنَّمَ يومئذٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»

"সেদিন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সঙ্গে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা যারা তা টানবে"[২]।

হাদীস দু'টো ফিরিশ্‌তাদের আধিক্যের প্রমাণ বহন করছে। অতএব বায়তুল

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২০৭), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬৪), হাদীসের শব্দ সহীহ মুসলিম থেকে গৃহীত।

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৪২)

মা'মূরে যখন প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন, তারপর সেখানে আর ফিরে আসেন না, বরং তারা ভিন্ন অন্যরা আসেন এবং কিয়ামাতের দিন এত সংখ্যক ফিরিশ্তা জাহান্নামকে নিয়ে আসবেন, তাহলে তারা ভিন্ন অন্য সব ফিরিশ্তাদের সংখ্যা কিরূপ, যারা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত রয়েছেন?! যাদের সংখ্যা তাদের স্রষ্টা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না।

৩. আল্লাহর কাছে তাদের বিশাল মর্যাদা, সম্মান ও গৌরবের স্বীকৃতি প্রদান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٦-٢٧)

"তারা বলে, 'দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি অনেক পবিত্র মহান। তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৬-২৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ (عبس:١٥-١٦)

"পুণ্যবান সম্মানিত লেখকদের হাতে"। [সূরা 'আবাসা ঃ ১৫-১৬]

আল্লাহ তাদেরকে বিশেষিত করছেন যে, তারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

﴿ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾ (فصلت:٣٨)

"যারা আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিবা-রাত্র তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না"। [সূরা ফুস্সিলাত ঃ ৩৮]

আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাঁর সান্নিধ্যে আছেন। বিরক্তিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারার মর্যাদার পাশাপাশি এটা তাদের জন্য সম্মানের ব্যাপার। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক স্থানে তাদের নামে কসম করেছেন। এমনটি তাঁর কাছে তাদের সম্মানের কারণেই হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا * فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ (الصافات:١-٣)

"শপথ সে সব ফিরিশ্‌তার যারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান ও যারা কঠোরভাবে ধমক দেন এবং যারা কুরআন পাঠে রত"! [সূরা আস-সাফ্‌ফাত ঃ ১-৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ فَالْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا * فَالْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا ﴾ (المرسلات:٤-٥)

"আর শপথ সে ফিরিশ্‌তাদের যারা হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদকারী ওহী নিয়ে আসে, এবং শপথ তাদের যারা উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয়"। [সূরা আল-মুরসালাত ঃ ৪-৫]

আল্লাহর গ্রন্থে ফিরিশ্‌তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের যে চিত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও বৈচিত্রপূর্ণ বাকরীতিতে পেশ করা হয়েছে তা অনেক, যা চিন্তাশীল কোন ব্যক্তির কাছে গোপন নয়। ফলে শরীয়তে এ বিষয়টির প্রতিপাদন অবধারিত হয়ে উঠে। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

৪. তাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্বের ভেদাভেদ আছে এবং আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তারা এক সমান নয় এ বিশ্বাস পোষণ করা, যেমনটি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحج:٧٥)

"আল্লাহ ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হতে মনোনিত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা"। [সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (النساء:١٧٢)

"মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্‌তাগণও করে না"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৭২]

আল্লাহ অবহিত করেছেন যে, ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে রিসালাতের জন্য নির্বাচিত ফিরিশ্‌তা ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা রয়েছেন। এতে বোঝা গেল তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আরশবহনকারীগণ সহ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণ। আর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন সেই তিন ফিরিশ্‌তা, যাদের উল্লেখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দো'আ দিয়ে

রাতের সালাত উদ্বোধন করতেন, সে দো'আয় এসেছে। তিনি বলতেন ঃ

«اللَّهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشهادةِ..»

"হে আল্লাহ ! যিনি জিব্‌রীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আকাশমন্ডলী ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গায়েব ও দৃশ্যমান বস্তুর পরিজ্ঞাতা.."[১]।

আর উক্ত তিনজনের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। তিনি ওহীর কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত। তার কাজের মর্যাদার কারণেই তার মর্যাদা। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে তাকে এমন গুণাবলী দ্বারা উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোন ফিরিশ্‌তার ব্যাপারে উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাকে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম দ্বারা নামকরণ করেছেন এবং সর্বোত্তম গুণ দ্বারা তাকে আখ্যায়িত করেছেন। তার নামসমূহের মধ্যে রয়েছে 'আর-রূহ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (الشعراء:١٩٣)

"বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন"। [সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৯৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ (القدر:٤)

"সে রাত্রে ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয়"। [সূরা আল-কাদ্‌র ঃ ৪]

আর এ নামটি আল্লাহ তা'আলার সাথে মর্যাদাসম্পন্ন সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (مريم:١٧)

"অতঃপর আমরা তার কাছে আমার রূহকে[২] পাঠালাম। সে তার নিকট পূর্ণ

---

[১] ইমাম আহমাদ এটি মুসনাদ গ্রন্থে (৬/১৫৬) এবং নাসায়ী সুনানে (৩/১৭৩) ১৬২৫ নং হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে (হাদীস নং ৭৭০) ও ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ১৩৫৭)।

[২] এ আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে স্বীয় রূহ বলে এটাই

মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল"। [সূরা মারইয়াম ঃ ১৭]

আবার القدس এর সম্বন্ধপদরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴾ (النحل:١٠٢)

"বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরীল) কুরআন অবতীর্ণ করেছে"। [সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১০২]

তাফসীরকারদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 'আল-কুদুস' হচ্ছেন আল্লাহ।

জিবরীলের গুণ বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলার এ বাণীও এসেছে ঃ

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ (التكوير:١٩-٢١)

"নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী, যিনি সামর্থবান, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয়, যিনি বিশ্বাসভাজন"। [সূরা আত-তাকওয়ীর ঃ ১৯-২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴾ (النجم:٥-٦)

"তাকে শিক্ষা দিলেন শক্তিশালী অপরূপ সুন্দর (ফিরিশ্‌তা), আর তিনি (নিজ আকৃতিতে) স্থির হলেন"। [সূরা আন-নাজম ঃ ৫-৬]

আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে বিশেষিত করেছেন যে, তিনি একজন রাসূল (বার্তাবাহক), আল্লাহর কাছে তিনি সম্মানিত, স্বীয় মহান রবের কাছে তিনি শক্তি ও মর্যাদাসম্পন্ন, আকাশমন্ডলীতে তার আনুগত্য করা হয়, তিনি ওহীর ব্যাপারে বিশ্বস্ত এবং তিনি সুন্দর চেহারার অধিকারী।

৫. ফিরিশ্‌তাদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া এবং তাদের শত্রুতা পোষণ করা

বুঝিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত আত্মা। এদ্বারা জিবরীলকে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য। এর অর্থ এটা নয় যে, রূহ আল্লাহর কোন অঙ্গ। যেমন কা'বাকে বলা হয় 'বায়তুল্লাহ' যার অর্থ আল্লাহর ঘর। এখানে সম্মানিত করার জন্যই তাঁর ঘর বলা হয়েছে। মূলতঃ তাঁর কোন ঘরের দরকার হয় না - অনুবাদক।

থেকে সতর্ক থাকা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة: ٧١)

"মু'মিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু"। [সূরা আত-তাওবাহ ঃ ৭১]

এ আয়াতের মধ্যে ফিরিশ্তাগণও শামিল হয়েছে ; কেননা তারা মু'মিন, স্বীয় রবের আনুগত্য পালনকারী যেমন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦)

"আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে"। [সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ও মু'মিনদের সাথে ফিরিশ্তাদের বন্ধুত্বের কথা জানিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ

﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (التحريم: ٤)

"আর তারা দু'জন যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা করে, তবে জেনে রাখ আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরীল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও। [সূরা আত-তাহরীম ঃ ৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (الأحزاب: ٤٣)

"তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আর তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য"। [সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৩]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾

(فصلت: ٣٠)

"যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশ্তা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না চিন্তিত হয়ো না"।

[সূরা ফুস্সিলাত ঃ ৩০]

অতএব ফিরিশ্তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মু'মিনদের উপর ওয়াজিব; কেননা ফিরিশ্তাগণও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴾

(البقرة:٩٨)

"যে কেউই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৯৮]

আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ফিরিশ্তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ আল্লাহর শত্রুতা ও তাঁর ক্রোধকে অবধারিত করে; কেননা ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুমেই বের হন। অতএব যে তাদের সাথে শত্রুতা করল, সে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করল।

৬. এ বিশ্বাস রাখা যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্গত এক সৃষ্টি। সৃষ্টির কাজ, ব্যবস্থাপনা ও বিষয়সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রভাব নেই। বরং তারা আল্লাহর একদল সৈন্য যারা আল্লাহর নির্দেশে কাজ করে। আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে সকল নির্দেশ, এতে তাঁর কোন শরীক নেই। অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাদের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ইবাদাত পালন করা জায়েয নেই। বরং ফিরিশ্তাদের স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টির স্রষ্টার জন্যই ইবাদাতকে একনিষ্ঠ করে নেয়া ওয়াজিব, স্বীয় প্রভুত্বে ও ইলাহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে যার কোন শরীক নেই এবং স্বীয় নামসমূহ ও গুণাবলীতে যার কোন সদৃশ নেই। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটি বর্ণনা করে বলেন ঃ

﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران:٨٠)

"ফিরিশ্তাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরের নির্দেশ দেবে"? [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾

(الأنبياء:٢٦-٢٩)

"আর তারা বলে, 'দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র মহান। তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত', তাকে আমরা প্রতিফল দেব জাহান্নাম, এভাবেই আমরা যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৬-২৯]

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে ফিরিশ্তাদের ইবাদাত করার নির্দেশ দেননি। আর কিভাবে তিনি তাদের ইবাদাত করার নির্দেশ দান করতে পারেন, অথচ তাদের ইবাদাত করা হল মহান আল্লাহর প্রতি কুফ্‌রী করা। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দাবী বাতিল করে দেন যে ধারণা করে যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর কন্যা। তিনি নিজেকে তা হতে পবিত্র থাকার ঘোষণা দেন এবং বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর দেয়া সম্মানেই তারা তাঁর সম্মানিত বান্দা, তাঁর নির্দেশেই তারা কাজ করেন, তাঁর ভয়ে তারা প্রকম্পিত এবং তারা কারো জন্য শাফা'আতের অধিকার রাখেন না, তাওহীদপন্থীদের অন্তর্গত ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যাকে আল্লাহ (সেজন্য) মনোনীত করবেন। অতঃপর তিনি আয়াতের বক্তব্য শেষ করেছেন ঐ ব্যক্তির পরিণামের বর্ণনা দিয়ে যে ফিরিশ্তাদের ইলাহ্ হওয়ার দাবী করে - তার পরিণাম হল জাহান্নাম। এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফিরিশ্তাগণ হলেন রবের অধীনস্ত বান্দা, স্বীয় রব ও স্রষ্টার মাধ্যম ছাড়া যাদের কোন বল ও শক্তি নেই।

৭. কুরআন ও সুন্নায় বিশেষভাবে যে সকল ফিরিশ্তাদের উল্লেখ স্পষ্টরূপে এসেছে তাদের প্রতি বিস্তরিত ঈমান রাখা, যেমন জিবরীল, মিকাঈল, ইসরাফীল, মালেক, হারূত, মারূত, রিদওয়ান, মুনকার ও নাকীর প্রভৃতি যাদের নাম দলীলসমূহে এসেছে। অনুরূপভাবে সে সকল ফিরিশ্তাদের প্রতিও বিস্তারিত ঈমান

রাখা যাদের গুণের বর্ণনা দিয়ে দলীলসমূহ পেশ হয়েছে যেমন رقيب বা পর্যবেক্ষক ও عتيد বা সদা উপস্থিত, কিংবা যাদের কাজের বর্ণনা দিয়ে দলীল এসেছে যেমন মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা ও পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা, অথবা এজমালীভাবে যাদের কাজ উল্লেখ করে দলীল পেশ হয়েছে যেমন আরশ বহনকারীগণ, সম্মানিত লেখকগণ, সৃষ্টির হেফাজতে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাগণ, ভ্রুণ ও বাচ্চাদানীর হেফাজতে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাগণ, বায়তুল মা'মূর প্রদক্ষিণরত ফিরিশ্‌তাগণ, বিচরণকারী ফিরিশ্‌তাগণ প্রভৃতি আরো যাদের কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন। অতএব যেভাবে দলীলসমূহে তাদের নাম, তাদের গুণাবলী, তাদের কাজ ও তাদের সংবাদ এসেছে সেভাবে তৎপ্রতি বিস্তারিত ঈমান রাখা এবং আল্লাহ চাহেত পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে সবের বর্ণনা আসছে সে সবকে সত্য প্রতিপন্ন করা ওয়াজিব।

শরীয়তের দলীল অনুযায়ী সম্মানিত ফিরিশ্‌তাদের ব্যাপারে যে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব এগুলো হল সে সবেরই বর্ণনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিরিশ্‌তাদের কাজসমূহ

ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্ তা'আলার এক দল বাহিনী। আল্লাহ্ তাদের উপর বহু মহান কাজ ও বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আর তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় সে সব কাজ ও দায়িত্ব পালনের সামর্থও দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন এবং যে দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন সে অনুযায়ী তারা কয়েক প্রকারে বিভক্ত ঃ

তাদের মধ্যে কেউ হলেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর রাসূলগণের প্রতি ওহী নাযিলের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾

(الشعراء:١٩٣-١٩٥)

"বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়"। [সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৯৩-১৯৫]

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, জিবরীল হচ্ছেন ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহ তাকে শক্তিমত্তা ও নিজ দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততার গুণে বিভূষিত করেছেন।

যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে আকৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শুধু দু'বারই দেখেছিলেন। অন্যান্য সময় তিনি একজন লোকের বেশ ধরে তার কাছে আসতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একবার পূর্ব দিগন্তে দেখেছিলেন। এব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴾ (التكوير:٢٣)

"নিশ্চয়ই তিনি তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন"। [সূরা আত-তাকওয়ীর ঃ ২৩]

তিনি দ্বিতীয়বার তাকে মি'রাজের রাতে আকাশে দেখেছিলেন। এ বিষয়টিই আল্লাহ অবগত করেছেন স্বীয় বাণী দ্বারা ঃ

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ * عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ (النجم:١٣-١٥)

"নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন প্রান্তবর্তী 'সিদরাহ' বৃক্ষের নিকট যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া"। [সূরা আন-নাজম ঃ ১৩-১৫]

সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপরোক্ত আয়াত দু'টির তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তদুত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

«إنمـا هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطاً من السماء ساداً عِظَمُ خَلْقِه ما بين السماء إلى الأرض»

"তিনি তো ছিলেন জিবরীল। যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে আকৃতিতে আমি তাকে এ দু'বার ছাড়া আর কখনোই দেখিনি। তার বিশাল দেহাবয়ব দিয়ে আসমান ও যমীনের সবকিছুকে ঢেকে আসমান থেকে নেমে আসা অবস্থায় আমি তাকে দেখেছি"[১]।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে কেউ হলেন বৃষ্টি ও উদ্ভিদের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন মীকাঈল আলাইহিস সালাম। কুরআনে তার উল্লেখ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴾

(البقرة:٩٨)

"যে কেউই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৯৮] তিনি তার প্রতিপালকের কাছে সুউচ্চ সম্মান ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী। এজন্যই আল্লাহ এখানে তাকে জিবরীলের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং ফিরিশ্‌তাদের পর তাদের উভয়কে উল্লেখ করেছেন যদিও তারা উভয়ে ফিরিশ্‌তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এটা তাদের সম্মানের জন্যই করা হয়েছে। আর এ ধরনের উল্লেখের বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখের পর বিশেষভাবে উল্লেখের

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৭৭)

শ্রেণীভুক্ত। অনুরূপভাবে সুন্নায়ও মীকাঈলের উল্লেখ এসেছে, যেমন রাতের সালাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দো'আয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলতেন ঃ

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ..

"হে আল্লাহ ! যিনি জিবরীল , মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভূ ....."[১]। এজন্যই ওলামাগণ বলেন, উল্লেখিত এ তিনজনই হচ্ছেন ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে কেউ হলেন শিংগায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন ইসরাফীল আলাইহিস সালাম। ইতিপূর্বে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠ তিনজন ফিরিশ্‌তার মধ্যে তিনি হচ্ছেন তৃতীয়। তিনি আরশ বহনকারীদের একজন। আর শিংগা হল ঃ এমন একটি বিশাল শৃঙ্গ যাতে ফুঁক দেয়া হবে। ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه

'নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক বেদুইন এসে বলল, শিংগা কি? তিনি বললেন "এমন একটি শৃঙ্গ যাতে ফুঁক দেয়া হবে"[২]। হাদীসটি হাকিমও বর্ণনা করেন এবং একে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন, আর যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন[৩]।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر، قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم

---

[১] ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন মুসনাদে (৬/১৫৬), নাসায়ী সুনানে (৩/২১৩, হাদীস নং ১৬২৫), তাদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে (হাদীস নং ৭৭০), ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ১৩৫৭)

[২] মুসনাদ (২/১৬২, ১৯২)

[৩] মুস্তাদরাক (২/৫০৬, ৪/৫৮৯), শব্দচয়ন হাকিম থেকে।

"কিভাবে আমি নিশ্চিন্ত হব, অথচ শৃঙ্গের অধিপতি শৃঙ্গকে মুখে পুরে রেখেছেন, তার ললাট ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন, কর্ণ উৎকীর্ণ করে শুনছেন, লক্ষ্য রাখছেন কখন তিনি আদিষ্ট হবেন"। মুসলমানগণ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা বলো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম তত্বাবধায়ক, আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করেছি"[১]। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান (ভাল) হাদীস। আলেমদের কেউ কেউ একে সহীহও বলেছেন।

ইসরাফীল শিংগায় তিনবার ফুঁক দেবেন। সেগুলো হল ঃ সন্ত্রস্ত করার ফুঁক, মূর্ছিত করার ফুঁক ও পুনরুজ্জীবিত করার ফুঁক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾

(النمل:٨٧)

"যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত"। [সূরা আন-নামল ঃ ৮৭]

এটি হল সন্ত্রস্ত করার ফুঁক। আর অন্য দু'টি ফুঁকের উপর প্রমাণ হল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (الزمر:٦٨)

"এবং শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৬৮]

ফিরিশ্তাদের মধ্যে কেউ হলেন রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন 'মালাকুল মাউত' বা মৃত্যুর ফিরিশ্তা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

---

[১] মুসনাদ (৩/৭), সুনান তিরমিযী (৪/৬২০, হাদীস নং ২৪৩১, ৫/৩৭২-৩৭৩, হাদীস নং ৩২৪৩)

﴿ قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ ﴾ (السجدة: ١١)

"বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণ করবে মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে"। [সূরা আস-সাজদাহ ঃ ১১]

ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হতে মৃত্যুর ফিরিশ্‌তার আরো অনেক সহযোগী রয়েছে । তারা বান্দার কাছে তার আমল অনুযায়ী আগমন করেন। যদি বান্দা সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে তারা উত্তম বেশে তার কাছে আসেন। আর বান্দা অসৎকর্মপরায়ণ হলে তারা তার কাছে ভয়ংকর আকৃতিতে আগমন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا وَهُمۡ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (الأنعام: من الآية ٦١)

"অবশেষে তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত (রাসূল ফিরিশ্‌তা)গণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৬১]

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে কেউ হলেন পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন 'মালাকুল জিবাল' বা পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা। যে হাদীসে নবুওয়াতের প্রথমদিকে তায়েফবাসীদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন, তাদেরকে তার দাওয়াত প্রদান ও তার ডাকে তাদের সাড়া না দেয়ার ব্যাপারটি বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসে পাহাড়ের ফিরিশ্‌তার উল্লেখ এসেছে। হাদীসটিতে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني، فنظرتُ فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قولَ قومِك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بمـا شئت فيهم، فناداني ملك الجبال. فسلم عليّ ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فـيما شـئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي ﷺ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدُ الله وحدَه لا يشركُ به شيئاً»

"হঠাৎ একটি মেঘ এসে আমাকে ছায়াদান করলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে, সে মেঘে রয়েছে জিবরীল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্যে আপনার সম্প্রদায়ের কথা ও তারা যেভাবে আপনার প্রত্যুত্তর দিয়েছে তা

শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফিরিশ্‌তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাকে তায়েফবাসীদের ব্যাপারে যেরকম ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা আমাকে আহ্বান করলেন। আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! অতঃপর বললেন, সেটা আপনি যেরকম চান। আপনি যদি চান তো আমি তাদের উপর 'আখশাবাইন' পাহাড় দু'টিকে উল্টিয়ে দেব"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরসে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না"[১]। 'আখশাবাইন' হল মক্কার দু'টি পাহাড় ঃ আবু কোবাইস পাহাড় ও তার সামনের পাহাড়টি।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে কেউ হলেন (নারীদের) গর্ভাশয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করছে। আনাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ

إن الله عــز وجـــل وكَّل ملكاً يقول: يا ربِّ! نطفة. يا ربِّ! علقة. يا ربِّ مضـــغة. فـــإذا أراد أن يقضي خلقه، قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه

"আল্লাহ তা'আলা (গর্ভাশয়ের দায়িত্বে) একজন ফিরিশ্‌তাকে নিয়োগ করেছেন যিনি বলেন, হে রব! শুক্রাণু (গর্ভে এসেছে), হে রব! রক্তপিন্ডে (তা পরিণত হয়েছে), হে রব! মাংসপিন্ডে (তা পরিণত) হয়েছে। অতঃপর যখন তিনি তাকে সৃষ্টি করার কাজ পূর্ণ করতে চান, বলেন,সে কি নর নাকি নারী? হতভাগা নাকি ভাগ্যবান? তার রিযিক কি ও তার মৃত্যুর সময় কখন? এরপর তার মায়ের পেটে থাকতেই এসব কিছু লিখা হয়ে যায়"[২]।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে কেউ হলেন আরশ বহনকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (غافر:٧)

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২৩১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৭৯৫)

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩১৮) সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৪৬)

"যারা আরশ বহন করে আছে এবং যারা এর চতুষ্পার্শ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে"। [সূরা গাফির ঃ ৭]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴾ (الحاقة:١٧)

"সেদিন আটজন ফিরিশ্‌তা আপনার প্রতিপালকের আরশকে বহন করবে তাদের উর্ধ্বে"। [সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ১৭]

কতিপয় ওলামা বলেন, আরশের পার্শ্বে যারা অবস্থান করেন তারা হলেন 'কুরুবী' ফিরিশ্‌তা। আরশ বহনকারীগণ সহ তারাও সম্মানিত ফিরিশ্‌তা[1]।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে রয়েছেন জান্নাতের রক্ষীগণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴾ (الزمر:٧٣)

"যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং এর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে, আর জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, আপনাদের প্রতি সালাম, আপনারা সুখী হোন এবং স্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করুন"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৭৩]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ (الرعد:٢٣)

"স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশ্‌তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে"। [সূরা আর-রা'দ ঃ ২৩]

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন জাহান্নামের রক্ষীগণ। আমরা জাহান্নাম

[1] তাফসীর ইবনে কাসীর (৭/১২০)

থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। জাহান্নামের রক্ষীরা হলেন এর প্রহরী। তাদের সর্দার হল উনিশজন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾

(غافر:٤٩)

"যারা জাহান্নামে অবস্থান করবে তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন"। [সূরা গাফির ঃ ৪৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ (العلق:١٧-١٨)

"অতএব সে তার পার্শ্বচরদেরকে আহ্বান করুক! আমরাও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে"। [সূরা আল-আলাক ঃ ১৭-১৮]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (المدثر:٣٠-٣١)

"তার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী। আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকেই শুধু জাহান্নামের প্রহরীরূপে নিয়োগ করেছি। কাফিরদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপই আমরা তাদের এ সংখ্যা নির্ধারণ করেছি"। [সূরা আল-মুদ্দাসসির ঃ ৩০-৩১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ﴾ (الزخرف:٧٧)

"তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে"। [সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৭৭]

আর সুন্নায়ও 'মালেক' ফিরিশ্‌তার উল্লেখ এসেছে এবং এও এসেছে যে, তিনি হলেন জাহান্নামের প্রহরী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখেছেন। সহীহ বুখারী তে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«رأيـــتُ الليلةَ رجلين أتياني فقالا: الذي يوقدُ النارَ مالك خازن النار، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل»

"আজ রাত আমি আমার কাছে আগত দু' ব্যক্তিকে দেখেছি। তারা উভয়ে বললেন, যিনি জাহান্নামকে প্রজ্জলিত করবেন তিনি হলেন জাহান্নামের প্রহরী 'মালেক'। আর আমি জিবরীল ও ইনি মীকাঈল"[১]।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন বায়তুল মা'মূর যিয়ারতকারীগণ। তাদের মধ্য হতে প্রতিদিন সত্তর হাজার বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করেন এবং (সেখান থেকে বের হয়ে) তারপর আর তথায় ফিরে আসেন না। যেমন মালেক ইবনে সা'সা'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

... ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم

"এরপর আমার উদ্দেশ্যে বায়তুল মা'মূরকে তুলে ধরা হল। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা হল বায়তুল মা'মূর, যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তারা বের হলে তাদের শেষ দল আসা পর্যন্ত তারা সেখানে আর ফিরে আসেন না"[২]।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন ভ্রাম্যমান ফিরিশ্‌তাগণ, যারা আল্লাহকে স্মরণ করার বৈঠকসমূহে যোগদান করে থাকেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রার হাদীস হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إن لله ملائكـــةً يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكـــرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال: فيحفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ...»

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২৩৬)

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২০৭), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬৪), শব্দ চয়ন সহীহ মুসলিম থেকে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কতিপয় ফিরিশ্‌তা রয়েছেন যারা আল্লাহর স্মরণকারীদের সন্ধানে পথে-প্রান্তরে বিচরণ করতে থাকেন। এরপর যখন তারা এমন একদল লোককে পায় যারা আল্লাহকে স্মরণ করছে, তারা সশব্দে ডাক দেয়, চলুন আপনাদের প্রয়োজন পূরণের দিকে"। তিনি বলেন, "এরপর তারা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত এ লোকদেরকে নিজেদের পাখা দিয়ে নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত ঘিরে ফেলে......"[১]।

ওলামাগণ বলেন, এ সকল ফিরিশ্‌তা হেফাযতকারী ফিরিশ্‌তা ও সৃষ্টিজগতের সাথে নিয়োজিত অন্যান্য ফিরিশ্‌তাগণ হতে অতিরিক্ত।

এটাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, এ সকল ফিরিশ্‌তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উম্মাতের সালাম পৌঁছিয়ে দেন। কেননা আহমাদ ও নাসায়ী বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊ'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إن لله عز وجل ملائكةً سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»

"নিশ্চয়ই যমীনে আল্লাহ তা'আলার ভ্রাম্যমান ফিরিশ্‌তাগণ রয়েছেন, যারা আমার কাছে আমার উম্মাতের সালাম পৌঁছিয়ে দেয়"[২]।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে আরো আছেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তাদের কাজ হল সৃষ্টির কর্মকান্ড লিখে রাখা এবং সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ * كِرَامًا كَٰتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الانفطار: ١٠-١٢)

"অবশ্যই তোমাদের উপর নিয়োজিত আছেন সংরক্ষকগণ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর"। [সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১০-১২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৪০৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৮৯), শব্দ চয়ন বুখারী থেকে।

[২] মুসনাদ (১/৪৫২), সুনান নাসায়ী (৩/৪৩, হাদীস নং ১২৮২), শব্দ চয়ন আহমাদের।

﴿رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق:١٧-١٨)

"স্মরণ রেখো, 'যখন গ্রহণকারী দু'জন' ফিরিশ্‌তা তার ডানে ও বাঁয়ে বসে কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে"। [সূরা কাফ ঃ ১৭-১৮]

মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'ডানদিকে একজন ফিরিশ্‌তা ও বামদিকে একজন ফিরিশ্‌তা থাকেন। যিনি ডানদিকে থাকেন তিনি লিপিবদ্ধ করেন পুণ্য এবং যিনি বামদিকে থাকেন তিনি লিপিবদ্ধ করেন মন্দকর্ম'।

ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে কেউ আছেন কবরের ফেতনার দায়িত্বে ও বান্দাদেরকে তাদের কবরে প্রশ্ন করার কাজে নিয়োজিত। তারা হলেন 'মুনকার' ও 'নাকীর'। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এর প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ﷺ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً»

"বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তার কাছ থেকে চলে যায় ও তাদের জুতার আওয়াজ তখনো শোনা যায়, এমতাবস্থায় তার কাছে দু'জন ফিরিশ্‌তা আসেন। তারা তাকে বসিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? বান্দা মু'মিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর তাকে বলা হবে ঃ জাহান্নামে তোমার বসার স্থানের দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লাহ সে স্থান পাল্টিয়ে তোমাকে জান্নাতের একটি বসার স্থান দান করেছেন। আর সে তখন একত্রে স্থান দু'টি দেখতে পাবে"[1]।

তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৭৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৭০), শব্দ চয়ন বুখারী থেকে।

যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إذا قـبر الميت أو قال أحدكم– أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما الْمُنكَر والآخر النَكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ...»

"যখন মৃত ব্যক্তিকে - অথবা বলেন - তোমাদের কাউকে কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে কাল নীল বর্ণের দু'জন ফিরিশ্‌তা আগমন করে, তাদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' এবং অপরজনকে বলা হয় 'নাকীর'। তারা জিজ্ঞাসা করেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে..."?[১] আলহাদীস। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান (উত্তম)।

যে সকল ফিরিশ্‌তাদের কাজ ও নাম উল্লেখ করে কুরআন ও হাদীসের দলীল এসেছে, এরা হলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ও তাদের ব্যাপারে উপস্থাপিত দলীলসমূহের অর্থকে সত্য প্রতিপন্ন করা বান্দার উপর শিরোধার্য। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনয়নের ফলাফল ঃ

মু'মিন ব্যক্তির উপর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমানের বিরাট ফলাফল রয়েছে। তম্মধ্যে কিছু বর্ণনা করা হল ঃ

১. ফিরিশ্‌তাদের মহান সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব্য, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২. বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও গুরুত্ব প্রদানের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ; কেননা তিনি তাদের জন্য এ সকল ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হতে ঐ ফিরিশ্‌তাদের নিয়োগ করেছেন যারা তাদেরকে হেফাযত করেন, তাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন ইত্যাদি আরো সে সব কাজ করেন যদ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণ সাধিত হয়।

৩. ফিরিশ্‌তাদেরকে ভালবাসা ; কেননা আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দিকে হেদায়াত দান করেছেন পরিপূর্ণভাবে তাঁর ইবাদাত পালন, মু'মিনদেরকে সাহায্যকরন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে।

---

[১] সুনান তিরমিযী (৩/৩৮৫, হাদীস নং ১০৭৩), আল-ইহসান ফী তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (৭/৩৮৬, হাদীস নং ৩১১৭), শব্দ চয়ন তিরমিযীর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান

এতে রয়েছে ভূমিকা ও চারটি পরিচ্ছেদ ঃ

ভূমিকা ঃ	ওহীর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা এবং ওহীর প্রকারভেদ
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের হুকুম ও এর দলীল
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের পদ্ধতি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	এ বর্ণনা যে, তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কুরআন তা থেকে মুক্ত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ	কুরআনের প্রতি ঈমান ও এর বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

ওহীর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা এবং ওহীর প্রকারভেদ

আভিধানিক সংজ্ঞা ঃ

অভিধানে ওহী হচ্ছে গোপনে দ্রুত জানানো।

ওহী শব্দটি ইঙ্গিত, লেখা, রিসালাত ও ইলহামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা কিছুই অন্যের কাছে পরিবেশন করা হয়, যাতে সে ঐ সবের জ্ঞান লাভ করে, তা-ই ওহী, যেভাবেই তা হোক না কেন। এ অর্থে তা নবীদের সাথে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার সাথে নির্ধারিত নয়।

আভিধানিক অর্থে ওহী নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

১. মানুষের স্বভাবজাত ইলহাম, যেমন মূসার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ওহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ (القصص:٧)

"মূসা জননীর অন্তরে আমরা ইলহাম করলাম, তাকে স্তন্য দান কর"। [সূরা আল-কাসাসঃ৭]

২. প্রাণীর প্রকৃতিগত ইলহাম, মধুমক্ষিকার প্রতি ওহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ (النحل:٦٨)

"আপনার প্রভু মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করলেন, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৬৮]

৩. সঙ্কেত প্রদান ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে দ্রুত ইশারা করা, যেমন স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)এর ইঙ্গিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (مريم:١١)

"অতঃপর তিনি (ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট) কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন"। [সূরা মারইয়াম ঃ ১১]

৪. শয়তানের কুমন্ত্রণা ও শয়তানের অলীদের অন্তরে মন্দকে সুশোভিত করে তোলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ (الأنعام:١٢١)

"নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ১২১]

৫. ঐ সকল নির্দেশ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি পালনের জন্য প্রেরণ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (الأنفال:١٢)

"স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং মু'মিনদেরকে অবিচলিত রাখ'। [সূরা আল-আনফাল ঃ ১২]

শরয়ী সংজ্ঞা ঃ

"আল্লাহ তা'আলা যে শরীয়ত কিংবা গ্রন্থ কোন মাধ্যমে অথবা মাধ্যম ছাড়া তাঁর নবীদের কাছে পৌঁছাতে চান, তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া" হল ওহী।

ওহীর প্রকার ভেদ ঃ

আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহী লাভের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে, যা তিনি স্বীয় বাণী দ্বারা সূরা আশ-শুরাতে বর্ণনা করেছেন ঃ

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (الشورى:٥١)

"কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতীত যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি সুউচ্চ, প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আশ-শুরা ঃ ৫১]

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন যে, মানবের উদ্দেশ্যে তাঁর বাক্যালাপ ও ওহী তিনটি স্তরে সংঘটিত হয়।

প্রথম স্তর ঃ শুধুমাত্র ওহী। আর তা হল - ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহ যা চান তা এমনভাবে প্রক্ষেপ করেন যে, তিনি (ওহী প্রাপ্ত ব্যক্তি) তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ (الشورى:٥١) ﴿ إِلَّا وَحْيًا ﴾ অর্থাৎ ওহীর মাধ্যম ব্যতীত। [সূরা আশ-শুরা ঃ ৫১] এর উদাহরণ হল আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊ'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে বর্ণনা এসেছে সেটি। তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»

"রূহুল কুদুস (জিবরীল) আমার হৃদয়ে ওহী প্রক্ষেপ করেছে যে, রিযিক পূর্ণ না করে কেউ মারা যাবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সংক্ষেপে চাও"। হাদীসটি ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে ও হাকিম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। হাদীসটি ইবনে মাজাহ তার সুনান গ্রন্থে এবং এতদ্ব্যতীত আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন[১]।

আলেমদের কেউ কেউ এ প্রকারের সাথে নবীদের স্বপ্ন দেখাকেও সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। যেমন ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের স্বপ্ন সম্পর্কে আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

﴿ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ ﴾ (الصافات:١٠٢)

"তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি"। [সূরা আস-সাফফাতঃ১০২]

আরো যেমন নবুওয়াতের প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

---

[১] মাওয়ারেদুয যামআন (হাদীস নং ১০৮৪, ১০৮৫), মুস্তাদরাক (২/৪), সুনান ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ২১৪৪), ইবনে আবিদ দুনিয়া আলকানা'আয় এবং বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে (আলমুগনী 'আন হামলিল আসফার ঃ ৪১৯, ৮৯৫) এবং বাগাবী (১৪/৩০৪, হাদীস নং ৪১১২) এটি বর্ণনা করেছেন।

(أول مـــا بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম যে ওহী দেয়া হয় তা হল নিদ্রাবস্থায় ভাল ভাল স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা-ই প্রভাতের আলোর মত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হত'[১]।

দ্বিতীয় স্তর ঃ কোন মাধ্যম ছাড়াই পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা, যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে কোন কোন রাসূল ও নবীদের ক্ষেত্রে। যেমন মূসার সাথে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন, যে সম্পর্কে তিনি কুরআনের একাধিক স্থানে সংবাদ দিয়েছেন ঃ

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ (النساء:١٦٤)

"আর মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছিলেন"। [সূরা আন-নিসা ঃ১৬৪]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ (الأعراف:١٤٣)

"মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৪৩]

অনুরূপভাবে আদমের সাথে আল্লাহর কথোপকথন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ (البقرة:٣٧)

"তারপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৩৭]

আরো যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইসরার রাতে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন, যা সুন্নায় সাব্যস্ত রয়েছে। আয়াতে এ স্তরের দলীল হল আল্লাহর বাণী ঃ (الشورى:٥١) ﴿ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ অর্থাৎ অথবা পর্দার অন্তরাল হতে। [সূরা আশ-শুরা : ৫১]

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩), অনুরূপ হাদীস এসেছে সহীহ মুসলিমে (হাদীস নং ১৬০)

তৃতীয় স্তর ঃ ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে ওহী প্রদান। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ (الشورى:٥١)

"অথবা এমন দূত প্রেরণ করবেন, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন"। [সূরা আশ-শুরা ঃ ৫১] এ ধরনের ওহী যেমন জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে নবী ও রাসূলগণের নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কুরআনের পুরোটাই এ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর কথা পেশ করেছেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে তা শুনেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾

(الشعراء:١٩٢-١٩٤)

"নিশ্চয়ই এটা (আল-কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন"। [সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৯২-১৯৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (النحل:١٠٢)

"বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরীল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন"। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ১০২]

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিবরীল আলাইহিস সালামের ওহী পৌঁছানোর তিনটি অবস্থা রয়েছে ঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে ঐ আকৃতিতে দেখতেন, যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ঘটনা শুধু দু'বারই ঘটেছিলো যেমনটি আগের অধ্যায়ে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে[১]।

---

[১] দেখুন পৃঃ ১৩৪,১৫৪-১৫৫।

২. তার কাছে ঘন্টাধ্বনির ন্যায় ওহীর আগমন হতো। এরপর জিবরীল চলে যেতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিমধ্যে তার বক্তব্য আত্মস্থ করে নিতেন।

৩. জিবরীল কোন এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে তার কাছে আসতেন এবং ওহী দ্বারা তাকে সম্বোধন করতেন, যেমন পূর্বেকার হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনের স্তরসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন[১]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারেস ইবনে হিশামের প্রশ্নের উত্তরদানের প্রাক্কালে শেষোক্ত অবস্থাদ্বয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন। হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে ওহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ

«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»

"কখনো আমার কাছে ওহী আসে ঘন্টাধ্বনীর মত। এটা ছিলো আমার কাছে সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। তারপর তা ছেড়ে যেত এমতাবস্থায় যে, তিনি যা বলেছেন আমি তা গ্রহণ করে নিয়েছি। আবার কখনো ফিরিশ্তা আমার কাছে কোন এক লোকের বেশ ধরে আসত এবং আমার সাথে কথা বলত। তাতেই আমি তার বক্তব্য অনুধাবন করে নিতাম"[২] মুত্তাফাকুন আলাইহ্। হাদীসে বর্ণিত فصم অর্থ ঃ ছেড়ে যেত।

---

[১] দেখুন পৃঃ ১৪২-১৪৪।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২). সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৩৩৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান আনয়নের হুকুম ও এর দলীল

গ্রন্থসমূহের সংজ্ঞা ঃ

আরবীতে الكتب অর্থ গ্রন্থসমূহ যা كتاب এর বহুবচন। আর الكتاب শব্দটি كتب يكتب كتابا এর ক্রিয়ামূল। (এর অর্থঃ লিপিবদ্ধ করা) এরপর লিপিবদ্ধ বস্তুর নামকরণ করা হয়েছে 'কিতাব' দ্বারা। মূলতঃ কিতাব হলো এমন সহীফা বা পুস্তকের নাম যাতে লিখা থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণীতে রয়েছে ঃ

﴿ يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ (النساء:١٥٣)

"আহলে কিতাবগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করতে বলে"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৫৩]

অর্থাৎ এমন সহীফা যাতে লিখা রয়েছে।

এখানে গ্রন্থসমূহ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সে সকল গ্রন্থ ও সহীফা যা আল্লাহ তা'আলার সেই কালামকে ধারণ করেছে, যে কালাম তিনি রাসূলগণের প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করেছিলেন, চাই তিনি যা প্রেরণ করেছেন তা লিপিবদ্ধ হোক যেমন তাওরাত অথবা তা কোন ফিরিশ্তার মাধ্যমে মৌখিকভাবে অবতীর্ণ করে পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করা হোক যেমন অন্য সকল গ্রন্থ।

গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের হুকুম ঃ

যে সকল গ্রন্থ আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের প্রতি নাযিল করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটির উপর ঈমান আনয়ন ঈমানের রুকনসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও দ্বীনের মূলনীতিসমূহের একটি বড় মূলনীতি। এ রুকন ছাড়া ঈমান বাস্তবায়িত হয় না। কুরআন ও সুন্নাহ্ সে ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে।

কুরআনের দলীলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ (النساء:١٣٦)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, যে গ্রন্থ তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আন। আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৬]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ঈমানের সকল শাখা-প্রশাখা ও রুকনে প্রবিষ্ট হওয়ার নির্দেশ প্রদান করছেন। তিনি তাদেরকে ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান করেছেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যে গ্রন্থ তিনি স্বীয় রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তথা কুরআনের প্রতি এবং যে গ্রন্থ তার পূর্বে নাযিল করেছিলেন তথা পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থসমূহ যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূরের প্রতি। এরপর তিনি আয়াতের শেষভাগে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমানের রুকনসমূহের কোন কিছুর প্রতি কুফ্রী করে, সে সুদূর ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয় এবং সঠিক পথ অবলম্বনের সংকল্প হতে বের হয়ে যায়। ঈমানের উল্লেখিত রুকনসমূহের অন্তর্গত হল আল্লাহর গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ (البقرة:١٧٧)

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশ্তাগণ, সকল গ্রন্থ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৭৭]

মহান আল্লাহ এ সংবাদ দিয়েছেন যে, প্রকৃত পুণ্য হল ঈমানের যে সব রুকন উল্লেখ করা হয়েছে সে সবের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং এরপর আয়াতটিতে পুণ্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করা। তিনি 'গ্রন্থের উপর ঈমান আনয়ন' ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর বলেন, 'الكتاب' বা গ্রন্থ শব্দটি শ্রেণীবাচক নাম যা নবীগণের উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থসমূহকে শামিল করে, যে গ্রন্থসমূহের ধারা সবচেয়ে সম্মানিত গ্রন্থ তথা কুরআন দ্বারা শেষ হয়েছে, যা তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের উপর

সাক্ষীস্বরূপ"[১]।

সকল গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদেরকে নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা সম্বোধনের জন্য মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

﴿ قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴾

(البقرة:١٣٦)

"তোমরা বল, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি, এবং যা আমাদের প্রতি ও ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে দেয়া হয়েছে, তার প্রতি। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৩৬]

আয়াতটিতে ঐ বিষয়ের প্রতি মু'মিনদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মু'মিনদের উপর নাযিল করেছেন ও যা অত্র আয়াতে উল্লেখিত রাসূলগণের উপর নাযিল করেছেন এবং এজমালীভাবে যা অপরাপর নবীদের উপর নাযিল করেছেন। আর তারা রাসূলগণের মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে কারো প্রতি ঈমান এনে তারতম্য করে না। এ থেকে সকল রাসূলগণ ও তাদের প্রতি যে গ্রন্থসমূহ নাযিল হয়েছে সে সবের প্রতি ঈমান আনয়নের নিয়মটি সাব্যস্ত হয়ে যায়।

এ বিষয়টি প্রতিপাদনে কুরআনে প্রচুর আয়াত রয়েছে।

অনুরূপভাবে সুন্নাহ্ও প্রমাণ বহন করছে গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন ওয়াজিব হওয়ার উপর এবং এ কথার উপরও যে, এগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানেরই একটি রুকন। জিবরীলের হাদীস এবং তিনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমানের রুকন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা উক্ত ব্যাপারে দলীল পেশ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলের প্রশ্নের উত্তরে

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/২৯৭)

ঈমানের অন্য রুকনগুলোর সাথে গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সরাসরি বক্তব্যসহ হাদীসটি উল্লেখ করায় তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন এখানে নেই[১]।

এদ্বারা সকল গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান ও সেগুলোকে সত্য প্রতিপন্ন করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি সাব্যস্ত হয় এবং এ আক্বীদা পোষণ করাও সাব্যস্ত হয় যে, এসব গ্রন্থের প্রতিটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত, যা তিনি সত্য, হেদায়াত, আলো ও জ্যোতি সহকারে স্বীয় রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন, আর যে ব্যক্তি এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা এর অন্তর্গত কোন কিছু অস্বীকার করে সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী কাফির ও দ্বীন থেকে বহিস্কৃত।

গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান আনয়নের ফলাফল ঃ

মু'মিনের উপর গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিশাল প্রভাব রয়েছে। তম্মধ্যে কিছু হল ঃ

১. সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের কারণে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা; কেননা তিনি তাদের প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছেন যাতে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২. এদ্বারা আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ; কেননা তিনি এ গ্রন্থসমূহে প্রত্যেক জাতির জন্য এমন শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন যা তাদের জন্য সমীচীন। আর সর্বশেষ গ্রন্থ হল মহান আলকুরআন যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক জনপদের সকল সৃষ্টির উপযোগী।

৩. আল্লাহ তা'আলার জন্য কথা বলার গুণ সাব্যস্ত করা এবং এটাও সাব্যস্ত করা যে তার কথা সৃষ্টিজগতের কথার অনুরূপ নয়, অনুরূপভাবে এটাও প্রমাণ করা যে, সৃষ্টিজগতের সবাই তাঁর কথার অনুরূপ কথা আনয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

[১] দেখুন পৃঃ ১৪২-১৪৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান আনয়নের পদ্ধতি

আল্লাহর গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক রয়েছে। আরকানুল ঈমানের এ মহান রুকনটিকে বাস্তবায়নের জন্য সেদিকগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নার দলীল প্রমাণ বহন করছে। সে দিকগুলো হল ঃ

১. এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ গ্রন্থগুলোর প্রতিটিই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলারই বাণী অন্য কারো বাণী নয় এবং এগুলো দ্বারা আল্লাহ বাস্তবিকই কথা বলেছেন যেমন তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তিনি চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ * مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ (آل عمران:٢-٤)

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল - ইতিপূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য। আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ২-4]

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন যে, তিনি উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ তথা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নাযিল করেছেন। এদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনিই এগুলো দ্বারা বক্তব্য প্রদানকারী এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এসকল বাণীর উদ্ভব হয়েছে, অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়। এজন্যই তিনি বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে ঐ ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।

তিনি তাওরাত সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন ঃ

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ (المائدة:٤٤)

"অবশ্যই আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৪] আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, তিনিই তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে যে হেদায়াত ও আলো রয়েছে তা তাঁরই পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আরেকটি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, তাওরাত তাঁরই বাণী। একথা তিনি বলেছেন ইয়াহুদীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে ঃ

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ (البقرة:٧٥)

"তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৭৫] সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও একদল মুফাসসির বলেন, এখানে আল্লাহর যে বাণী তারা শ্রবণ করার পর বিকৃত করেছিলো তা হল তাওরাত।

আল্লাহ তা'আলা ইঞ্জিল সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ (المائدة:٤٧)

"ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে হুকুম দেয়"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৭] অর্থাৎ সে সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা যা আল্লাহরই বাণীর অন্তর্ভুক্ত।

তিনি কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (هود:١)

"আলিফ-লাম-রা, এমন গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ সুবিন্যস্ত ও পরে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে বিশদভাবে বিবৃত"। [সূরা হুদঃ ১]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (النمل:٦)

"আর নিশ্চয়ই আপনাকে আল-কুরআন দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট

হতে”। [সূরা আন-নামলঃ ৬]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴾ (النحل:١٠٢)

“বলুন, রূহুল কুদুস (জিবরীল) আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে তা অবতীর্ণ করেছেন”। [সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ১০২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ (التوبة:٦)

“মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দেবেন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়”। [সূরা আত-তাওবাহ ঃ ৬]

তাদেরকে ঐ কুরআন শ্রবণ করার নির্দেশই শুধু দেয়া হয়েছিলো যা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছিলেন। অতএব তা প্রকৃতই আল্লাহর বাণী।

২. এ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যে, এ সকল গ্রন্থের প্রতিটিই একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছে এবং যাবতীয় কল্যাণ, হেদায়াত, আলো ও জ্যোতি নিয়ে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران:٧٩)

“কোন ব্যক্তির জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে গ্রন্থ, নির্দেশ ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও”। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৯]

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বর্ণনা করেছেন যে, কোন মানবের জন্য এটা সমীচীন নয় - যাকে আল্লাহ গ্রন্থ, নির্দেশ ও নবুওয়াত দান করেছেন - মানুষকে এ নির্দেশ দেয়া যে, তারা যেন আল্লাহর পরিবর্তে তাকেই ইলাহ্ হিসাবে গ্রহণ করে নেয় ; কেননা আল্লাহর গ্রন্থসমূহ ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার নির্দেশ নিয়েই এসেছে।

আল্লাহর গ্রন্থসমূহ যে, সত্য ও হেদায়াত নিয়ে এসেছে সে কথা বর্ণনা করে

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۞ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ (آل عمران:٣-٤)

"তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল - ইতিপূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩-৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ﴾ (البقرة:٢١٣)

"সমস্ত মানুষ ছিলো একই উম্মাত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ﴾ (المائدة:٤٤)

"নিশ্চয়ই আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, এতে ছিলো হেদায়াত ও আলো"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ﴾ (المائدة:٤٦)

"আর আমরা তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ﴾

(البقرة:١٨٥)

"রামাদান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং

সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৮৫]

এতদ্ব্যতীত আরো সে সকল আয়াতও এর অন্তর্ভুক্ত যাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থসমূহ তাঁরই পক্ষ থেকে হেদায়াত ও আলো নিয়ে এসেছে।

৩. এ বিষয়ে ঈমান আনয়ন করা যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহের একটি অন্যটিকে সত্য প্রতিপন্ন করে। অতএব এগুলোর মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই, যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন ঃ

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (المائدة:٤٨)

"আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপনকারীরূপে"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৪৮]

ইঞ্জিল সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

﴿ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ﴾ (المائدة:٤٦)

"আর আমরা তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো, তা ছিলো পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৬]

সুতরাং এ বিষয়ে ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহর গ্রন্থসমূহ যে সকল প্রকার পরস্পর বিরোধ ও বৈপরীত্য থেকে মুক্ত এ বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। এটা মূলতঃ সৃষ্টিজগতের গ্রন্থসমূহ থেকে স্বতন্ত্র আল্লাহর গ্রন্থসমূহের ও সৃষ্টির বাণী থেকে স্বতন্ত্র আল্লাহর বাণীর সুমহান বৈশিষ্ট্যেরই অন্তর্গত ; কেননা সৃষ্টিজগতের গ্রন্থসমূহ ত্রুটি, বিচ্যুতি ও পরস্পর বিরোধিতার মুখোমুখি হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বর্ণনায় বলেছেন ঃ

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴾ (النساء:٨٢)

"যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসংগতি পেত"। [সূরা আন-নিসা ঃ ৮২]

৪. আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর যে সব গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং সেগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সেগুলো সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তারও সত্যায়ন করা। এ

গ্রন্থসমূহ হল ঃ

ক. তাওরাত ঃ এটি আল্লাহর সেই গ্রন্থ যা তিনি মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴾ (القصص:٤٣)

"পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর আমরা তো মূসাকে দিয়েছিলাম গ্রন্থ, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকাস্বরূপ"। [সূরা আল-কাসাস ঃ ৪৩]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে শাফা'আতের যে দীর্ঘ হাদীসটি মারফূ' পন্থায় সঙ্কলন করেন তাতে রয়েছেঃ

.. فيأتون إبراهيمَ فيقول: لست هُنَاكم ويذكر خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكليماً

"... অতঃপর তারা ইব্‌রাহীমের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, 'আমি তোমাদের ঐ কাজের উপযুক্ত নই' এবং তিনি নিজের সে ভুলের কথা উল্লেখ করবেন যা তিনি করেছিলেন, 'তোমরা বরং মূসার কাছে যাও, যিনি এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত প্রদান করেছেন এবং তার সাথে বাক্যালাপ করেছেন'.."[১]। আল্লাহ মূসার উপর তাওরাত ফলকে লিপিবদ্ধ অবস্থায় নাযিল করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف:١٤٥)

"আমরা তার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৪৫]

ইবনে আব্বাস বলেন, '(আলওয়াহ দ্বারা) আল্লাহ তাওরাতের ফলক বুঝিয়েছেন'। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আদম ও মূসার বাদানুবাদের হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত ঃ

«.. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده»

"...আদম তাকে বললেন, 'হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে স্বীয় বাণী দ্বারা মনোনীত

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৪১০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৯৩)

করেছেন এবং নিজ হাতে আপনার জন্য তাওরাত লিখেছেন"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে অনেকগুলো সনদে এটি সঙ্কলন করেছেন[১]।

তাওরাত বনী ইসরাঈলের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এতে তাদের শরীয়ত এবং মূসার উপর আল্লাহ যে হুকুম-আহকাম নাযিল করেছেন তার বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। মূসার পরে আগত বনী ইসরাঈলের নবীগণ এ গ্রন্থ মোতাবেক আমল করতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾ (المائدة:٤٤)

"নিশ্চয়ই আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, এতে ছিলো হেদায়াত ও আলো। নবীগণ, যারা ছিলেন আল্লাহর অনুগত, তারা এবং আল্লাহওয়ালা ও বিদ্বানগণ ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন কারণ তাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ সংরক্ষনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর তারা ছিলো এর সাক্ষী"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৪]

ইয়াহুদীরা তাওরাতের যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করেছিলো আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে সে সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ চাহেত অচিরেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আসবে।

খ. ইঞ্জিল ঃ এটি হচ্ছে আল্লাহর সেই গ্রন্থ যা তিনি 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (المائدة:٤٦)

"আর আমরা তাদের পশ্চাতে মারইয়াম তনয় 'ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে প্রেরণ করেছিলাম। আমরা তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো, তা ছিলো পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৬]

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৬১৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৫২), একটি বর্ণনায় এসেছে, "তিনি আপনার জন্য নিজ হাতে তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন"।

আল্লাহ তা'আলা তাওরাতকে সত্য প্রতিপন্নকারী ও এর সমার্থকরূপে ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেন, যেমনটি পূর্বেকার আয়াতটিতে বলা হয়েছে।

কোন কোন আলেম[1] বলেন, 'লোকেরা তাওরাতের যে সকল আহকামের মধ্যে মতভেদে লিপ্ত ছিলো তার খুব কম সংখ্যকের ক্ষেত্রেই ইঞ্জিল তাওরাতের খেলাফ করেছে, যেমন আল্লাহ মাসীহ সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (آل عمران: ٥٠)

"এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিলো তার কিছু যেন আমি বৈধ করে দেই"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫০]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ কুরআন কারীমে জানিয়েছেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ দিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ (الأعراف: ١٥٧)

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৭]

তাওরাতে যে বিকৃতি ঘটেছিল, ইঞ্জিলেও সে একই বিকৃতি সাধন করা হয়েছিল, আল্লাহ চাহেত যার বর্ণনা আগত পরিচ্ছেদে করা হবে।

গ. যাবুর ঃ এটি আল্লাহর সেই গ্রন্থ যা তিনি দাঊদ আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ (النساء: ١٦٣)

"আর আমরা দাঊদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৬৩]

কাতাদাহ আয়াতটির তাফসীরে বলেন ঃ 'আমরা বলাবলি করতাম যে, এটা

---

[1] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৩৬)

ছিলো এমন দো'আ যা আল্লাহ দাঊদকে শিখিয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি এবং গৌরব ও মহিমা কীর্তন। এতে কোন হালাল ও হারাম এবং ফরয ও দন্ডনীয় শাস্তির বর্ণনা ছিলো না'।

ঘ. ইব্‌রাহীম ও মূসার সহীফা ঃ কুরআনের দু'টি স্থানে এগুলোর উল্লেখ এসেছে। প্রথমটি হল সূরা আন-নাজমে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে ঃ

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ * وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ (النجم:٣٦-٣٩)

"তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার গ্রন্থে, এবং ইব্‌রাহীমের গ্রন্থে যিনি পালন করেছিলেন তার দায়িত্ব? তা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না, আর এই যে, মানুষ তা-ই পায় যা সে করে"। [সূরা আন-নাজম ঃ৩৬-৩৯]

আর দ্বিতীয় স্থানটি হল সূরা আল-আ'লার মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ * إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ (الأعلى:١٤-١٩)

"নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। এতো আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে, ইব্‌রাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে"। [সূরা আল-আ'লা ঃ ১৪-১৯]

আল্লাহ্ তা'আলা এ সহীফাসমূহে স্বীয় রাসূলদ্বয় ইব্‌রাহীম ও মূসা আলাইহিমাস সালামের উপর যে ওহী নাযিল করেছিলেন তার কিয়দংশ সম্পর্কে এখানে অবহিত করেছেন। জ্ঞান আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

ঙ. মহাগ্রন্থ আলকুরআন ঃ এটি আল্লাহর সেই গ্রন্থ যা তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী ও সত্যাসত্য নিরূপনকারীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। নাযিল হওয়ার দিক থেকে এ হল আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ এবং গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ। এটি পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের রহিতকারী। জ্বিন ও মানব এ উভয় জাতির সবার জন্যই এর আহ্বান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (المائدة:٤٨)

"আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর উপর সাক্ষীরূপে"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৮]

আয়াতে বর্ণিত مهيمنا শব্দের অর্থ হলঃ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের উপর সাক্ষী ও সত্যাসত্য নিরূপকরূপে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ﴾ (الأنعام:١٩)

"বলুন, কোন্ জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী? বলুন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতা। আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যাতে তোমাদেরকে ও যাদের নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ১৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان:١)

"কত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন"। [সূরা আল-ফুরকান ঃ ১]

কুরআনের অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল ঃ কুরআন, ফুরকান, আল-কিতাব, আত-তানযীল ও আয-যিক্র।

অতএব এ সকল গ্রন্থের যে সব নামের উল্লেখ কুরআন ও সুন্নার দলীলে এসেছে সে অনুযায়ী এগুলোর প্রতি ঈমান রাখা এবং এগুলো যাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু অবহিত করেছেন ও এসব গ্রন্থধারীদের যে সকল কাহিনী আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, সে সব কিছুর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব।

৫. এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, (পূর্ববর্তী) যে সকল গ্রন্থ ও সহীফা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের উপর নাযিল করেছিলেন, কুরআন কারীম দ্বারা সে সব গ্রন্থ রহিত হয়ে গেছে এবং মানব কিংবা জ্বিন কারো পক্ষেই এটা সম্ভব নয় - না পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদের কারো পক্ষে ও না তারা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে - যে, তারা কুরআন

নাযিলের পর কুরআনে যে হুকুম এসেছে তার পরিবর্তে অন্য হুকুম দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত করবে কিংবা বিচার ফয়সালার জন্য অন্য বিধানের দ্বারস্থ হবে। কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে দলীলের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴾ (الفرقان:١)

"কত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন"। [সূরা আল-ফুরকান ঃ ১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿﴾ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ (المائدة:١٥-١٦)

"হে গ্রন্থধারীগণ! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তোমরা গ্রন্থের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট গ্রন্থ তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ১৫-১৬]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহলে কিতাবদের মধ্যে কুরআন দ্বারা ফয়সালা করার নির্দেশ প্রদান করে বলেন ঃ

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة:٤٨)

"সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৮]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ

﴿ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ ﴾ (المائدة:٤٩)

"আর আপনি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন যাতে আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তারা এর কোন কিছু হতে আপনাকে বিচ্যুত না করে"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৯]

আর সুন্নাহ্ থেকে দলীল হল জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তা হল উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন একটি গ্রন্থ নিয়ে এলেন যা তিনি আহলে কিতাবদের কারো কাছে পেয়েছিলেন। তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করে শোনালেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেগে গিয়ে বললেনঃ

أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيًّا، ما وسعه إلا أن يتبعني

"হে ইবনুল খাত্তাব! তোমরা কি আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে পেরেশান? যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি তো শ্বেত-শুভ্র পরিচ্ছন্ন হুকুম নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা আহলে কিতাবদেরকে কোন কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না ; কেননা তারা তোমাদেরকে সত্য সংবাদ দিলে তোমরা তা মিথ্যা মনে করতে পার অথবা তারা কোন বাতিল খবর তোমাদেরকে দিলে তোমরা তা সত্য বলে ভাবতে পার। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি মূসা জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করার সাধ্য তার হতো না"। হাদীসটি আহমাদ, বাযযার, বায়হাকী ও অন্যান্য আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন[১]। সকল সনদ মিলে হাদীসটি হাসান (উত্তম)। হাদীসে ব্যবহৃত متهوكون শব্দটির অর্থ ঃ পেরেশান।

সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহর গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা চাহেত একটি পৃথক পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে কুরআনের ক্ষেত্রে কি আক্বীদা পোষণ করা ওয়াজিব তার বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

---

[১] মুসনাদে ইমাম আহমাদ (৩/৩৮৭), কাশফুল আসতার (১৩৪), শোআ'বুল ঈমান, বায়হাকী (১৭৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ বর্ণনা যে, তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কুরআন তা থেকে মুক্ত

আহলে কিতাব কর্তৃক আল্লাহর বাণীর বিকৃতি সাধন ঃ

আহলে কিতাবগণ তাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহের যে বিকৃতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছিলো সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে অবহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة:٧٥)

"তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে এমতাবস্থায় যে, তারা জানে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৭৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ (النساء:٤٦)

"ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে"। [সূরা আন-নিসা ঃ ৪৬]

নাসারাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ (المائدة:١٤-١٥)

"যারা বলে, 'আমরা নাসারা' তাদেরও অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার একাংশ তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমরা তাদের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি। আর

তারা যা করত আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। হে গ্রন্থধারীগণ! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তোমরা গ্রন্থের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে থাকেন"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ১৪-১৫]

এ আয়াতসমূহে এ প্রমাণ রয়েছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহের বিকৃতি সাধন করেছে। কখনো এ বিকৃতি সাধিত হয়েছে (গ্রন্থে নতুন কিছু) সংযোজনের মাধ্যমে এবং কখনো (গ্রন্থের কিছু) বাদ দেয়ার মাধ্যমে।

সংযোজনের দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (البقرة:٧٩)

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট হতে'। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে সে জন্য তাদের ধ্বংস"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৭৯]

বাদ দেয়ার দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ ﴾ (المائدة:١٥)

"হে গ্রন্থধারীগণ! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তোমরা গ্রন্থের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন "। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ১৫]

এবং আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَٰبَ الَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ (الأنعام:٩١)

"বলুন, কে নাযিল করেছে মূসার আনীত গ্রন্থ মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াতস্বরূপ, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও অনেকাংশ গোপন রাখ"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৯১]

তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সাধন এবং এর দলীল ঃ

ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তা ছিলো আহলে কিতাবগণ আল্লাহর বাণী ও গ্রন্থসমূহের যে বিকৃতি সাধন করেছিলো সংক্ষিপ্তভাবে তার বর্ণনা। তবে বিশেষভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলে যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে পুর্বে বর্ণিত কিছু দলীল ও অন্য আরো অনেক দলীল এর প্রমাণ বহন করছে।

তাওরাতে বিকৃতি সাধনের দলীলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الأنعام: ٩١)

"বলুন, কে নাযিল করেছে মূসার আনীত গ্রন্থ মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াতস্বরূপ, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল? বলুন, আল্লাহই; অতঃপর তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দিন তারা খেলা করতে থাকুক"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৯১]

আয়াতটির তাফসীরে এসেছে ঃ 'অর্থাৎ মূসা যে গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাকে কাগজের পাতায় রাখ; যাতে তোমরা এর যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধনসহ তাতে উল্লেখিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী গোপন করতে চাচ্ছ তা সম্পন্ন হয়'।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ (البقرة: ٧٥)

"তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৭৫]

সুদ্দী আয়াতটির তাফসীরে বলেন, 'তা হল তাওরাত, যাকে তারা বিকৃত করেছিল'। ইবনে যায়েদ বলেন, 'যে তাওরাত আল্লাহ তাদের উপর নাযিল করেছিলেন তারা তা বিকৃত করে ফেলে, এর মধ্যে বর্ণিত হালালকে তারা হারাম,

হারামকে হালাল, হককে বাতিল এবং বাতিলকে হকে পরিণত করে নিয়েছিল’।

আর ইঞ্জিলকে বিকৃত করার দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (المائدة:١٤-١٥)

“যারা বলে, ‘আমরা নাসারা’ তাদেরও অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার একাংশ তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমরা তাদের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি। আর তারা যা করত আল্লাহ্ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। হে গ্রন্থধারীগণ! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তোমরা গ্রন্থের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে থাকেন”। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ১৪-১৫]

শেষোক্ত আয়াতটির তাফসীরে তাফসীরবিদ ইমামদের কেউ বলেন, ‘অর্থাৎ তারা যার পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছিলো এবং যাকে প্রকৃত অর্থ হতে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছিলো ও এতে আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করেছিল, রাসূল তা বর্ণনা করে দেবেন। আর তারা এতে যে পরিবর্তন এনেছিলো তার বহু কিছু সম্পর্কে তিনি চুপ থাকবেন, তা বর্ণনায় কোন লাভ নেই’[১]।

তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হওয়ার উপর এ আয়াতগুলোতে প্রমাণ রয়েছে। এজন্যই মুসলিম ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি ও পরিবর্তনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বিকৃতি থেকে কুরআনের মুক্তি ও আল্লাহ্ কর্তৃক এর সংরক্ষণ এবং তার দলীল ঃ

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আলকুরআন তা থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর হেফাযত ও সংরক্ষণ দ্বারা সে সব কিছু থেকে তা সুরক্ষিত, যেমন আল্লাহ্ সে সম্পর্কে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৬৩)

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر:٩)

“আমরাই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক”। [সূরা আর-হিজর ঃ ৯]

ত্বাবারী আয়াতটির তাফসীরে বলেন ঃ ‘আল্লাহ্ বলেন, আমি অবশ্যই কুরআনের হেফাযত করব তাতে কোন বাতিল সংযোজিত হওয়া থেকে যা কোনক্রমেই কুরআনের অন্তর্গত নয়, অথবা তার কোন হুকুম, শাস্তি ও ফরযের কোন কিছুতে ঘাটতি সৃষ্টি করা থেকে’[১]।

অনুরূপভাবে আল্লাহ যে কুরআনকে সুদৃঢ় ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত করেছেন এবং সকল প্রকার বাতিল হতে তাকে মুক্ত রেখেছেন, সে সম্পর্কে অন্যান্য আয়াতসমূহে তিনি সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت:٤٢)

“কোন বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না - অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ”। [সূরা ফুস্‌সিলাত ঃ ৪২]

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন ঃ

﴿ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (هود:١)

“আলিফ-লাম-রা, এমন গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুবিন্যস্ত ও পরে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে বিশদভাবে বিবৃত”। [সূরা হুদ ঃ ১]

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ (القيامة:١٦-١٧)

“তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই”। [সূরা আল-কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৭]

কুরআন নাযিল হওয়া থেকে শুরু করে সকল প্রকার পরিবর্তন ও রূপান্তর থেকে

---

[১] তাফসীরে ইবনে জারীর (১৪/৭)

মুক্তাবস্থায় আল্লাহ নিজের কাছে তা উঠিয়ে নেয়ার অনুমতি দেয়া পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে তা যে আল্লাহর পরিপূর্ণ হেফাযতে রয়েছে এ আয়াতগুলোতে সে প্রমাণ বিদ্যমান; কেননা আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার ভার নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তার বক্ষে তা জমা করেন। আর কুরআনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে তার পবিত্র সুন্নায়। এরপর আল্লাহ একদল বিশ্বস্ত লোক প্রস্তুত করে দিয়েছেন যারা বক্ষে ও লিপিবদ্ধ করে কুরআনকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হেফাযত করেছে। ফলে কুরআন থেকে গেছে সকল প্রকার বাতিল হতে নিরাপদ ও মুক্ত, যা দেশ-কাল ভেদে ছোট বড় সকলেই পাঠ করে, টাটকা তাজাবস্থায় যেভাবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছিল।

ওলামাগণ এ স্থানে একটি সুক্ষ্ম রহস্য ও চমৎকার বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা তাওরাতে বিকৃতি সংঘটিত হতে পারা এবং কুরআনে তা সংঘটিত হতে না পারার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমনটি আবু 'আমর আদ-দানী বর্ণনা করেছেন আবুল হাসান আল-মুন্তাব থেকে। তিনি বলেছেন ঃ 'আমি একদিন কাযী আবু ইসহাক ইসমা'ঈল ইবনে ইসহাকের কাছে ছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হল ঃ তাওরাত অনুসারীদের উপর পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারটি কেন ছাড়পত্র পেল অথচ কুরআন অনুসারীদের কাছে তা পেল না? কাযী সাহেব বললেন, মহান আল্লাহ তাওরাত গ্রন্থধারীদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾ (المائدة:٤٤)

"কারণ তাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ সংরক্ষন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৪]

আল্লাহ হেফাযতের ভারটি তাদের উপর অর্পণ করেছেন। ফলে তাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অথচ কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾ (الحجر:٩)

"আমরাই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক"। [সূরা আল-হিজর ঃ ৯] ফলে কুরআন অনুসারীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারেনি'। আবু 'আমর বললেন, এরপর আমি আবু আবদুল্লাহ আল-মুহামেলীর কাছে গেলাম। তাকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, 'আমি এর চেয়ে সুন্দর কথা আর শুনিনি'।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কুরআনের উপর ঈমান ও এর বৈশিষ্ট্য

কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর সংজ্ঞা এবং শেষোক্ত দু'টির মধ্যে পার্থক্য ঃ

কুরআন কারীম হল আল্লাহর বাণী যা তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে (আমাদের জানা) কোন অবয়ব ছাড়াই এবং তিনি স্বীয় রাসূলের উপর ওহীরূপে তা অবতীর্ণ করেছেন। আর মু'মিনগণও তেমনিভাবে একে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, তা প্রকৃতই আল্লাহর বাণী, যা জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে শুনেছেন এবং এর শব্দ ও অর্থসহ আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা নাযিল করেছেন। মুতাওয়াতির পন্থায়[১] তা বর্ণিত, একীন ও প্রত্যয় সৃষ্টি করে, মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ এবং সকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষিত[২]।

আর হাদীসে কুদসী হল যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দ ও অর্থসহ স্বীয় প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা আমাদের কাছে অল্পসংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, কিংবা মুতাওয়াতির পন্থায় বর্ণিত হয়েছে, তবে মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারটি কুরআনের সমপর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

এর উদাহরণ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আবু যর গিফারীর হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মহান প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করে

---

[১] মুতাওয়াতির হল সে বর্ণনা যা এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয় যে, বর্ণিত বিষয়ে তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা অসম্ভব। ফলে বর্ণনাটি সকল সন্দেহের ঊর্ধে উঠে যায় এবং তাতে দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থা জন্মে -অনুবাদক।

[২] শরহ আলআক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়্যাহ (১/১৭২), মাবাহিস ফী 'উলুমুল কুরআন, মান্না' আলকাত্তান (পৃঃ ২১), কাওয়া'য়েদুত তাহদীস, জামালুদ্দীন আলকাসেমী (পৃঃ ৬৫)

দিয়েছি। সুতরাং তোমরা যুলুম করো না"[১]।

হাদীসে নববী হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে যে কথা, কাজ, মৌন সম্মতি অথবা গুণাবলীর সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়[২]।

কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য হল ঃ কুরআনের তেলাওয়াত ইবাদাত হিসাবে গণ্য, এর শব্দমালা মু'জিযা স্বরূপ যদ্বারা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। অযু নেই এমন ব্যক্তির জন্য তা স্পর্শ করা, অপবিত্র ব্যক্তি ও অনুরূপ কারোর জন্য তা তেলাওয়াত করা এবং (শব্দ বাদ দিয়ে শুধু) এর অর্থ রেওয়ায়েত করা হারাম। নামাযে তা পাঠ করা অপরিহার্য। এর পাঠককে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একটি নেকী দেয়া হবে এবং প্রত্যেক নেকী দশ নেকীতে পরিণত হবে। হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী এর ব্যতিক্রম; কেননা এ দু'টি তদনুরূপ নয়।

আর হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য হল ঃ হাদীসে কুদসীর শব্দ ও অর্থ দু'টোই আল্লাহর বাণীর অন্তর্গত, যা হাদীসে নববীর বিপরীত; কেননা হাদীসে নববী শব্দ ও অর্থের দিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর অন্তর্গত। আর হাদীসে কুদসী হাদীসে নববীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কেননা আল্লাহর বাণী সৃষ্টিজগতের বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ[৩]।

কুরআনের প্রতি ঈমানের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইতিপূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানের রুকনসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যখন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের রহিতকারী, সেগুলোর সত্যাসত্যের নিরূপক এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ ও তার উপর এ গ্রন্থ নাযিলের পর জ্বিন-ইনসান সকলের জন্য তা দ্বারা ইবাদাত পালন করা অপরিহার্য, তখন এ গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারটি অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ দ্বারা মহিমান্বিত। গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছিলো সেগুলো ছাড়াও কুরআনের প্রতি ঈমান পূর্ণ হওয়ার

---

[১] এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (হাদীস নং ২৫৭৭)

[২] মুস্তালাহুল হাদীস, ইবনে উসাইমীন পৃঃ৭, কাওয়ায়েদুস তাহদীস, কাসেমী (পৃঃ ৬১-৬২)

[৩] কাওয়া'য়েদুত তাহদীস, কাসেমী (পৃঃ ৬৫-৬৬)

জন্য আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ থাকা অত্যন্ত জরুরী। এ সব বৈশিষ্ট্য হল ঃ

১. এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কুরআনের দাওয়াত ব্যাপক এবং কুরআন যে শরীয়ত নিয়ে এসেছে তা জ্বিন ও ইনসান এ দু' জাতির সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর প্রতি ঈমান না এনে তাদের কোন গত্যন্তর নেই এবং এতে যা কিছু শরীয়তসম্মত করা হয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত করার সাধ্য তাদের নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان:١)

"কত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন"। [সূরা আল-ফুরকান ঃ ১]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় সংবাদ দিয়ে আরো বলেন ঃ

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ (الأنعام:١٩)

"আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এদ্বারা সতর্ক করতে পারি"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ১৯]

আল্লাহ তা'আলা জ্বিন সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন ঃ

﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ (الجن:١-٢)

"আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথনির্দেশ করে; তাই আমরা তার উপরা ঈমান এনেছি"। [সূরা আল-জ্বিন ঃ ১-২]

২. এ বিশ্বাস করা যে, কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব কুরআন নাযিলের পরে আহলে কিতাবগণ ও অন্য কারো জন্য কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত করা জায়েয নেই। অতএব কুরআন যা নিয়ে এসেছে তা ছাড়া অন্য কোন দ্বীন নেই এবং আল্লাহ কুরআনে যা প্রণয়ন করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন ইবাদাত নেই। কুরআনে যা হালাল করা হয়েছে তা ছাড়া কোন হালাল নেই এবং কুরআনে যা হারাম করা হয়েছে তা ছাড়া কোন হারাম নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران:٨٥)

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (النساء:١٠٥)

"আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১০৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তার সাহাবাদেরকে আহলে কিতাবদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে নিষেধ করেছিলেন জাবের ইবনে আবদুল্লার হাদীসে সে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সেখানে তার এ বাণী রয়েছে ঃ

... والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني

"... যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি মূসা জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ব্যতীত তার আর কোন অবকাশ ছিলো না"[১]।

৩. আল-কুরআন যে শরীয়ত নিয়ে এসেছে তা হল উদার এবং সহজ। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শরীয়ত ছিলো এর বিপরীত; কেননা সে সব শরীয়তে ছিলো বহু গুরুভার ও এমন সব শৃংখল যা সে শরীয়তের অনুসারীদের উপর আরোপ করে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الأعراف:١٥٧)

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও অপবিত্র

---

[১] ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন মুসনাদে (৩/৩৮৭), তিনি ছাড়া অন্যরাও এটি বর্ণনা করেন।

বস্তু হারাম করেন, আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৭]

৪. আল্লাহর গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআনই একমাত্র সেই গ্রন্থ যার শব্দ এবং অর্থকে আল্লাহ শাব্দিক ও অর্থের দিক দিয়ে বিকৃতি হতে হেফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر:٩)

"নিশ্চয়ই আমরা কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক"। [সূরা আল-হিজরঃ৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت:٤٢)

"কোন বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না - অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ"। [সূরা ফুস্‌সিলাত ঃ ৪২]

আল্লাহ তা'আলা যেমনটি চেয়েছেন এবং প্রণয়ন করেছেন সে অনুযায়ী কুরআনকে ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট করার নিজ দায়িত্বের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (القيامة:١٧-١٩)

"এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমাদেরই"। [সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ঃ ১৭-১৯]

ইবনে কাসীর শেষের আয়াতটির তাফসীরে বলেন ঃ'অর্থাৎ কুরআনকে হেফাযত ও তেলাওয়াত করার পর আমি তা আপনার জন্য বর্ণনা করি, স্পষ্ট করে দেই এবং আমার ইচ্ছা ও প্রণীত শরীয়ত অনুযায়ী এর অর্থ আপনাকে জানিয়ে দেই'। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থকে হেফাযত করার জন্য সুপন্ডিত ওলামাদের মধ্য থেকে এমন লোকদের প্রস্তুত করে দিয়েছেন যারা উত্তমভাবে এ দায়িত্ব পালন করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে আজ পর্যন্ত। তারা কুরআনের শব্দকে হেফাযত করেছেন, এর অর্থ উপলদ্ধি করেছেন এবং কুরআন অনুযায়ী

আমলের উপর তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা কুরআনকে হেফাযত করার ও কুরআনের খেদমাত করার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বড় বড় গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তাদের কেউ সংকলন করেছেন কুরআনের তাফসীর, কেউ সংকলন করেছেন এর লিখন ও পঠন পদ্ধতি, কেউ এর সুস্পষ্ট ও অবোধগম্য বিষয়গুলোকে সংকলিত করেছেন, কেউ সংকলন করেছেন এর মক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহ, কেউ কুরআন থেকে হুকুম বের করার বিষয়টি সংকলন করেছেন, কেউ এর নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) সম্পর্কে লিখেছেন, কেউ লিখেছেন এর নাযিলের কারণসমূহ, কেউ সংকলন করেছেন এর উপমা ও প্রবচনসমূহ, কেউ এর মু'জিযা সম্পর্কে লিখেছেন, কেউ সংকলন করেছেন এর অপরিচিত শব্দমালা, আবার কেউ এর ই'রাব (বাক্যস্থিত পদ সম্পর্কিত আলোচনা) সংকলন করেছেন প্রভৃতি আরো সে সব ক্ষেত্র যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় গ্রন্থের হেফাযতকার্য সম্পন্ন হয়েছে ; কেননা তিনি তাঁর গ্রন্থ ও এর ইলমসমূহের খেদমাতের জন্য এ সকল ওলামাদেরকে প্রস্তুত করেছিলেন। ফলে কুরআন এমনই সংরক্ষিত থেকে যায় যে, তা ঠিক যেভাবে নাযিল হয়েছিলো সেরকম টাটকা ও সতেজ থেকে এর পঠন ও তাফসীর করার কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

৫. কুরআন কারীমে মু'জিযার বেশ কিছু দিক রয়েছে যাতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহও শরীক রয়েছে। সার্বিকভাবে কুরআন হল বিরাট মু'জিযা এবং আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী স্থায়ী প্রমাণ যদ্বারা আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রার হাদীস হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»

"আম্বিয়াগণের মধ্য হতে প্রত্যেক নবীকেই এমন নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে যার মত নিদর্শনের উপর মানুষ ঈমান এনেছিলো, আর ওহীরূপে আমাকে যা দেয়া হয়েছিলো তা আল্লাহ শুধূ আমার প্রতিই প্রেরণ করেছেন। আমি আশা করি কিয়ামাতের দিন আমিই নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনুসারী নিয়ে উপস্থিত হব"[১]।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৯৮১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৫২)

কুরআন মু'জিযা হওয়ার দিকসমূহের মধ্যে রয়েছে এর সুন্দর সংকলন, বিশুদ্ধতা ও হৃদয়গ্রাহীতা। মানব ও জ্বিনের উদ্দেশ্যে কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ কিংবা এর কিয়দংশ নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো তিনটি স্তরে ঃ

কুরআনের অনুরূপ নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু তারা অপারগ হয়ে তা করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ۝ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ﴾ (الطور:٣٣-٣٤)

"তারা কি বলে, 'এ কুরআন তার নিজের রচনা'? বরং তারা ঈমান রাখে না। তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এর মত কোন বক্তব্য তারা উপস্থিত করুক না!" [সূরা আত-তূর ঃ ৩৩-৩৪]

আল্লাহ তা'আলা এ কাজে তাদের অপারগতা নিশ্চিত করে বলছেন ঃ

﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء:٨٨)

"বলুন, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং যদি তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে, তবু তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৮৮]

এরপর তিনি তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ দশটি সূরা নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। কিন্তু তারা এতেও সমর্থ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ (هود:١٣)

"তারা কি বলে,'তিনি নিজে তা রচনা করেছেন'? বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার ডেকে নাও"। [সূরা হুদ ঃ ১৩]

এরপর তৃতীয়বার তাদেরকে কুরআনের একটি সূরার অনুরূপ নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু তারা তাও পারল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ (يونس:٣٨)

"তারা কি বলে,'তিনি তা রচনা করেছেন'? বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"। [সূরা ইউনুস ঃ ৩৮]

এদ্বারা কুরআনের মু'জিযা সবচেয়ে সুন্দর ও সুদৃঢ় পন্থায় সাব্যস্ত হল। কেননা কুরআনের একটি সূরার অনুরূপ নিয়ে আসার সর্বনিম্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সৃষ্টি অপারগ হল। অথচ কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা হল তিন আয়াতবিশিষ্ট।

৬. মানুষের দ্বীন, দুনিয়া, জীবিকা ও আখিরাতের যত কিছুর প্রতি সে মুখাপেক্ষী আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তার সব কিছুই বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

(النحل:٨٩)

"আর আমরা আপনার উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বস্তুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত, করুণা ও সুসংবাদস্বরূপ"। [সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৮৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ﴾ (الأنعام:٣٨)

"এ গ্রন্থে আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি"। [সূরা আল-আন'আম ঃ ৩৮]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এ কুরআনে সকল জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কুরআনে আমাদের জন্য সব কিছু বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে'।

৭. আল্লাহ তা'আলা উপদেশ গ্রহণকারী ও চিন্তাশীলের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। এটা তার সবচেয়ে মহান বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ (القمر:١٧)

"অবশ্যই উপদেশ গ্রহণের জন্য আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" [সূরা আল-কামার ঃ ১৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾ (ص:٢٩)

"এ এক কল্যাণময় গ্রন্থ, আমরা তা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ"। [সূরা সাদঃ২৯]

মুজাহিদ প্রথম আয়াতটির তাফসীরে বলেনঃ 'অর্থাৎ এর পঠনকে আমি সহজ করে দিয়েছি'। আর সুদ্দী বলেনঃ 'আমরা এর তেলাওয়াতকে জিহ্বার জন্য সহজ করে দিয়েছি'। ইবনে আব্বাস বলেনঃ 'যদি আল্লাহ মানুষের বাকযন্ত্রের উপর একে সহজ করে না দিতেন, তাহলে সৃষ্টির কেউই আল্লাহর বাণী উচ্চারণ করতে সমর্থ হতো না'[১]। ত্বাবারী এবং তাফসীরের ইমামদের আরো অনেকে উল্লেখ করেন যে, কুরআনকে সহজকরণের বিষয়টিতে শামিল রয়েছে তেলাওয়াতের জন্য এর শব্দকে সহজ করা এবং চিন্তাভাবনা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য এর অর্থকে সহজ করা[২]। আর কুরআনও মূলতঃ এরকমই, যেমনটি এ ব্যাপারে লক্ষ্য করা গেছে।

৮. কুরআনে আরো সন্নিবেশিত আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষার সারাংশ ও রাসূলগণের শরীয়তসমূহের মৌলিক দিকগুলো। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (المائدة:٤٨)

"আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপকরূপে"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ﴾ (الشورى:١٣)

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৮/৫৬৩)

[২] তাফসীরে ইবনে জারীর (২৭/৯৬)

“তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই সব হুকুম প্রণয়ন করেছেন যার নির্দেশ দিয়েছেন নূহকে, আর যা আপনার প্রতি আমরা ওহী হিসাবে প্রেরণ করেছি, এবং যার নির্দেশ আমরা ইব্‌রাহীম, মুসা ও ‘ঈসাকে দিয়েছিলাম এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীন (তথা যাবতীয় আক্বীদা ও আহকাম) প্রতিষ্ঠা কর এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়োনা”। [সূরা আশ-শুরাঃ১৩]

৯. কুরআনে রয়েছে রাসূলগণ ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস এবং এর এমন বিশদ ব্যাখ্যা আগের কোন গ্রন্থে যার জুড়ি মেলে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ (هود: ١٢٠)

“রাসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমরা আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্বারা আমরা আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি”। [সূরা হুদ ঃ ১২০]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ (هود: ١٠٠)

“এটা জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমরা আপনার নিকট বর্ণনা করছি। সে জনপদের কিছু এখনো বিদ্যমান এবং কিছু নির্মূল হয়েছে”। [সূরা হুদ ঃ ১০০]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ (طه: ٩٩)

“পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমরা এভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করি এবং আমরা আমাদের নিকট হতে আপনাকে দান করেছি উপদেশ”। [সূরা ত্বাহা ঃ ৯৯]

১০. নাযিলের দিক থেকে কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ এবং অন্য গ্রন্থসমূহের উপর সাক্ষী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ * مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ (آل عمران: ٣-٤)

“তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল - ইতিপূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য। আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন”।

[সূরা আলে-ইমরান ঃ ২-৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

(المائدة:٤٨)

"এবং আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপকরূপে"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৪৮]

এ হল অন্যান্য গ্রন্থসমূহের উপর কুরআন কারীমের কিছু বৈশিষ্ট্য যার প্রতি বিশ্বাস রেখে ইলম ও আমলের দিক থেকে একে বাস্তবায়ন না করলে কুরআনের প্রতি ঈমান বাস্তবায়িত হয় না। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলগণের উপর ঈমান

এতে রয়েছে এগারটি পরিচ্ছেদ ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলগণের উপর ঈমান আনয়নের হুকুম ও এর দলীল

আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন এ দ্বীনের যে সকল শিরোধার্য বিষয়সমূহ রয়েছে তার একটি এবং ঈমানেরও একটি মহান রুকন। কুরআন ও সুন্নার দলীলসমূহ এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا﴾ (البقرة:٢٨٥)

"বলুন, রাসূল ঈমান এনেছেন তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২৮৫]

ঈমানের যে সকল রুকনসমূহের প্রতি রাসূল ও মু'মিনগণ ঈমান এনেছিলেন সে সবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলগণের প্রতি ঈমানের বিষয়টি উল্লেখ করলেন এবং এ কথা বর্ণনা করলেন যে, রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে তারা তাদের মধ্যে এমন তারতম্য সৃষ্টি করে না, যাতে তাদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে অন্য কয়েকজনের প্রতি তারা ঈমান আনবে। বরং তারা তাদের সকলের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করে।

রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নকে যারা পরিত্যাগ করে আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে তাদের হুকুম বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا﴾

(النساء:١٥٠-١٥١)

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানে) পার্থক্য সূচিত করতে চায় এবং বলে, আমরা কতকের

উপর ঈমান আনি এবং কতেককে অস্বীকার করি। আর তারা এর মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়। এরাই প্রকৃত কাফির"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৫০-১৫১]

যে ব্যক্তি রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা তাদের কয়েকজনের প্রতি ঈমান এনে এবং কয়েকজনকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করে তার ক্ষেত্রে আল্লাহ কুফ্র শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এরাই প্রকৃত কাফির অর্থাৎ কুফ্র বাস্তবায়িত হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয়েছে। আবার এর বিপরীতে আল্লাহ একই প্রসঙ্গে ঈমানদারগণ যে বিশ্বাসের উপর রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (النساء:١٥٢)

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না, অচিরেই তাদেরকে তিনি তাদের পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৫২]

তিনি তাদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর সকল রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, রাসূলগণের কারো উপর ঈমান এনে ও কাউকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে কোন তারতম্য সৃষ্টি না করেই। তারা শুধু এ বিশ্বাসই পোষণ করে যে, এরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত।

কুরআন যেরূপ প্রমাণ বহন করছে একইভাবে সুন্নাও এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করছে যে, রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানেরই একটি রুকন। এ বিষয়ে 'ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান' এর পরিচ্ছেদে স্পষ্ট বক্তব্যসহ পূর্বোল্লেখিত হাদীসে জিবরীল প্রমাণ বহন করছে। তাতে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস সালামের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ..»

"তা হল আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতের প্রতি আপনার ঈমান আনয়ন....."[১] আল-হাদীস। তিনি এখানে রাসূলগণের প্রতি

---

[১] দেখুন পৃঃ ১৪২-১৪৪।

ঈমানকে ঈমানের অন্যান্য রুকনসমূহের সাথে উল্লেখ করেছেন যা বাস্তবায়ন করা এবং বিশ্বাস করা মুসলমানদের কর্তব্য।

রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়কালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর মধ্যে বলতেন ঃ

اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض، ولـــك الحمـــد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعـــدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق..

"হে আল্লাহ আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনি আকাশসমূহ ও যমীনের জ্যোতি। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনি আকাশসমূহ ও যমীনের ধারক। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনি আকাশসমূহ ও যমীন এবং এতদুভয়ে যারা রয়েছে তাদের প্রতিপালক। আপনি সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার কথা সত্য, আপনার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, কিয়ামাত সত্য..."[১]।

অতএব নবীগণ যে সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সাক্ষ্য আল্লাহর প্রতি, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রতি এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ন্যায় ঈমানের মহান যে সব মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে তারই অন্তর্গত। আর তার দো'আয় ও রাতের কিয়ামে তা পেশ করাই রাসূল ও আম্বিয়াগণের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব ও দ্বীনে এ ঈমানের মর্যাদার প্রমাণ বহন করছে।

অতএব এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেল যে, রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন অপরিহার্য, এ দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহের অন্তর্গত এবং ঈমানের সবচেয়ে মহান বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি। আর যে ব্যক্তি রাসূলগণকে কিংবা তাদের কোন একজনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে সে ঈমানের এ মহান রুকনটিকে অস্বীকারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত কাফির।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৪৯৯)

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলাফল ঃ

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ব্যাপারটি নিশ্চিত হলে মু'মিন ব্যক্তির উপর তা অনেক উত্তম প্রভাব এবং সুন্দর ফলাফল রেখে যায়। তম্মধ্যে রয়েছে ঃ

১. সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ; কেননা তিনি হেদায়াত ও দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য তাদের কাছে ঐ সকল সম্মানিত রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন।

২. এ বিশাল নেয়ামত লাভের ফলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

৩. রাসূলগণকে ভালবাসা, সম্মান করা ও তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের প্রশংসা জ্ঞাপন ; কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তাঁর বান্দাদের সারাংশ। এছাড়াও তারা সৃষ্টির কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার ও স্বীয় জাতির লোকদেরকে নসীহত করার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাদের কষ্টদানের উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবী ও রাসূলের সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

অভিধানে 'নবী' শব্দটি আরবী النبأ থেকে গৃহীত, যার অর্থ হল বড় উপকারী সংবাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ❁ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ (النبأ: ١-٢)

"এরা একে অপরের নিকট কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই মহাসংবাদ সম্পর্কে" [সূরা আন-নাবা ঃ ১-২]

আর নবীকে এজন্যই নবী বলা হয় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদপ্রাপ্ত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করেন। তিনি তাই সংবাদপ্রাপ্ত ও সংবাদদাতা।

কেউ কেউ বলেন, নবী النباوة থেকে গৃহীত, যার অর্থ হল উঁচু বস্তু। এ অর্থে নবীকে নবী এজন্যই বলা হয়েছে যে, সকল মানুষের চেয়ে তার মর্যাদা উচ্চে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ (مريم: ٥٧)

"আমরা তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়"। [সূরা মারইয়াম ঃ ৫৭]

আর 'রাসূল' শব্দটি আরবী الإرسال থেকে গৃহীত, যার অর্থ প্রেরণ করা, পাঠানো। আল্লাহ তা'আলা সাবা' জাতির রাণী সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন ঃ

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (النمل: ٣٥)

"আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে"। [সূরা আন-নামল ঃ ৩৫]

ওলামাগণ নবী ও রাসূল এ দু'টোর প্রত্যেকটির শরয়ী সংজ্ঞার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। অনেকগুলো মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মত হল ঃ

নবী হলেন তিনি যার কাছে আল্লাহ এমন বিষয়ে ওহী প্রেরণ করেছেন যা তিনি

নিজে করবেন ও মু'মিনদেরকে করার নির্দেশ দেবেন।

আর রাসূল হলেন ঐ ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী ব্যক্তির কাছে তাকে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি আল্লাহর রিসালাত পৌঁছিয়ে দেন।

এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ

নবী হলেন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর আদেশ ও নিষেধের সংবাদ জানিয়ে দেন যাতে তিনি মু'মিনদেরকে সম্বোধন করেন ও সে অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি কাফিরদেরকে সম্বোধন করেন না এবং তাদের কাছে প্রেরিতও হন না।

অন্যদিকে রাসূল হলেন সে ব্যক্তি যাকে কাফির এবং মু'মিন সকলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে তিনি তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেন ও তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করার প্রতি আহ্বান করেন।

রাসূলের জন্য এমন শর্ত নেই যে, তিনি নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসবেন ; কেননা ইউসুফ ছিলেন ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর, আর দাউদ ও সুলাইমান দু'জনই ছিলেন তাওরাতের শরীয়তের উপর, অথচ এরা প্রত্যেকেই ছিলেন রাসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ﴾ (غافر: ٣٤)

"পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; কিন্তু তিনি তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে সর্বদা সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, 'তার পরে আল্লাহ আর কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না'। [সূরা গাফির ঃ ৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

(النساء: ١٦٣-١٦٤)

"আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি। ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ, 'ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর। অনেক রাসূলের কথা আমরা আপনাকে পূর্বে বলেছিলাম এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনাকে বলিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছিলেন"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৬৩-১৬৪]

কখনো নবীর ক্ষেত্রে রাসূল শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ﴾ (الحج: ٥٢)

"আর আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই (অহীর কিছু) তেলাওয়াত করেছে তখনই শয়তান তাদের তেলাওয়াতে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে"। [সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫২]

মহান আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। এর বিবরণ হল এই যে, আল্লাহ তা'আলা নবীকে কোন একটি বিষয়ের দিকে মু'মিনদেরকে আহ্বান করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত। কিন্তু এ প্রেরণ সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট। আর ব্যাপক প্রেরণ হল রাসূলগণকে মু'মিন ও কাফিরসহ সৃষ্টির সকলের প্রতি প্রেরণ করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলগণের উপর ঈমান আনয়নের পদ্ধতি

রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হল আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুন্নায় সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে তাদের সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে বিশ্বাস করা।

আর (তাদের প্রতি) সংক্ষিপ্ত ঈমান হল ঃ

এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে আহ্বান করেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার প্রতি যার কোন শরীক নেই এবং আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করার প্রতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ٣٦)

"আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ ৩৬]।

আর এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণও যে, তারা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী, পুণ্যবান, বুদ্ধিমান, সম্মানিত, সদাচারী, মুত্তাকী, বিশ্বস্ত, সুপথ প্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (يس: ٥٢)

"দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন"। [সূরা ইয়াসীনঃ৫২]

আল্লাহ তা'আলা বড় এক দল নবী ও রাসূলগনের কথা উল্লেখ করার পর বলেন ঃ

﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (الأنعام:٨٧-٨٨)

"এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভাইদের কতেককে, আর আমরা

তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। এটা আল্লাহর হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন"। [সূরা আল-আন'আমঃ৮৭-৮৮]

এবং এ বিশ্বাস করা যে, তারা সকলেই স্পষ্ট সত্য ও সুস্পষ্ট হেদায়াতের উপর ছিলেন। জাতির লোকদের কাছে স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে তার প্রমাণ নিয়ে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের ভাষায় তাদের কাহিনী বর্ণনা করে বলেনঃ

﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ (الأعراف: ٤٣).

"আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো অবশ্যই সত্য নিয়ে এসেছিলেন"। [সূরা আল-আ'রাফঃ৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

(الحديد:٢٥)

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি গ্রন্থ ও ন্যায়দন্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে"। [সূরা আল-হাদীদঃ২৫]

এ বিশ্বাসও রাখা যে, তাদের মূল দাওয়াত ছিলো একটিই। তা হল আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান। তবে তাদের শরীয়ত ছিলো বিভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَاعْبُدُونِ﴾

(الأنبياء:٢٥)

"আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন হক্ব ইলাহ্ নেই সুতরাং আমারই ইবাদাত কর। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ২৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: ٤٨)

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা শরীয়ত ও পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি”। [সূরা আল-মায়িদাহঃ৪৮]

আর এ বিশ্বাসও রাখা যে, তাদেরকে যে রিসালাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো তারা এর সমস্তই সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে সৃষ্টির উপর হুজ্জত ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن:٢٨)

“যেন তিনি জানেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রিসালত (বাণী) পৌছিয়ে দিয়েছেন কিনা এবং রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর আয়ত্বাধীন, আর তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন”। [সূরা আল-জ্বিনঃ২৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (النساء: ١٦٥)

“সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণ আসার পরে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন প্রমাণ না থাকে”। [সূরা আন-নিসাঃ১৬৫]

এ ঈমান রাখা ওয়াজিব যে, রাসূলগণ সৃষ্ট মানব ছিলেন। রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের কোন বৈশিষ্ট্য তাদের ছিলো না। তারা আল্লাহর এমন বান্দাই শুধু ছিলেন যাদেরকে তিনি রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

(إبراهيم: ١١)

“তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত, আমরা কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন”। [সূরা ইব্‌রাহীমঃ১১]

আল্লাহ তা'আলা নূহ সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (هود: ٣١)

“আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, আর আমি গায়েবও জানি না । আমি এও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা। [সূরা হুদঃ৩১]

মহান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ

দেন যেন তিনি স্বীয় জাতিকে বলেন ঃ

﴿ قُلْ لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ﴾ (الأنعام: ٥٠)

"বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা। আমার প্রতি যা ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। [সূরা আল-আন'আমঃ৫০]

রাসূলগণ সম্পর্কে আরো যে আক্বীদা পোষণ করা আবশ্যক তা হল তারা আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও সহযোগিতাপ্রাপ্ত এবং তাদের ও তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে সুপরিণাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴾ (غافر: ٥١)

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণ ও মু'মিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব"। [সূরা গাফিরঃ৫১]

অনুরূপভাবে রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যে বিশ্বাস রাখাও আবশ্যক, যেমনটি মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন স্বীয় বাণীতে ঃ

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ (البقرة: ٢٥٣)

"সে রাসূলগণ তাদের একের উপর অন্যকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৩]

অতএব এ সব কিছু এবং রাসূলগণ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় সাধারণভাবে যতকিছু এসেছে তার প্রতি সংক্ষিপ্তরূপে ঈমান রাখা ওয়াজিব।

আর (তাদের প্রতি) বিস্তারিত ঈমান হল ঃ

তাদের মধ্য হতে যাদের নাম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুন্নায় উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করা যেভাবে তাদের নাম, সংবাদ, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কথা দলীলসমূহে এসেছে।

নবী ও রাসূলগণের মধ্যে কুরআনে যাদের উল্লেখ এসেছে তারা হলেন পঁচিশ জন। তাদের মধ্যে আঠার জনের উল্লেখ এসেছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে ঃ

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام:٨٣-٨٦)

"আর এটাই আমাদের যুক্তি-প্রমাণ যা আমরা ইব্‌রাহীমকে দিয়েছিলাম তার জাতির মোকাবেলায়, যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমরা উন্নীত করি, নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। আর আমরা তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, এদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়েছিলাম। পূর্বে নূহকেও আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম, এবং তার বংশধর দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করি। আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা এবং ইলিয়াসকেও হেদায়াত দিয়েছিলাম। এরা প্রত্যেকেই সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। এবং ইসমা'ঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকেও। আর তাদের প্রত্যেককে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম বিশ্ব জগতের উপর"। [সূরা আল-আন'আমঃ৮৩-৮৬]

আর বাকী রাসূলগণের উল্লেখ এসেছে কুরআনের অন্যান্য স্থানে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (الأعراف:٦٥)

"আর আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-আ'রাফঃ৬৫]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (الأعراف: ٧٣)

"আর সামূদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-আ'রাফঃ৭৩]

তিনি বলেন ঃ

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (الأعراف: ٨٥)

"আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট আমি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-আ'রাফঃ৮৫]

তিনি বলেন ঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا﴾ (آل عمران:٣٣)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম এবং নূহকে মনোনীত করেছিলেন"। [সূরা আলে ইমরানঃ৩৩]

তিনি বলেন ঃ

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنبياء:٨٥)

"এবং স্মরণ করুন ইসমা'ঈল, ইদ্রীস ও যুলকিফলের কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ৮৫]

তিনি বলেন ঃ

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ٢٩)

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল"। [সূরা আল-ফাতহঃ২৯]

সুতরাং এ নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে যেরূপ অবহিত করেছেন সেরূপ তাদের প্রত্যেকের জন্য নবুওয়াত কিংবা রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক।

অনুরূপভাবে যে সকল দলীলে তাদের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও সংবাদের উল্লেখ এসেছে সেগুলোর বিশুদ্ধতার প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ কর্তৃক ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়া সাল্লাম এ দু'জনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ; কেননা আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء: ١٢٥)

"আর আল্লাহ ইব্‌রাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন"। [সূরা আন-নিসাঃ১২৫]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন যেভাবে ইব্‌রাহীমকে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন"। ইমাম মুসলিম এ হাদীস সংকলন করেন[১]।

আরো যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেছিলেন; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ (النساء: ١٦٤)

"আর আল্লাহ মূসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন"। [সূরা আন-নিসাঃ১৬৪]।

অনুরূপভাবে পাহাড় ও পাখিদেরকে দাউদের অধীনস্ত করে দেয়া, এগুলো দাউদের তাসবীহ পাঠের সাথে তাসবীহ পাঠ করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧٩)

"আর আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা পবিত্রতা ঘোষণা করত, আমরাই ছিলাম এ সবের কর্তা"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৭৯]

এবং দাউদের জন্য লোহাকে নরম করে দেয়া হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ (سبأ: ١٠)

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পক্ষ হতে দাউদকে অনুগ্রহ করেছিলাম (এবং আদেশ করেছিলাম,) হে পর্বতমালা ! তোমরা তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখিদেরকেও (আদেশ করেছিলাম), আর তার জন্য আমরা নরম করে দিয়েছিলাম লোহাকে। [সূরা সাবাঃ১০]

আর বায়ুকে সুলাইমানের অধীনস্ত করে দেয়া হয়েছিল, তার নির্দেশে তা প্রবাহিত হতো। জ্বিনকেও তার অধীনস্ত করে দেয়া হয়, তিনি যা চাইতেন তার সামনে তারা তাই করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ (سبأ: ١٢)

"সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ূকে, যা প্রভাতে একমাসের পথ অতিক্রম

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৩২)

করত এবং সন্ধ্যায় একমাসের পথ অতিক্রম করত। আমরা তার জন্য গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম, তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কেউ কেউ তার সামনে কাজ করত"। [সূরা সাবাঃ১২]

আর পাখিদের ভাষা সুলাইমানকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ﴾ (النمل:١٦)

"আর সুলাইমান হয়েছিলেন দাঊদের উত্তরাধিকারী এবং তিনি বলেছিলেন হে মানুষ! আমাদেরকে পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেয়া হয়েছে"। [সূরা আন-নামলঃ১৬]।

অনুরূপভাবে স্বজাতির সাথে রাসূলদের যে সব ঘটনা ও তাদের মধ্যকার যে সব ঝগড়া-বিবাদের কথা এবং রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে সাহায্যের কাহিনী আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সেগুলোর প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনয়ন আবশ্যক। যেমন ফেরাউনের সাথে মূসার কাহিনী, স্বজাতির সাথে ইব্রাহীমের কাহিনী এবং নূহ, হুদ, সালেহ, শু'আইব, লূতের কাহিনী, আল্লাহ আমাদের কাছে ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ ও মিশরীদের সাথে ইউসুফের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, স্বজাতির সাথে ইউনুসের কাহিনী ইত্যাদি কুরআনে নবী ও রাসূলদের আরো যে সব ঘটনার বর্ণনা এসছে এবং অনুরূপভাবে সুন্নায়ও যা এসেছে সে সব কিছুর উপর বিস্তারিত ঈমান আনা। অতএব দলীলে ঠিক যেমনটি এসেছে সে অনুসারে বিস্তারিত ঈমান রাখা ওয়াজিব।

এভাবেই রাসূলগণের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ঈমান আনয়ন বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাসূলগণের প্রতি আমাদের করণীয়

উম্মাতের উপর রাসূলগণের অনেক বড় অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন, মহান উন্নত স্তরে তাদেরকে উপনীত করেছেন, তাদের উপর মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আর তাঁর ওহী ও শরীয়ত সমস্ত সৃষ্টি জগতের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে মনোনীত করেছেন। তাদের সে সমস্ত অধিকার সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্যতমঃ

১. তারা যা নিয়ে এসেছে সে ব্যাপারে তাদের সবাইকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে, তারা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে যা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা যাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন তাদের কাছে প্রচার করেছেন এবং এ ব্যাপারে রাসূলগণের মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য নিরূপণ না করা।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ﴾ (النساء: ٦٤).

"আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূলদের আনুগত্য করার জন্যই আমরা কেবলমাত্র রাসূলদের প্রেরণ করেছি"। [সূরা আন-নিসাঃ ৬৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ﴾

(المائدة: ٩٢).

"আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধানতা অবলম্বন কর, তারপর যদি তোমরা ফিরে যাও তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আমাদের রাসূলের দায়িত্ব হলো সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৯২]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ

﴿بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۞ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾

(النساء: الآية ١٥٠-١٥١)

"যারা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসলূগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং তারা বলেঃ আমরা কিছু স্বীকার করি, আর কিছু অস্বীকার করি। আর তারা এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফির। [সূরা আন-নিসাঃ ১৫০-১৫১]

সুতরাং রাসূলগণ যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। মূলতঃ তাদের উপর ঈমানের দাবীও তাই।

আর এটাও জানা আবশ্যক যে, সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পরে জ্বিন ও মানব কারো পক্ষেই পূর্ববর্তী কোন রাসূলের অনুসরণ করা জায়েয নেই; কেননা তার শরীয়তের আগমন ঘটেছে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর শরীয়তকে রহিত করে, ফলে আল্লাহ তাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার বাইরে কোন দ্বীন নেই, এ সম্মানিত নবী ব্যতীত আর কারো অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران:٨٥)

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ হতে কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হবে। [সূরা আলে-ইমরানঃ ৮৫]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبأ:٢٨)

"আমরা আপনাকে কেবলমাত্র সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, অথচ অনেক লোকরাই তা জানে না"। [সূরা সাবাঃ ২৮]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف:١٥٨).

"বলুন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল"।

[সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৮]

২. তাদের সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখা, তাদেরকে ভালবাসা, তাদের বিরোধিতা করা ও তাদের সাথে শত্রুতা করা থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (المائدة:٥٦).

"আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহর দল তো বিজয়ী হবেই"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫৬]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة:٧١)

"আর মু'মিন নর ও মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু"। [সূরা আত-তাওবাহঃ ৭১]

এ আয়াতে ঈমানদারদের গুণের মধ্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাকেও গণ্য করা হয়েছে, ফলে আল্লাহর রাসূলগণ যেহেতু সমস্ত ঈমানদারদের থেকে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেহেতু তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। সুতরাং দ্বীনের মধ্যে তাদের সুউচ্চ সম্মান ও মহান মর্যাদার কারণে মু'মিন হৃদয়ে অন্য সৃষ্টিজগতের চেয়ে তাদের প্রতি বেশী বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা ওয়াজিব। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের ও তাঁর ফিরিশ্তাদের সাথে শত্রুতা করাকে তাঁর রাসূলদের সাথে শত্রুতা পোষণের সমপর্যায়ে উল্লেখ করে উভয়ের শাস্তি ও পরিণাম একসাথে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴾

(البقرة:٩٨)

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাদের ও তাঁর রাসূলদের এবং জিবরীল ও মীকাইলের শত্রু, আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের শত্রু"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ৯৮]

৩. এ কথা বিশ্বাস করা যে, তারা সমস্ত মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি জগতের কেউ তাকওয়া ও যোগ্যতার দিক থেকে যত উপরেই উঠুক না কেন, তাদের মর্যাদায়

পৌঁছতে পারবে না; কেননা রিসালাতের গুরুদায়িত্ব আল্লাহর মনোনয়নের উপর নির্ভরশীল, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর দ্বারা বিশেষিত করেন। কোন প্রকার প্রচেষ্টা ও কর্ম দ্বারা তা পাওয়া যায় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحج:٧٥).

"আল্লাহ ফিরিশ্‌তা ও মানব জাতি হতে রাসূলদের মনোনীত করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা"। [সূরা আল- হাজ্জঃ ৭৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ﴾ (الأنعام:٨٣)

"আর তা আমাদের যুক্তি-প্রমাণ যা আমরা ইব্‌রাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়; যাকে আমরা ইচ্ছা করি তাকে মর্যাদায় উন্নীত করি"। [সূরা আল-আন'আমঃ৮৩]

নবী ও রাসূলদের এক বিরাট শ্রেণীকে উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام:٨٦).

"তাদের প্রত্যেককে আমরা সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি"। [সূরা আল-আন'আমঃ ৮৬] এ ধরনের আলোচনা এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টি জগতের কেউ রাসূলদের সমমর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

(لا ينبغي لعبدٍ أنْ يقولَ: أنا خيرٌ من يُونُس بْنِ مَتَّى)

"কোন বান্দার জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি 'মাত্তা'র পুত্র ইউনুসের থেকে উত্তম"[১]। বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪১৬), মুসলিম (হাদীস নং ২৩৭৬), বুখারীর শব্দ চয়নে।

(من قال أنا خير من يونس بن مَتَّى فقد كَذَبَ)

"যে কেউ বললঃ আমি 'মাত্তা'র ছেলে ইউনুসের চেয়ে উত্তম সে মিথ্যা বলল"[১]। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী বলেছেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি মূলতঃ ধমকের সুরে বলেছেন যাতে করে কোন মুর্খ লোক কুরআন কারীমে ইউনুস আলাইহিস সালামের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইউনুস আলাইহিস সালামের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন ধারণা না করে বসে'। আলেমগণ এও বর্ণনা করেছেন যে, 'ইউনুস আলাইহিস সালামের ব্যাপারে যা ঘটেছে তাতে তার নবুওয়াতের মর্যাদা সামান্য পরিমাণও কমেনি। ইউনুস আলাইহিস সালামকে বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার ঘটনাকে কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنبياء:٨٧، ٨٨).

"আর স্মরণ করুন, যুন-নুনের কথা, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন, এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না, তারপর তিনি অন্ধকারে এ আহবান করেছিলেন যে, আপনি ব্যতীত হক্ক কোন মা'বুদ নেই, আপনি কতইনা পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি'। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম, আর এভাবেই আমরা মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৮৭-৮৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ...﴾ الآيات (الصافات:١٣٩-١٤٨)

"নিশ্চয়ই ইউনুস রাসূলদের অন্তর্গত"। [সূরা আস্ সাফ্ফাতঃ ১৩৯] এর পরবর্তী ১৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত'।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৬০৪)।

৪. এ কথা বিশ্বাস করা যে, তাদের মধ্যে মান-মর্যাদাগত ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, তারা সবাই একই স্তরের নন বরং আল্লাহ তাদের কারো উপর অপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾

(البقرة:٢٥٣).

"এ রাসূলগণ, আমরা তাদের মধ্যে কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন"। [সূরা আল- বাকারাহঃ ২৫৩]

ইমাম ত্বাবারী এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এরা আমার রাসূল তাদের কারো উপর অপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের কারো সাথে আমি কথা বলেছি যেমন মূসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাদের কারো উপর অপর কাউকে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় বহুগুণ উন্নীত করেছি'। সুতরাং কুরআন ও সুন্নার দলীলের চাহিদা মোতাবেক তাদের প্রত্যেককে তার জন্য নির্দিষ্ট সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা উম্মাতের উপর তাদের অধিকার।

৫. তাদের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা, কারণ আল্লাহ তা'আলা তা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আল্লাহ এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলদের জন্য পরবর্তী উম্মাতদের পক্ষ হতে উত্তম প্রশংসা ও সালাম অবশিষ্ট রেখেছেন। মহান আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ (الصافات:٧٨-٧٩)

"আমরা তাকে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ৭৮-৭৯]

ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বলেছেনঃ

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الصافات:١٠٨-١٠٩)

"আমরা তাকে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি, ইব্‌রাহীমের উপর সালাম বর্ষিত হোক"। [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ১০৮-১০৯]

অনুরূপভাবে মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালাম সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِي ٱلۡأٓخِرِينَ ۞ سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ﴾ (الصافات:١١٩-١٢٠)

"আমরা তাদের দু'জনকে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি, মূসা ও হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। [সূরা আস্-সাফ্‌ফাতঃ ১১৯-১২০]

আরো বলেছেনঃ

﴿وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ (الصافات:١٨١)

"আর সমস্ত রাসূলদের উপর সালাম"। [সূরা আস- সাফ্‌ফাতঃ ১৮১]

ইবনে কাসীর বলেনঃ 'মহান আল্লাহর বাণীঃ "সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক" (আস-সাফ্‌ফাতঃ৭৯) এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো তাকে ভালভাবে স্মরণ ও তার উত্তম প্রশংসা অবশিষ্ট রাখা, কারণ যাবতীয় সম্প্রদায় তার উপর সালাম প্রেরণ করে। ইমাম 'নববী' সমস্ত নবীদের উপর সালাম দেয়া জায়েয হওয়া ও তা মুস্তাহাব হওয়ার উপর আলেমদের ইজ্‌মা তথা সর্বসম্মত মত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ 'তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়ার উপর একমত হয়েছেন, অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে যাবতীয় নবী ও ফিরিশ্‌তাদের উপরও দরূদ পড়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারেও যাদের ঐক্যমত গ্রহণযোগ্য তারা সবাই একমত হয়েছেন। কিন্তু নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্যদের উপর অধিকাংশ আলেমের মতে সরাসরি সালাত বা দরূদ পড়া যাবেনা।

উম্মতের উপর রাসূলদের কি কি অধিকার রয়েছে, কুরআন ও সুন্নার দলীল অনুসারে এবং আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে এখানে তার কিছু বর্ণনা করা হলো। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উলুল আয্‌ম তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূল বলতে বুঝায়ঃ অত্যন্ত সাবধানী ও ধৈর্য্যশীল রাসূলদেরকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (الأحقاف:٣٥).

"সুতরাং আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন যেমনটি ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ"। [সূরা আল-আহ্‌ক্বাফঃ ৩৫]

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূল বলতে সমস্ত রাসূলগণকেই বুঝানো হয়েছে। আর তখন ﴿ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ শব্দদ্বয়ের (مِنْ) দ্বারা কিছু সংখ্যক না বুঝিয়ে শ্রেণী বুঝানো উদ্দেশ্য হবে। ইবনে যায়েদ বলেনঃ 'সমস্ত রাসূলই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কেবলমাত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অত্যন্ত সাবধানী, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পূর্ণ বিবেকবান লোকদেরকেই নবী হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন'।

কেউ কেউ বলেনঃ তারা পাঁচজনঃ নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, 'ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম। ইবনে আব্বাস বলেনঃ 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূল হলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও 'ঈসা'। মুজাহিদ, 'আতা আল খোরাসানী ও এ মত পোষণ করেন আর পরবর্তী অনেক আলেম এ মত গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ এ পাঁচজনকে কুরআনের দু'টি স্থানে এক সাথে উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত মতের সমর্থনে এর দ্বারাই দলীল নেয়া হয়ে থাকে। প্রথমটি সূরা আল-আহযাবে, মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (الأحزاب:٧)

“আর স্মরণ করুন যখন আমরা নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার থেকেও এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ‘ঈসা থেকেও, আর তাদের নিকট থেকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। [সূরা আল-আহযাবঃ ৭]

দ্বিতীয়টি সূরা আশ-শুরায়, মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشورى:١٣)

“তিনি তোমাদের জন্য শরীয়ত হিসাবে প্রবর্তন করেছেন এমন এক দ্বীন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি আপনার নিকট ওহী করে পাঠিয়েছি, এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর, এতে মতভেদ করোনা। [সূরা আশ-শুরাঃ ১৩]

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ ‘তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলোঃ এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তাদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে কারণ তারা বিখ্যাত শরীয়তসমূহের ধারক বাহক, আর তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলদের অন্তর্গত।

আর এ পাঁচ জনই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসূল এবং বনী আদমের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিত্ব। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ “আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন পাঁচ জনঃ নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, ‘ঈসা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন মুহাম্মাদ, আল্লাহ তার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করুন, অনুরূপভাবে তাদের সবার উপরও দরূদ ও সালাম পাঠ করুন’[১]।

তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এর প্রমাণ ইমাম বুখারী কর্তৃক আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

---

[১] ইমাম বায্‌যার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, দেখুনঃ কাশফুল আসতার (৩/১১৪), ইমাম হাইছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ (৮/২৫৫), এবং বলেনঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনা কারী। ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে বলেনঃ বিশুদ্ধ সনদে, ইমাম যাহাবী তাঁর মত সমর্থন করেছেন, মুসতাদরাকঃ হাকিম (২/৫৪৬)।

(أنـــا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع)

"আমিই ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের নেতা, আর আমার কবরই প্রথম বিদীর্ণ হবে, আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমিই ঐ সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে"[১]।

---

[১] ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন (হাদীস নং ২২৭৮), আবু দাঊদ (৫/৩৮ হাদীস নং ৪৬৭৩)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহ, উম্মতের উপর তার অধিকারসমূহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা যে সত্য তার বর্ণনা

প্রথমতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

মহান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক বৈশিষ্ট্য ও সম্মানে বিশেষিত করে অন্যান্য রাসূলদের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে স্বতন্ত্র করেছেন। তম্মধ্যে রয়েছেঃ

১. তার রিসালাত জ্বিন ও মানব সবার জন্য; সুতরাং তাদের কারো পক্ষে তার অনুসরণ ও তার রিসালতের উপর ঈমান আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ﴾ (سبأ:٢٨)

"আমরা তো আপনাকে সমস্ত লোকের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি"। [সূরা সাবা'ঃ ২৮]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان:١)

"বরকতময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি সৃষ্টি জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন"। [সূরা আল- ফুরকানঃ ১]

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ এ আয়াতে (العالمين) 'আলআলামীন' দ্বারা জ্বিন ও মানবকে বুঝানো হয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

(فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق

كافة، وختم بي النبيون)

"আমাকে নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, আমাকে ব্যাপকার্থ বোধক পূর্ণ বাক্যসমূহ প্রদান করা হয়েছে, আমাকে (শত্রুদের মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য যমীনকে পবিত্র ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, আমাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা নবীদের ধারার পরিসমাপ্তি করা হয়েছে'[১]। ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)

'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এ উম্মাতের যে কেউ চাই সে ইয়াহুদী হোক বা নাছারা হোক আমার কথা শুনবে তারপর আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার উপর ঈমান না আনা অবস্থায় মারা যাবে সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে'[২]।

২. কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল, মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (الأحزاب:٤٠)

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী"। (সূরা আল-আহযাবঃ ৪০]

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ

(إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا

---

[১] ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন (হাদীস নং ৫২৩)।

[২] ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ১৫৩)।

موضــع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)

'আমার এবং আমার পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উদাহরণ হলো এমন লোকের মত যে একটি ঘর বানিয়ে তাকে সুন্দর পরিপাটি করেছে, এর এক কোণে এক ইট পরিমাণ স্থান ব্যতীত। ফলে মানুষ এ ঘরের পাশে ঘুরাফিরা করতে শুরু করল, এবং এ ব্যাপারে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলঃ কেন এ ইটটি রাখা হলোনা? তিনি বললেনঃ আমিই সে ইট, আর আমিই শেষ নবী'[১]।

এ সমস্ত কুরআন ও হাদীসের দলীল প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে এ বিশ্বাসের উপর উম্মাতের পূর্বাপর সবার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তারা এ ব্যাপারেও একমত হয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যে কেউ নবুওয়াতের দাবী করবে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। যদি সে তার দাবীর উপর অটল থাকে, তবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। আলূসী বলেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, রাসূলের হাদীসে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং এর উপর উম্মাতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীত দাবীদার কাফির বলে পরিগণিত হবে, যদি এর উপর অটল থাকে তাকে হত্যা করা হবে'।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাকে সবচেয়ে বড় মু'জিযা ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে সাহায্য করেছেন, আর তা হচ্ছে মহান কুরআন, যা আল্লাহর বাণী, যাবতীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত, যতদিন উঠে যাওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ না হবে ততদিন তা এ উম্মতের মধ্যে বাকী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (الإسراء:٨٨)

"বলুন, যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন পরস্পর সমবেত হয় এবং যদিও তারা একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না" ।[সূরা আল- ইসরা'ঃ ৮৮)

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৫৩৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৮৬), শব্দ চয়ন বুখারী থেকে।

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

(العنكبوت: ٥١)

"এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়, এতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে জাতির জন্য যারা ঈমান আনে"। [সূরা আল- আনকাবূতঃ ৫১]

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

(ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)

'প্রত্যেক নবীকেই এমন সব নিদর্শন দেয়া হয়েছে যার উপর মানুষ ঈমান এনেছে, আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ আমার কাছে যে বাণী পাঠিয়েছেন সে বাণী সম্বলিত ওহী, সুতরাং আমি আশা করি ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবার থেকে বেশী অনুসারীর অধিকারী হব'[১]।

৪. তার উম্মাত সমস্ত উম্মাত হতে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশী জান্নাতের অধিবাসী। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١١٠).

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎকার্যে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে"। [সূরা আলে-ইমরানঃ ১১০]

অনুরূপভাবে মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ আল-কুশাইরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৯৮১), মুসলিম (হাদীস নং ১৫২)।

বাণী ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ

(إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)

"তোমরা সত্তরটি জাতিকে পূর্ণ করবে, তাদের সবার মধ্যে তোমরাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম ও বেশী সম্মানিত"[১]।

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি গম্বুজের নীচে ছিলাম ইত্যবসরে তিনি বললেনঃ

(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قلنا نعم. قال: (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: (والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)

"তোমরা জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হলে কি সন্তুষ্ট হবে?" আমরা বললামঃ হাঁ, তিনি বললেনঃ "তোমরা জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হলে কি সন্তুষ্ট হবে?" আমরা বললামঃ হাঁ, তিনি বললেনঃ "তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হলে কি সন্তুষ্ট হবে?" আমরা বললামঃ হাঁ, তিনি বললেনঃ "যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ করে বলছিঃ অবশ্যই আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে; আর সেটা এজন্যই যে, জান্নাতে কেবলমাত্র মুসলিম ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, শির্ককারীদের সাথে তোমাদের অনুপাত হবে কালো ষাঁড়ের চামড়ায় একটি সাদা চুলের মত, অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো চুলের মত"[২]।

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন (৪/৪৪৭), তিরমিযী (৫/২২৬), এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান। হাকিমও তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন, আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫২৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২১)।

৫. ক্বিয়ামতের দিন তিনি সমস্ত বনী আদমের সর্দার; আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أنا سيد ولد أدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع)

"আমি ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত বনী আদমের সর্দার, আমার কবরই প্রথম বিদীর্ণ হবে (হাশরের মাঠে যাওয়ার জন্য), আমিই প্রথম সুপারিশকারী আর আমার সুপারিশই প্রথম কবুল করা হবে"[১]।

৬. তিনি মহাসুপারিশের অধিকারী। আর তাহলো যখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসূলগণ সুপারিশ করা থেকে নিজেদের অপারগতা পেশ করবেন তখন তিনি হাশরের মাঠে অবস্থানকারীদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ﴾ (الإسراء:٧٩)

"আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে"। [সূরা আল-ইসরাঃ৭৯] এখানে "মাকামে মাহমুদ তথা প্রশংসিত স্থান" বলতে এ বড় সুপারিশের কথাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। হুযাইফা, সালমান, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনে মাস'উদ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ক্বাতাদা প্রমূখ সাহাবা, তাবেয়ীদের একাংশ "মাকামে মাহমুদ" তথা প্রশংসিত স্থানের তাফসীর করেছেন বড় সুপারিশ। ক্বাতাদা বলেনঃ 'ক্বিয়ামতের দিন তার সুপারিশকে 'আলেমগণ মাকামে মাহমুদ বলে মত প্রকাশ করতেন'।

রাসূলের সুন্নাহ দিয়েও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের মাঠে অবস্থানকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন; যেমনটি শাফা'আতের বড় হাদীসে এসেছে, যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম তারপর নূহ তারপর ইব্রাহীম তারপর মূসা তারপর 'ঈসা সুপারিশ করার অনুরোধ কবুল করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন এবং প্রত্যেকেই বলবেনঃ "আমি এ কাজের জন্য নই", শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৭৮)। পূর্বেও এ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, পৃঃ নং ২৩১।

(فيأتوني فأنطلق، فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع ..)

"তারপর তারা আমার কাছে আসার পরে আমি যাব এবং আমার প্রভুর কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইব, তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, আমি আমার প্রভুকে দেখা মাত্রই সিজদায় পড়ে যাব, তারপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর আমাকে বলা হবেঃ মুহাম্মাদ উঠুন, আপনি বলুন, আপনার কথা শুনা হবে, আপনি চান আপনাকে দেয়া হবে, আর আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তারপর আমার প্রভু আমাকে যে প্রশংসা শিক্ষা দিয়েছেন তা দিয়ে আমি তার প্রশংসা করব, তারপর সুপারিশ করব...[১]"।

৭. তিনি প্রশংসার ঝান্ডার অধিকারী। সেটা এক বাস্তব ঝান্ডা, ক্বিয়ামতের দিন তিনি তা বহন করার বিশেষত্ব পাবেন। আর সমস্ত মানুষ তার অনুসারী হবে, তার ঝান্ডার নীচে থাকবে।

কোন কোন আলেম বলেনঃ তাকে এ ঝান্ডা দিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করার কারণ হলোঃ তিনি আল্লাহর এমন প্রশংসা করবেন তিনি ব্যতীত আর কেউ তাকে তেমন প্রশংসা করতে সক্ষম হবে না। রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এ মহান সম্মানে ভূষিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يوْمئذ آدم فمن سواه، إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر)

"আমি ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার, আমার হাতে থাকবে প্রশংসার ঝান্ডা, আর আমি তা গর্ব করে বলছিনা, আদম ও অন্যান্য সকল নবীই আমার ঝান্ডার নীচে থাকবে, আমিই প্রথম যার জন্য যমীন বিদীর্ণ হবে। আমি তা

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৩৪০), মুসলিম (হাদীস নং ১৯৩)।

গর্ব করে বলছি না"[১]।

৮. তিনিই অসীলার অধিকারী, আর তা হলো জান্নাতের এক উচ্চাসন, যা কেবলমাত্র একজনের জন্যই নির্ধারিত। তা জান্নাতের সর্বোচ্চ সোপান।

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ

(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى عليه الله بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)

"যখন তোমরা মুআজ্জিনের আজান শুনতে পাও তখন সে যে রকম বলে সেরকম বলো। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করিও; কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার উপর দশবার দরূদ পাঠ করেন, তারপর তোমরা আমার জন্য অসীলার দো'আ করো; কেননা তা জান্নাতের এমন এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানের নাম যা কেবল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এক বান্দার জন্যই সমীচিন হবে, আর আমি আশা করি সে ব্যক্তিটি আমিই হবো, সুতরাং যে কেউ আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে"[২]।

এ ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য আরো অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মহান মর্যাদা রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করছে যে, তিনি তার প্রভুর কাছে অনেক সম্মানিত আর দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক উচ্চাসন সম্পন্ন।

দ্বিতীয়তঃ উম্মাতের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকারসমূহঃ

উম্মাতের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক অধিকার রয়েছে। ইতিপূর্বে সমস্ত রাসূলদের প্রতি উম্মাতের অবশ্য পালনীয় যে সাধারণ

---

[১] হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাসান সহীহ, (৫/৫৮৭ হাদীস নং ৩৬১৫), ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৩/২)ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[২] মুসলিম (হাদীস নং ৩৮৪)।

অধিকার রয়েছে, সেগুলো আলোচনার সময় তার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। নীচে উম্মাতের উপর তার যে বিশেষ হক্ব রয়েছে তার কিছু পেশ করা হচ্ছেঃ

১. তার নবুওয়াত ও রিসালতের উপর বিস্তারিত ঈমান আনয়ন করা, আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, তার রিসালত পূর্ববর্তী সমস্ত রিসালতকে রহিত করে দিয়েছে, যার অর্থ হচ্ছেঃ তিনি যা কিছু সম্পর্কে খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা, যা থেকে নিষেধ ও সাবধান করেছেন তা পরিত্যাগ করা এবং তার প্রদর্শিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত না করা।

এর উপর কুরআন ও সুন্নায় অনেক দলীল-প্রমাণাদী রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا﴾ (التغابن:٨).

"সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমরা অবতীর্ণ করেছি তার উপর ঈমান আনয়ন কর"। [সূরা আত-তাগাবুনঃ ৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الأعراف:١٥٨)

"অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও"। [সূরা আল-আ'রাফঃ১৫৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر:٧)

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"। [সূরা আল-হাশরঃ ৭]

অনুরূপভাবে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিতঃ তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم

إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)

"আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ সাক্ষ্য দেয়া পর্যন্ত যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। যদি তারা তা করে তখন আমার থেকে তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ রাখবে, ইসলামের হক্ব ব্যতীত, আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর"[১]।

২. এ কথার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন, তার উপর অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতকে সংশোধন করনের নিমিত্তে নসীহত করেছেন।

সুতরাং তিনি যাবতীয় ভাল বিষয়ই উম্মাতকে দেখিয়ে গেছেন এবং করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। আর যা কিছু খারাপ আছে তা থেকে উম্মাতকে নিষেধ করে গেছেন এবং সাবধান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ (المائدة:٣)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৩]

অনুরূপভাবে আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(.. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء)

"...আর আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে এমন স্বচ্ছ শুভ্রতার মধ্যে রেখে যাচ্ছি যার দিন ও রাত্রি স্বচ্ছতার দিক দিয়ে একই রকম"[২]।

আর সাহাবায়ে কিরাম নবীর প্রচার কার্যের পক্ষে সবচেয়ে বড় সম্মেলনে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যখন তিনি বিদায় হজ্জের দিন তার যুগান্তকারী মর্মস্পর্শী ভাষণ

---

১ সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২৫), মুসলিম (হাদীস নং ২২)।

২ সুনান ইবনে মাজাহ, মুকাদ্দিমাহঃ (১/৪, হাদীস নং ৫)।

দিয়েছিলেন এবং তাদের উপর আল্লাহ কি ওয়াজিব করেছেন ও কি হারাম করেছেন তা বর্ণনা করেছেন, আর তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে অসীয়ত করেছেন। সবশেষে বললেনঃ

(وأنـــتم تُسألون عني فما أنتم قائلون). قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصـــحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات)

"তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে?" তারা বললঃ আমরা সাক্ষ্য দেব যে, অবশ্যই আপনি প্রচার করেছেন, আদায় করেছেন এবং নসীহত করেছেন। তারপর তিনি তার শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন এবং মানুষের দিকে নামিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্য থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্য থাক, তিন বার"[১]।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে গেছেন যে, আকাশে কোন পাখি তার দু' ডানা মেলে নড়াচড়া করলে তার সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন"[২]।

এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনদের থেকে অনেক বাণী রয়েছে।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা, তার ভালবাসাকে নিজের এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া। যদিও সমস্ত নবী ও রাসূলদের ভালবাসা ওয়াজিব, তবুও আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এ ভালবাসার বিশেষত্ব রয়েছে। আর সে জন্যই তার ভালবাসা সমস্ত মানুষের ভালবাসা তথা সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও অন্যান্য যাবতীয় আত্মীয় স্বজন বরং নিজকে ভালবাসার উপরও প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত বিদায় হজ্জের বর্ণনায় উল্লেখ করেন (হাদীস নং ১২১৮)।

[২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (৫/১৫৩) বর্ণনা করেন।

﴿ وَتِجَٰرَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ (التوبة: ٢٤).

"বলুনঃ তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছো, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। বস্তুত আল্লাহ দূরাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না"। [সূরা আত-তাওবাহঃ২৪]

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর ভালবাসার সাথে তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন এবং যার কাছে তার সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তাকে ধমক দিয়ে বলছেনঃ "তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত, বস্তুত আল্লাহ দূরাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না"।

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)

"তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে আমি তার পিতা মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয় না হব"[১]।

অনুরূপভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে বেশী প্রিয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك). فقال لـه عمر: فإنّه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي. فقال النبي ﷺ: (الآن يا عمر).

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৫), মুসলিম (হাদীস নং ৪৪)।

"না, যার হাতে আমার জান তার শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশী প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না"। তারপর উমর বললেনঃ "এখন অবশ্যই আপনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও বেশী প্রিয়"। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "এখন হে উমর"[১] (অর্থাৎ এখন তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।

৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করা, তাকে মর্যাদা দেয়া এবং শ্রদ্ধা করা; কেননা এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে প্রাপ্ত অধিকারসমূহের অন্তর্গত, যা আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে শিরোধার্য করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (الفتح:٩)

"যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সম্মান কর"। [সূরা আল-ফাতহঃ ৯]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ এখানে تعزروه অর্থঃ তাকে তোমরা শ্রদ্ধা কর, আর توقـــروه অর্থঃ তাকে তোমরা সম্মান কর। ক্বাতাদা বলেনঃ تعزروه অর্থঃ তাকে সাহায্য কর, আর توقـــروه দ্বারা আল্লাহ তাকে তাদের সর্দার বা নেতা বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الحجرات:١)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না"। [সূরা আল-হুজরাতঃ১]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ (النور:٦٣)

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী উবাইদুল্লাহ ইবনে হিশামের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন। (হাদীস নং ৬৬৩২)।

“তোমরা রাসূলের আহবানকে তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করো না। [সূরা আন-নূরঃ ৬৩]

মুজাহিদ বলেনঃ ‘তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তাকে নম্র ও ভদ্রভাবে ডাকবেঃ হে আল্লাহর রাসূল!, কঠোর ভাবে হে মুহাম্মাদ! বলবেনা’। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মানের ব্যাপারে সবচেয়ে চমৎকার নজীর সৃষ্টি করেছিলেন। উসামা ইবনে শারীক বলেনঃ ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি সাহাবা বেষ্টিত ছিলেন, মনে হলো যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে’ (অর্থাৎ কোন প্রকার নড়া চড়া নেই)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার জীবিতাবস্থার মত মৃত্যুর পরেও সম্মান করা ওয়াজিব। ক্বাজী ‘ইয়াদ বলেনঃ ‘মনে রাখবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তাকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা এবং উঁচু মর্যাদা দেয়া অবশ্য কর্তব্য যেমনিভাবে তার জীবদ্দশায় ছিল। আর তা করতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উল্লেখ করার সময়, তার হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণনা করার সময়, তার নাম ও চরিত শুনার সময়, তার স্বজন ও বংশধরদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের সম্মান করার সময়’।

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা। আর তা বেশী বেশী করা; যেমনটি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾

(الأحزاب:٥٦)

“অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ নবীর উপর সালাত পাঠ করেন, হে মু’মিনগণ তোমরা তার উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম দাও”। [সূরা আল-আহযাবঃ ৫৬]

মুবাররাদ বলেনঃ ‘সালাত শব্দের আসল অর্থ হলোঃ রহমত করা, সুতরাং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে করুণা ও রহমত চাওয়া’।

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে

বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً)

"যে আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার সালাত পাঠ করবেন"[১]।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ

(البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلّ علي)

"বড় কৃপণ হলো ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমার উল্লেখ করা হলো তারপর সে আমার উপর দরূদ পাঠ করলোনা"[২]।

যদিও সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপরই সালাত ও সালাম দেয়া বৈধ, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে খুব বেশী তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর সেটা উম্মাতের উপর তার মহান দাবীসমূহের অন্যতম। তাই তা তাদের উপর ওয়াজিব। আর এজন্যই আমরা এখানে উম্মাতের উপর তার যে বিশেষ বিশেষ হক্ব বা অধিকারসমূহ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়া যে ওয়াজিব তা আলেমগণ সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। তাদের কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজ্‌মা' তথা ঐক্যমত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন। ক্বাজী 'ইয়াদ বলেনঃ 'জেনে রাখ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না করে দরূদ পড়া সার্বিকভাবে ফরয; কেননা আল্লাহ তা'আলা তার উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম ও আলেমগণ তা ওয়াজিব বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এর উপর তারা একমত হয়েছেন'।

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন (হাদীস নং ৩৮৪)।

[২] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, (৫/৫৫১, হাদীস নং ৩৫৪৬) এবং হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদও হাদীসটি তার মুসনাদে (১/২০১) এ বর্ণনা করেছেন।

৬. ইতিপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত তার ব্যাপারে যে সমস্ত মহান গুণাবলী, সুমহান বৈশিষ্ট্য, সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সাব্যস্ত হয়েছে ও এতদ্ব্যতীত আরো যা কিছু কুরআন ও সুন্নার দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলির স্বীকৃতি প্রদান করা, এ সবগুলোর উপর বিশ্বাস করা, এগুলো দিয়ে তার প্রশংসা করা, মানুষের কাছে প্রচার ও প্রসার করা, ছোটদেরকে তা শিক্ষা দেয়া এবং তাকে ভালবাসা, সম্মান করা এবং মহান আল্লাহর কাছে তার যে বিশেষ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে সেগুলো তাদেরকে জানানোর মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলা।

৭. উপরোক্ত মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনায় বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন না করা এবং তা থেকে সাবধান থাকা; কেননা এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উম্মাতের উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف: ١١٠).

“বলুনঃ আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ মাত্র একজন, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ‘ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে”। [সূরা আল- কাহ্ফঃ১১]

আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে,

﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (الأنعام: ٥٠).

“বলুনঃ আমি তোমাদেরকে এটা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, গায়েব সম্পর্কেও আমি অবগত নই আর তোমাদেরকে এটাও বলিনা যে, আমি ফেরেশ্‌তা, আমার প্রতি যা ওহী আসে আমি শুধু তারই অনুসরণ করি”। [সূরা আল-আন'আমঃ ৫০]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার উম্মাতের প্রতি এ কথার সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল, রবুবীয়্যাহ তথা প্রভুত্ব জনিত গুণাগুণের কিছুই তার

মধ্যে নেই। আবার তিনি ফিরিশ্তাও নন, তিনি তো কেবলমাত্র তার প্রভুর নির্দেশ ও ওহীর অনুসরণ করেন। অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার উম্মাতকে তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন এবং তার প্রশংসা ও মান মর্যাদা নির্ধারণে সীমালংঘন করার ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন; সহীহ বুখারীতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبدالله ورسوله)

"নাসারাগণ যেমন করে ইবনে মারইয়াম ('ঈসা)র অতিরিক্ত প্রশংসা করে সীমালংঘন করেছে তেমনিভাবে তোমরা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করে সীমালংঘন করো না; কেননা আমি তো তাঁর বান্দা। সুতরাং তোমরা বলঃ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল"[১]।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সীমাতিরিক্ত প্রশংসা বুঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলোঃ الإطراء। যার অর্থ বর্ণনায় ইবনুল আসীর বলেনঃ 'মিথ্যা প্রশংসা এবং প্রশংসায় সীমালংঘন করা'।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল, তারপর তার সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললঃ 'যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন'! উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده)

"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়েছ? বরং (সঠিক হলো) একমাত্র আল্লাহ যা চেয়েছেন"[২]।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪৪৫), অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (১/২৩) ও উল্লেখ করেছেন।

[২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ (১/২১৪) বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাজাহ্ তার সুনানেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ২১১৭)।

তাকে তার সুনির্দিষ্ট মর্যাদার উপরে এমন স্থান দেয়া যা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট, তা থেকে সাবধান করে গেছেন। এর মাধ্যমে তিনি উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় সীমালংঘন জনিত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সীমালংঘন বা অতিরঞ্জনই হারাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে দেয় তন্মধ্যে রয়েছেঃ তার কাছে দো'আ করা, এভাবে বলা যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এরকম এরকম করে দিন; কেননা এটা দো'আ, আর দো'আ হলো ইবাদাত যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো উদ্দেশ্যে করা জায়েয নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট, সে সমস্ত অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির মধ্যে আরো কিছু উদাহরণ হলোঃ তার উদ্দেশ্যে যবেহ করা, তার জন্য মানত করা, তার কবরের তাওয়াফ করা, তার কবরকে সালাত বা ইবাদাতের জন্য ক্বিবলা হিসাবে নির্ধারণ করা, সুতরাং এ সবগুলিই হারাম; কেননা তা ইবাদাত, আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের কারো উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٢، ١٦٣).

"বলুনঃ আমার সালাত, আমার ইবাদাত (কুরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যেই, তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলমান"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৬২-১৬৩]

৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকারসমূহের অন্যতম হচ্ছে তার সাহাবীগণকে ভালবাসা, তার পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীগণকে শ্রদ্ধা করা, তাদেরকে বন্ধু ও মিত্র বলে মেনে নেয়া। তাদেরকে অসম্মানিত করা, গালি-গালাজ করা বা তাদের কারোর প্রতি কটাক্ষ করা থেকে দুরে থাকা।

কেননা মহান আল্লাহ এ উম্মাতের উপর তাঁর নবীর সাহাবীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং যারা তাদের পরে আসবে তাদের উপর সাহাবাদের

জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করার এবং সাহাবাদের ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ না রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করার আহবান জানিয়েছেন। তাই তিনি মুহাজির ও আনসারদের কথা উল্লেখ করার পর বললেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحشر: ١٠)

"আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অত্যন্ত দয়ালু, রহমতকারী' "। [সূরা আল-হাশরঃ ১০]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনদের অধিকার সম্পর্কে আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (الشورى:٢٣)

"বলুনঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা"। [সূরা আশ-শূরাঃ ২৩]

এ আয়াতের তাফসীরে এসেছেঃ 'আপনার অনুসরণ করে এমন মু'মিনদের বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছি তার বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাইনা তবে তোমাদের কাছে আমার আত্মীয়দের জন্য ভালবাসা চাইব'।

সহীহ মুসলিমে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

(أما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به). فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي)

"তারপর, সাবধান হে মানব সম্প্রদায়! আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ,

অচিরেই আমার কাছে আমার প্রভুর কাছ থেকে দূত আসলে তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছিঃ তার একটি হলোঃ কুরআন যাতে রয়েছে হিদায়াত এবং আলো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে"। তার পর তিনি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের উপর জোর দিলেন এবং এ ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করলেন, তারপর বললেনঃ "আর আমার পরিবার-পরিজন, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"[১]।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার পরিবার-পরিজনের নিকটতম সম্পর্ক থাকায় ও তাদের সম্মানের কারণে তিনি তাদের সাথে ইহ্সান তথা সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার এবং তাদের সম্মান, মান-মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে জানার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে গালি-গালাজ এবং তাদের সম্মানহানি করা থেকে নিষেধ করেছেন। আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(لا تسبوا أصحابي فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه).

"তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিওনা; কেননা তোমাদের কেউ যদি অহুদ পাহাড়ের পরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় কর তাহলেও তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেক ব্যয় করার মত হবে না"[২]। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আর এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবচেয়ে বড় মূলনীতি -যার উপর তাদের ঐক্যমত সাব্যস্ত হয়েছে - তা হচ্ছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৪০৮)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৬৭৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৫৪১)। তবে শব্দ চয়ন ইমাম বুখারীর।

ওয়া সাল্লামের সাহাবাদেরকে, তার আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজনদেরকে ভালবাসা। তারা তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার কটাক্ষ করাকে কেবলমাত্র বক্রতা ও ভ্রষ্টতা বলে গণ্য করে।

আবু যুর'আহ্ বলেনঃ 'যখন তুমি কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সাহাবী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে সে একজন যিন্দীক।

ইমাম আহমাদ বলেনঃ 'যখন তুমি কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সাহাবী সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে দেখবে তখন তার ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ কর'।

উম্মাতের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সকল অধিকার রয়েছে তার কিছু অংশ অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আমাদের অন্যান্য ভাইদেরকে এগুলো আদায় করার ও এগুলোর উপর আমল করার জন্য সঠিক পথ দেখান এ দো'আই করি।

তৃতীয়তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা যে সত্য তার বর্ণনাঃ

রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব এবং যে তাকে স্বপ্নে দেখল সে বাস্তবিকই তাকে দেখল (অন্য কাউকে নয়)।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(من رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل بي)

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে; কেননা শয়তান আমার মত রূপ ধারণ করতে সক্ষম নয়"[১]। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে অন্য শব্দে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসেছে, তিনি বলেছেনঃ

(من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي)

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৬৬)।

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে অবশ্যই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে; আর শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না"[১]। বুখারী বলেনঃ ইবনে সীরীন বলেছেনঃ তার অর্থ 'যদি তাঁকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পায়'।

অনুরূপভাবে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي)

"যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অবশ্যই আমাকে দেখতে পেল; কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়"[২]। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা সঠিক এবং তাকে দেখতে পেলে তার দেখা বাস্তব; কেননা শয়তান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই সাবধান হতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা ঐ সময়ে বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে, যখন সে রাসূলের বাস্তব যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে তদনুযায়ী তাকে দেখতে পাবে। যেমনটি পূর্বে সহীহ বুখারী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর এ জন্যই ইমাম বুখারী হাদীসটি উল্লেখের পর রাসূলকে কিভাবে দেখলে বাস্তবিক তাকে দেখেছে বলে সাব্যস্ত হবে তার ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে সীরীনের ভাষ্য উল্লেখ করেছিলেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় 'আসেম ইবনে কুলাইবের বর্ণনায় হাকিম কর্তৃক চয়নকৃত হাদীসে, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বললামঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বললেনঃ তুমি তাকে কি রকম দেখেছ তা বর্ণনা কর, তিনি বললেনঃ আমি হাসান ইবনে আলীর উল্লেখ করে বললামঃ তার মত দেখেছি, তিনি বললেনঃ অবশ্যই হাসান ইবনে আলী রাসূলের আকৃতি সম্পন্ন ছিল'[৩]। ইবনে হাজার বলেনঃ এর সনদ উত্তম।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৯৯৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৬৬)।

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৬৮)।

[৩] আল মুস্তাদরাক (৪/৩৯৩), তিনি তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন, আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

আইয়ূব বলেনঃ 'মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইবনে সীরীনের কাছে যখন কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি বলে দাবী করত, তিনি তাকে বলতেনঃ যাকে দেখেছ তার বর্ণনা দাও, যদি সে লোক তাকে অপরিচিত কোন গুণে বর্ণনা করত তিনি বলতেনঃ তুমি তাকে দেখনি'। ইবনে হাজার তার ফাতহুলবারীতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেনঃ এর সনদ বিশুদ্ধ।

তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ

(من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে অবশ্যই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে" এ হাদীসে বর্ণিত জাগ্রত অবস্থার ব্যাখ্যায় আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তম্মধ্যে তিনটি মত বেশী বিখ্যাতঃ

একঃ এটা উপমা ও উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা হতে এক বর্ণনায় এসেছে "ধারণা করুক যেন সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেল" এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ্য।

দুইঃ এটা তার যুগের লোকদের যারা তাকে দেখার আগে তার উপর ঈমান এনেছিল তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তিনঃ সে দেখা ক্বিয়ামতের দিন সম্পন্ন হবে। সুতরাং কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলে তা তার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হবে তাদের উপর যারা তাকে স্বপ্নে দেখতে পায়নি। আর আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রিসালতের পরিসমাপ্তি ও তার পরে যে আর কোন নবী নেই তার বর্ণনা

উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনা দলীল-প্রমাণ সহকারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এবং তিনি যে সর্বশেষ নবী সে আলোচনার প্রাক্কালেই ইতিপূর্বে করা হয়েছে। মূলতঃ এখানে রিসালতের ধারা পরিসমাপ্তির আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো এর অন্য আরেকটি দিক তুলে ধরা; আর তা হলো মুসলমানদের দ্বীনের উপর রিসালত ও নবুওয়াতের ধারা সমাপ্তি এ আক্বীদা- বিশ্বাসের প্রভাব এবং তাদের উপর এ আক্বীদাকে স্বীকৃতি দানের ফলাফল কি তা বর্ণনা করা।

এর ফলাফলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

১. এর মাধ্যমে উম্মাতের কাছে শরীয়তের স্থায়ীত্ব এবং দ্বীনের পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। আর উম্মাতের জীবনে এর বিরাট প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই সে বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের উপর তাঁর দয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ (المائدة:٣)

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৩]

এ আয়াতটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন আল্লাহ তার জন্য শরীয়তকে পূর্ণাংগ করে দিয়েছিলেন। আর তাই ইয়াহুদীগণ এ আয়াতের কারণে মুসলমানদের ঈর্ষা করত। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এক ইয়াহুদী উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললঃ 'তোমাদের কিতাবে একটি আয়াত তোমরা পাঠ করে থাক, যদি তা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা সে দিনটিকে ঈদের দিনে পরিণত করতাম'। তিনি বললেনঃ সেটা কোন আয়াত? সে বললঃ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾[১]। অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।

---

১ সহীহ বুখারী, (হাদীস নং ৪৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৩০১৭)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রিসালাতের পরিসমাপ্তির বাস্তবতাকে একটি ব্যাহ্যিক রূপদানের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তার পূর্ববর্তী রিসালাতসমূহকে এমন এক প্রাসাদের সাথে তুলনা করলেন যার দেয়াল পরিপূর্ণ ও সুন্দর করে তৈরী করা হলো অথচ সেখানে একটি ইট লাগানো হলো না। সুতরাং তাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হলো সে স্থানে সে ইটটি বসিয়ে দেয়া, যার মাধ্যমে প্রাসাদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেল।

এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিশেষভাবে এ দ্বীনের মধ্যে আর সার্বিকভাবে রিসালাতের মধ্যে কোন প্রকার বর্ধিতকরণের সুযোগ নেই, যেমনিভাবে ঐ প্রাসাদ নির্মাণে পূর্ণতা লাভের পর সেখানে আর কিছু বর্ধিত করার সুযোগ নেই। পূর্ব পরিচ্ছেদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় পূর্ণভাবে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল[১]।

২. উম্মাতের মধ্যে এ বিশ্বাসযোগ্যতার সৃষ্টি হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা এ দ্বীন ও শরীয়ত অন্য কোন নবী পাঠানোর মাধ্যমে রহিত হবার নয়।

'আর খাতমে নবুওয়াত তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারা শেষ হওয়ার অর্থ হলোঃ তার নবুওয়াত ও শরীয়তের পর আর কোন নবুওয়াতের শুরু হবে না, কোন শরীয়তের প্রবর্তন হবে না। 'ঈসা আলাইহিস সালামের অবতীর্ণ হওয়া এবং তিনি পূর্ব নবীর গুণে গুণান্বিত থাকা এর বিরোধী নয়; কেননা 'ঈসা আলাইহিস সালাম যখন অবতীর্ণ হবেন তখন তিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তেরই অনুসারী হবেন। তার পূর্ববর্তী শরীয়তের নয়; কেননা তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি শরীয়তের মৌলিক ও সাধারণ বিধি-বিধান সবকিছুতেই এ শরীয়ত অনুসারে ইবাদাত করবেন'।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যত নবুওয়াতের দাবীদার হবে তাদেরকে কোন প্রকার চিন্তা ও গবেষণা ব্যতীতই মিথ্যাবাদী বলে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করতে পারবে।

---

[১] দেখুন পৃষ্টা নংঃ ২৩৪।

খাতমে নবুওয়াত তথা নবীদের ধারার পরিসমাপ্তি জনিত আক্বীদার উপর ঈমানের এটাই প্রত্যক্ষ ফলাফল যে, এর মাধ্যমে মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের মধ্য হতে যারা নবুওয়াতের দাবী করবে তাদের অনুসরণ থেকে উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতমে নবুওয়াতের আক্বীদা-বিশ্বাস বর্ণনার অন্যতম বড় উদ্দেশ্যও ছিল এ মহান বিষয়টির প্রতি সতর্কীকরণ। তাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ উম্মাতের মধ্য থেকে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী বের হবে যাদের প্রত্যেকে নবুওয়াতের দাবী করবে। তারপর তিনি উম্মাতকে এ সমস্ত মিথ্যাবাদী নবুওয়াতের দাবীদারদের অনুসরণ ও সত্যায়ন করা থেকে সাবধান করার জন্য তার পরে আর কোন নবী আসবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমনটি ফিতনার বর্ণনায় সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মারফু' হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাতে এসেছেঃ

(... وإنــه ســيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)

"... অবশ্যই আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে তাদের প্রত্যেকে মনে করবে সে নবী। অথচ আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই"[১]।

৪. এ উম্মাতের আমীর ও আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাওয়া; যেহেতু উম্মাতের দ্বীন ও দুনিয়াবী তথা সার্বিক শাসন ক্ষমতা তাদের হাতেই অর্পিত হয়েছে। যা বনী ইসরাইলদের বিপরীত; কারণ তাদেরকে কেবল নবীগণই শাসন করত।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(كانــت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعــدي، وستكون خلفاء تكثر). قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (فُوْا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)

---

[১] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, সুনান তিরমিযী (৪/৪৯৯, হাদীস নং ২২১৯), এবং হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে আবু দাউদ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, সুনান আবু দাউদ (৪/৩২৯, হাদীস নং ৪৩৩৩-৪৩৩৪)।

"বনী ইসরাইলদেরকে নবীগণ শাসন করত, যখনই কোন নবী চলে যেতেন তখনই অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে খলীফা হবে যাদের সংখ্যা হবে অনেক" সাহাবাগণ বললেনঃ আপনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেনঃ "তোমরা ক্রমান্বয়ে একের পর এক খলীফার বাইয়াতের দাবী পূরণ করবে এবং তাদের হক্ব আদায় করবে; কেননা আল্লাহ তাদেরকে যাদের উপর দায়িত্বশীল করেছেন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন"[১]। সুতরাং মানুষের শাসন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এ উম্মাতের খলীফাদের স্থান হলো বনী ইসরাঈলদের নবীদের স্থান।

অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)

"অবশ্যই আল্লাহ এ উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শত বৎসরের শুরুতে এমন কাউকে পাঠাবেন যিনি উম্মাতের জন্য তাদের দ্বীনকে সংস্কার করবেন"[২]।

আর উম্মাতের বাস্তবতাও এর প্রমাণ বহন করছে, ফলে খলীফা, আমীর তথা ক্ষমতাসীন শাসক এবং আলেমদের মধ্যে যারা মানুষদেরকে শরীয়ত অনুসারে পরিচালনা করেছে তাদের মাধ্যমে দ্বীনের যাবতীয় কর্মকান্ড সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য যুগে যুগে সংস্কারক ইমামদের মাধ্যমে দ্বীনের যে নিশানাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা নবায়ন করেন, যারা আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন থেকে অতিরঞ্জনকারীদের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বাতিলপন্থীদের মনগড়া মতবাদ এবং মুর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে তাকে হিফাযত করেন। সুতরাং নবী প্রেরণের যুগ ও রিসালতের সুদীর্ঘ কাল ধরে তাদের দ্বারা আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা এ উম্মাতের উপর আল্লাহর সাধারণ অনুগ্রহ, আর যাদেরকে এ কাজের জন্য চয়ন করেছেন তাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪৫৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৮৪২), শব্দ চয়ন মুসলিমের।

[২] হাদীসটি আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন, (৪/৩১৩, হাদীস নং ৪২৯১), অনুরূপভাবে হাকিম তার মুস্তাদরাকে (৪/৫২২) বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন ।

যাই হোক, খাতমে নবুওয়াতের আক্বীদা ও দ্বীনের মধ্যে তার প্রভাব এ উম্মাতের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত, যার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ তথা ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত এ উম্মাতকে তাঁর দ্বীনের উপর ঈমানী শক্তিতে দিয়েছে বলিষ্ঠতা, বিশ্বাসে দিয়েছে সততা আর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পদযুগলে দিয়েছে দৃঢ়তা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা তথা রাত্রিভ্রমনের বাস্তবতা ও তার প্রমাণাদি

'ইসরা'র আভিধানিক ও শরয়ী' অর্থ ঃ

আভিধানিক অর্থে 'ইসরা'ঃ

শব্দটি আরবী السـرى শব্দ থেকে গৃহীত। যার অর্থ ঃ রাতের ভ্রমণ বা রাতের অধিক অংশের ভ্রমণ। কেউ কেউ বলেন ঃ সম্পূর্ণ রাত্রির ভ্রমণ।

বলা হয়ে থাকে ঃ سريت ও أسريت অর্থাৎ ঃ আমি রাতে ভ্রমণ করেছি।

হাস্‌সান বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কবিতায় এসেছে ঃ

أَسْرَتْ إليكَ وَلَمْ تَكُنْ تسْرِيْ

অর্থাৎ ঃ রাতে সে তোমার কাছে ভ্রমণ করেছে, অথচ সে রাতে আসতো না।

শরীয়তের পরিভাষায় আল-ইসরা শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে 'ঈলিয়া' তথা ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাত্রিতে ভ্রমণ করানো, আবার রাত্রির মধ্যেই সেখান থেকে তার ফিরে আসা।

'ইসরা'র বাস্তবতা ও তার প্রমাণাদি ঃ

"ইসরা' এক মহা নিদর্শন যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিজরতের পূর্বে শক্তি যুগিয়েছেন। তাকে নিয়ে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত বুরাকের উপর আরোহণ করে জিবরীলের সাহচর্যে রাত্রিতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, তারপর তিনি বুরাককে মসজিদের দরজার একটি আংটার সাথে বাঁধার পর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নবীদের নিয়ে ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। তারপর জিবরীল তার কাছে এক পেয়ালা মদ এবং এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন, তিনি

দুধকে মদের উপর প্রাধান্য দিলেন এবং দুধ পছন্দ করলেন। জিবরীল বললেন ঃ আপনাকে ফিতরাত তথা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দ্বীনের প্রতি পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহ 'ইসরা'র উপর প্রমাণ বহন করছে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء: ١)

"কতইনা পবিত্র, মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছেন, মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার চতুষ্পার্শ আমরা বরকতময় করেছিলাম, তাকে আমাদের নিদর্শন দেখানোর জন্য। অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। সূরা আল-ইসরা ঃ ১]

রাসূলের সুন্নাহ থেকে এর দলীল ঃ আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীস যা ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে সাবিত আল-বুনানীর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বললেন ঃ

(أُتيت بالبراق «وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل ﷺ: اخترت الفطرة)

"আমার কাছে বুরাক নিয়ে আসা হলো" (আর তা ছিল একটি সাদা লম্বা জন্তু, গাধার চেয়ে উঁচু খচ্চরের চেয়ে নিচু, যতদুর দৃষ্টিশক্তি পৌঁছে ততদূর তার পায়ের খুরা রাখে) বললেন ঃ "তারপর আমি তাতে সওয়ার হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছলাম", বললেন ঃ "তারপর আমি নবীগণ যে আংটাতে বাঁধতেন তাতে তাকে বাধলাম"। বললেন ঃ "তারপর আমি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম। তারপর বের হলাম। ইতিমধ্যে জিবরীল আমার কাছে এক পেয়ালা মদ ও এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এলে আমি দুধ পছন্দ করলাম। তাতে জিবরীল বললেনঃ

আপনি স্বভাবজাত দ্বীন পছন্দ করেছেন”[১]।

তারপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ এবং আকাশের দিকে আরোহণ করার কথা উল্লেখ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ‘ইসরা’ সংঘটিত হওয়ার উপর অনেক হাদীস এসেছে, তার মধ্যে কিছু বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিমে, আবার কিছু বর্ণিত হয়েছে সুনান ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক দল সাহাবা তা বর্ণনা করেছেন, যাদের সংখ্যা ত্রিশের মত, তারপর তাদের থেকে হাদীসের বর্ণনাকারী ও দ্বীনের ইমামদের এমন বেশী সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন যাদের পরিসংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘ইসরা’ বিশুদ্ধ হওয়া এবং তা যে সত্য তার উপর মুসলমানদের পূর্বাপর যাবতীয় আলেমগণ একমত হয়েছেন এবং তাদের ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাজী ‘ইয়াদ তার গ্রন্থ ‘শিফা’ এবং সাফারীনী তার ‘লাওয়ামি‘য়ুল আনওয়ার’ গ্রন্থে এর উপর ইজ্‌মা হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘ইসরা’ শরীর ও আত্মা উভয়ের মাধ্যমেই হয়েছিল, জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় নয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তা-ই প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত সাহাবাগণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণ এবং সঠিক বিশ্লেষক আলেমগণ এ মতই পোষণ করেছেন।

ইবনে আবিল ‘ইয্য আল হানাফী বলেন ঃ ‘ইসরা’র ব্যাপারে ভাষ্য হলো ঃ সঠিক মতে তাকে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ‘ইসরা’ বা রাত্রি কালীন ভ্রমণ করানো হয়েছিল’।

আর সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সমস্ত আলেমগণ সবাই যে এ মত পোষণ করতেন সে কথার স্বীকৃতি প্রদান করে কাজী ইয়াদ বলেন ঃ ‘সালফে সালেহীনের অধিকাংশ এবং মুসলমানগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, এ ‘ইসরা’ ছিল স্বশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায়। আর এটাই বাস্তব সত্য। ইবনে আব্বাস, জাবির, আনাস, হুজাইফা, উমর, আবু হুরায়রা, মালিক ইবনে সা‘সা‘, আবু হাব্বাহ আল-বাদরী, ইবনে মাসউদ, দাহ্‌হাক, সা‘ঈদ ইবনে যুবাইর, ক্বাতাদা, ইবনুল মুসাইয়্যেব, ইবনে

[১] সহীহ মুসলিম, (হাদীস নং ১৬২)।

শিহাব, ইবনে যায়েদ, হাসান, ইব্‌রাহীম, মাসরূক, মুজাহিদ, 'ইকরামা, ইবনে জুরাইজ এরা সবাই এ মত পোষণ করেছেন। এটা 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা দ্বারাও প্রমাণিত হয়। ত্বাবারী, ইবনে হাম্বাল সহ বিরাট সংখ্যক একদল মুসলমান এ মত পোষণ করেছেন। আর পরবর্তী অধিকাংশ ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম তথা কালামশাস্ত্রবিদ, মুফাসসিরের মতও তাই'।

যারা মনে করে 'ইসরা' দু'বার হয়েছিল তাদের মত খন্ডন করে একজন অদ্বিতীয় বিশ্লেষক বলেন ঃ 'কুরআন ও হাদীসের ইমামগণের মত অনুসারে সঠিক মত হলো, 'ইসরা' শুধুমাত্র একবার ঘটেছিল, যা হয়েছিল নবী হিসাবে প্রেরণের পরে মক্কায় অবস্থান কালে। ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে আশ্চার্য না হয়ে পারা যায় না যারা মনে করে যে, 'ইসরা' কয়েকবার হয়েছিল; কেননা কিভাবে তারা ধারণা করতে পারে যে, প্রত্যেক বার তার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হতো। তারপর প্রত্যেক বার তিনি মূসা ও তাঁর প্রভুর মাঝে বারবার আসা যাওয়া করতেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত করার পর আল্লাহ বলতেন ঃ "আমি আমার ফরজ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের বোঝা লাঘব করে দিয়েছি"। তারপর আল্লাহ দ্বিতীয়বার সেটাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তে রূপান্তরিত করতেন, তারপর দশ দশ করে ছাড় দিতেন। এটা কিভাবে হতে পারে?'।

মি'রাজ ও তার বাস্তবতাঃ

কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে ও আলেমদের আলোচনায় মি'রাজের কথা 'ইসরা'র সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এজন্যই মি'রাজ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে করে এ বিষয় থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করা সহজ হয়।

মি'রাজঃ আরবী শব্দ العـــروج থেকে مفْعَال এর সমপরিমাণ বর্ণে গঠিত শব্দ। অর্থাৎ যে যন্ত্রের সাহায্যে উপরে উঠা যায়, আরোহণ করা যায়। এটা দ্রুত চলন্ত সিঁড়ির মত তবে আমরা এর আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানি না।

শরীয়তের পরিভাষায় মি'রাজ বললে যা বুঝায় তা'হলোঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলের সাহচর্যে বাইতুল মুকাদ্দাস হতে দুনিয়ার আকাশে আরোহণ করা, তারপর সেখান থেকে সমস্ত আসমান পেরিয়ে সপ্তম আকাশে পৌঁছা এবং নবীদের মর্যাদা ও স্থান অনুসারে আসমানের বিভিন্ন স্থানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে সালাম বিনিময় এবং তাদের মাধ্যমে তাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন, তারপর 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত আরোহণ করা এবং সেখানে

জিবরীলকে আল্লাহ যে আসল রূপে সৃষ্টি করেছেন সে রূপে দেখা, তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দেয়া এবং আল্লাহর সাথে এ ব্যাপারে কথোপকথন, তারপর আবার যমীনে প্রত্যাবর্তন করা। সঠিক মতে 'ইসরা'র রাত্রিতেই মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

কুরআন ও সুন্নায় মি'রাজের অনেক দলীল-প্রমাণাদি রয়েছেঃ

মি'রাজের রাত্রিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত মহা নিদর্শনসমূহ সংঘটিত হয়েছিল তার কিছু বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ * عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ * إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ * مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ﴾

(النجم: ١٢-١٨)

"সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যার নিকট 'জান্নাতুল মাওয়া' অবস্থিত, যখন গাছটি, যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি, অবশ্যই সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল"। [সূরা আন-নাজম ঃ ১২-১৮]

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান নিদর্শনাবলী উল্লেখ করেছেন যেগুলো দ্বারা তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজের রাত্রিতে সম্মানিত করেছিলেন। তম্মধ্যে রয়েছে 'সিদরাতুল মুন্তাহা' তথা প্রান্তসীমায় অবস্থিত বদরী গাছের নিকট জিবরীল আলাইহিস সালামকে দর্শন, আল্লাহর নির্দেশে যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থায় সিদরাতুল মুন্‌তাহা দেখা, ইবনে আব্বাস ও মাসরূক বলেন ঃ 'স্বর্ণের পতঙ্গ দল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল'।

রাসূলের সুন্নায় একাধিক হাদীসে মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, তম্মধ্যে পূর্বে 'ইসরা'র ঘটনায় বর্ণিত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস উল্লেখযোগ্য, যার মধ্য থেকে 'ইসরা'র সাথে সংশ্লিষ্ট অংশ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

(ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومـــن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. (ثم ذكر عروجه إلى السموات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال): ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. فما أحد من خلق الله يســـتطيع أن ينعـــتها من حسنها. فأوحى الله إليّ ما أوحى. ففرض عليّ خمسين صـــلاة في كل يوم وليلة، فنـــزلت إلى موسى ﷺ. فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطـــيقون ذلـــك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرهم. قال: فرجعت إلى ربي. فقلـــت: يا رب خفف على أمتي. فحط عني خمساً. فرجعت إلى موسى. فقلت: حـــط عـــني خمســـاً. قـــال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفـــيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حـــتى قال: يا محمد. إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ...)

"তারপর আমাকে নিয়ে আকাশে আরোহণ করা হলো, জিবরীল খুলতে বললে তাকে বলা হলো ঃ আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ জিবরীল। বলা হলো ঃ আপনার সাথে কে? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মাদ। তাকে বলা হলো ঃ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি উত্তর করলেন ঃ অবশ্যই তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য খোলা হলো, আমি আদমকে দেখলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন। (তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অন্যান্য আসমানে ভ্রমণ ও সেখানে নবীদের সাথে তার সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন ঃ) তারপর আমাকে নিয়ে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এর পাতাগুলো হাতির কানের মত আর এর ফলগুলো বড় কলসীর মতো,

তিনি বললেন ঃ তারপর যখন আল্লাহর নির্দেশে যা ঢেকে রাখার তা তাকে ঢেকে ফেলল তখন তা এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কেউ তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে সামর্থ হবে না, তারপর আল্লাহ আমার কাছে যা ওহী করার ছিল তা ওহী করে পাঠালেন, দিন ও রাত্রিতে আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন। তারপর আমি মুসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবতরণ করলে তিনি বললেন ঃ আপনার প্রভু আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং কমাতে বলুন; কেননা আপনার উম্মাত তা করতে সামর্থ হবে না, কারণ আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তারপর আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম ঃ হে প্রভু! আমার উম্মাতের উপর হালকা করে দিন। তিনি আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমালেন। আমি মূসার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম ঃ আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মাত তাও করতে সামর্থ হবে না, আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে লাঘব করার দরখাস্ত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এভাবে আমি মূসা আলাইহিস সালাম এবং আমার মহান সম্মানিত প্রভুর দরবারে যাওয়া আসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এগুলো দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, প্রত্যেক সালাত দশগুণ বর্ধিত হয়ে পঞ্চাশ সালাত বিবেচিত হবে...[১]।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। মি'রাজের ঘটনা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে মালেক ইবনে সা'সা'আহ, আবু যর এবং ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

সতর্কীকরণ ঃ

ইসরা ও মি'রাজ আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে প্রদত্ত মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম। প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব এতদুভয়ের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করা, এ সুমহান মর্যাদা আল্লাহ সমস্ত নবী-রাসূলের মধ্য হতে কেবলমাত্র আমাদের নবীকে প্রদান করেছেন। ইসরা ও মিরাজকে স্মরণ করে তা আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা কোন মুসলিমের জন্যই বৈধ নয়। অনুরূপভাবে এতদুভয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬২)।

নামাযও বৈধ নয়, যেমনটি কোন কোন সাধারণ মুসলমান করে থাকে। বরং এগুলো গর্হিত বেদ'আত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তন করেননি, সালফে সালেহীনের কেউই তা করেননি। অনুসরণযোগ্য আলেমদের মধ্য থেকেও কেউ তা করতে বলেননি।

রজব মাসের সাতাশ তারিখের রাত্রির নামায ও অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পর্কে সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণ বলেন যে, 'এটা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুনভাবে উদ্ভাবিত বেদ'আতের অন্তর্গত। ইসলামের ইমামদের ঐক্যমতে এ কাজ অবৈধ। মূর্খ ও বেদ'আতকারী ব্যতীত আর কেউ এমন কাজের প্রচলন ঘটায় না'। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মাঝে এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটাবে যা এ দ্বীনের মধ্যে নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে"[১]। অর্থাৎ ঃ তা তার উপরই প্রত্যাখ্যাত হবে।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৯৭)।

নবম পরিচ্ছেদ

নবী আলাইহিমুস্‌সালামদের জীবিত থাকা সম্পর্কে

কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীরা মারা গেছেন। অবশ্য যাদের জীবিত থাকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল এসেছে তারা ব্যতীত, যেমন 'ঈসা আলাইহিস সালাম; কেননা তিনি এখনো মারা যাননি বরং তাকে জীবিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

নবীদের মৃত্যু হওয়ার প্রমাণাদির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ﴾ (البقرة:١٣٣)

"ইয়া'কুবের যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে?" [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৩৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا﴾ (غافر:٣٤)

"ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু তোমরা তিনি তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিল তাতে সর্বদা সন্দেহে ছিলে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হলো তখন তোমরা বলেছিলে, 'তার পরে আল্লাহ আর কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না"। [সূরা গাফির ঃ ৩৪]

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ﴾ (سبأ:١٤)

"তারপর যখন আমরা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদিগকে তার মৃত্যুর বিষয় জানাল কেবল মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। [সূরা সাবা ঃ ১৪]

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠)

"আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৩০]

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন ঃ এ আয়াত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর খবর দিল, সাথে সাথে তাদের মৃত্যুর ঘোষণাও দেয়া হলো। সুতরাং এ আয়াত সাহাবাদের জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাবেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণীর মৃত্যুবরণ করতে হবে এ ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥ والأنبياء: ٣٥، والعنكبوت: ٥٧)

"প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৫, আল-আম্বিয়া ঃ৩৫,আল-'আন্‌কাবূত ঃ ৫৭]

এ আয়াতসমূহ নবীদের মৃত্যু প্রমাণ করে। আরো প্রমাণ করে যে, তাদের মৃত্যু অন্যান্য মানুষের মতই। তবে 'ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যতিক্রম। মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (آل عمران: ٥٥)

"স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, 'হে 'ঈসা! আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব এবং আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব এবং যারা কুফরী করে তাদের মধ্য হতে আপনাকে পবিত্র করব"। [সূরা আলে-ইমরান ঃ৫৫]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা আলাইহিস সালামকে তার শরীর ও রূহসহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তার মৃত্যু হয়নি। আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বাণী ﴿ مُتَوَفِّيكَ ﴾ শব্দে বর্ণিত 'ওফাত' সম্পর্কে তাফসীরে এসেছে ঃ 'তাকে ওফাত দেয়ার অর্থ ঃ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নেয়া'। ইবনে জারীর ত্বাবারী এ মত পোষণ করেছেন। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে উল্লেখিত 'ওফাত' দ্বারা ঘুম বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ﴾ (الزمر:٤٢)

"আল্লাহই আত্মাসমূহকে "ওফাত" প্রদান করেন মৃত্যুর সময় অনুরূপভাবে সেসব আত্মাকেও (ওফাত দেন) নিদ্রাবস্থায় যেগুলোর মৃত্যু হয়নি"। [সূরা আয-যুমার ঃ ৪২]

সুতরাং এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম এখনো আসমানে জীবিত আছেন, তার মৃত্যু হয়নি। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে তার মৃত্যু হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ (النساء:١٥٩)

"কিতাবী (ইয়াহুদী-নাসারা)দের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর ঈমান আনবেই আর ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন"। [সূরা আন-নিসা ঃ ১৫৯]

এখানে যে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তা হলো 'ঈসা আলাইহিস সালাম এর মৃত্যু, যখন তিনি শেষ জামানায় আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া তথা প্রাণরক্ষা কর রহিত করবেন। বহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ জামানায় অবতীর্ণ হবেন। এ সমস্ত হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আর যে সমস্ত নবীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাদের মৃত্যু হয়নি তম্মধ্যে রয়েছেঃ ইদ্রীস আলাইহিস সালাম। অনেক আলেম উল্লেখ করেছেন যে তার মৃত্যু হয়নি, বরং আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন যেমনিভাবে 'ঈসা আলাইহিস সালাম কে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেন আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا * وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (مريم:٥٦-٥٧)

"আর স্মরণ কর এ কিতাবে ইদরীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী, এবং আমরা তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়"। [সূরা মারইয়াম ঃ ৫৬-৫৭]

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইদ্‌রীসকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যেমনিভাবে 'ঈসাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং তার মৃত্যু হয়নি। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর মৃত্যু দেয়া হয়। অন্যরা বলেন ঃ তাকে চতুর্থ

আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আলেমগণ ইদ্রীসের মৃত্যু হওয়া না হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে একথা অকাট্যভাবে সুনির্দিষ্ট যে, তিনি যদি মারা না ও গিয়ে থাকেন তবুও মারা যাবেনই; আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ঘোষণার কারণে, তিনি বলেন ঃ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে'।

'ঈসা ও ইদ্রীস আলাইহিমাস সালাম ব্যতীত অন্যান্য রাসূলদের সম্পর্কে উম্মাতের গ্রহণযোগ্য কোন আলেমই তাদের জীবিত থাকার কথা বলেননি। এ ব্যাপারে পূর্ব বর্ণিত দলীল-প্রমাণাদির কারণে এবং বাস্তবিকই তাদের মৃত্যু চাক্ষুষ দেখতে পাওয়ার কারণে।

তবে এ বিষয়ে এমন কিছু দলীল আছে যে গুলো বুঝতে অনেকের কাছে খটকা লেগেছে যেমন ঃ বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত মি'রাজের হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসেছে যে, তিনি কোন কোন রাসূলকে আসমানে দেখতে পেয়েছেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। সেখানে এসেছে ঃ

(ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه.. قال: قد بعث إليه، ففتح لنا. فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه.. قال: قد بعث إليه، ففتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا بي ودعوا لي بخير)

"তারপর আমাকে নিয়ে আকাশে আরোহণ করা হলো, জিবরীল খুলতে বললে তাকে বলা হলো ঃ আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ জিবরীল, বলা হলো ঃ আপনার সাথে কে? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মাদ, বলা হলো ঃ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি উত্তর করলেন ঃ অবশ্যই তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য খোলা হলো, তৎক্ষনাৎ আমি আদমের সামনে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দো'আ

করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করা হলো, জিবরীল খুলতে বললে তাকে বলা হলো ঃ আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ জিবরীল, বলা হলো ঃ আপনার সাথে কে? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মাদ, বলা হলো ঃ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন ঃ অবশ্যই তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য খোলা হলো, তৎক্ষনাৎ আমি দু' খালার সন্তান 'ঈসা ইবনে মারইয়াম এবং ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া -তাদের উপর রইল আল্লাহর পক্ষ থেকে যাবতীয় সালাত - তাদের সামনে নীত হলাম। তারা দু'জন আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন"[১]। তারপর হাদীসে বাকী অংশে এসেছে, যাতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইউসুফ কে তৃতীয় আসমানে দেখতে পেয়েছেন। আশ্চার্য যে, সৌন্দর্য্যের অর্ধেকই তাকে দেয়া হয়েছে। চতুর্থ আসমানে দেখলেন ইদ্রীসকে, পঞ্চম আসমানে দেখলেন হারূনকে, মূসাকে দেখলেন ষষ্ঠ আসমানে আর সপ্তম আসমানে ইব্রাহীমকে দেখলেন বাইতুল মা'মূরের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে আছেন। তারা প্রত্যেকেই তাকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন।

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

(رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً آدم طُوالاً كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلاً مربوعاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ..)

"যে রাত্রিতে 'ইসরা' হয়েছিল সে রাত্রিতে আমি মূসাকে দেখলাম লম্বা, তামাটে একজন লোক, মনে হল যেন 'শানূয়া' সম্পদায়ের লোকদের মত। আর 'ঈসাকে দেখলাম মাঝারী গড়নের মানুষ, মাঝারী সৃষ্টি লাল ও সাদার সংমিশ্রনে, মাথার চুল অকোকড়ানো ...")[২]।

কোন কোন লোক এ হাদীসসমূহ ও এ জাতীয় অন্যান্য প্রমাণাদি থেকে এ কথা বুঝেছেন যে, নবীদের মৃত্যু হয়নি, তারা এগুলো দ্বারা নবীদের জীবন অবশিষ্ট রয়েছে বলে তাদের বিশ্বাসের নেপথ্যে দলীল হিসাবে পেশ করেন। অথচ বাস্তব

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৫৭০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬২)।

২ সহীহ বুখারী (হাদীস নং (৩২৩৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬৫)।

সত্য হলো যে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম এবং ইদ্রীস আলাইহিস সালাম যার ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে এ দু'জন ব্যতীত অন্যান্য নবীগণ মারা গেছেন। এ দু'জন ব্যতীত অন্যন্য সবার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অকাট্যভাবে তাদের মৃত্যু সাব্যস্ত হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পূর্বেই এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণাদি উল্লেখিত হয়েছে।

তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলদেরকে মি'রাজের রাত্রিতে দেখার যে খবর দিয়েছেন এবং এ জাতীয় অন্যান্য যে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি এসেছে সেগুলোও সত্য। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ নেই; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছেন তা ছিল রাসূলদের আত্মা যা তাদের শরীরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেখানো হয়েছিল। মুলত ঃ যাদের উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন বা সহীহ্ হাদীস থেকে দলীল-প্রমাণাদি এসেছে তারা ব্যতীত অন্যন্যদের শরীর যমীনেই রয়েছে। সুন্নাতের অনুসারী গভীর জ্ঞানের অধিকারী ইমামগণ এ মতই পোষণ করেন।

একজন সুবিজ্ঞ জ্ঞানী ইমাম এ মাস্আলার বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ 'তিনি যে অন্যান্য নবীদের মি'রাজের রাত্রিতে আসমানে দেখতে পেলেন, যখন তিনি আদমকে দুনিয়ার আসমানে, ইয়াহইয়া ও 'ঈসাকে দ্বিতীয় আসমানে, ইউসুফকে তৃতীয় আসমানে, ইদ্রীসকে চতুর্থ আসমানে, হারূনকে পঞ্চম আসমানে, মূসাকে ষষ্ঠ আসমানে এবং ইব্রাহীমকে সপ্তম আসমানে অথবা তার বিপরীতে দেখতে পেলেন, এ দেখা মূলত ঃ তিনি তাদের আত্মাকে তাদের শরীরের রূপে রূপান্তরিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। কোন কোন লোক বলে থাকে যে, তিনি তাদের কবরে দাফনকৃত শরীরই দেখেছেন, এটা কোন মতই নয়। তবে 'ঈসা তার রূহ ও শরীর সহ আসমানে আরোহণ করেছেন অনুরূপভাবে ইদ্রীসের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ইব্রাহীম, মূসা এবং অন্যান্যগণ তারা অবশ্যই যমীনে দাফনকৃত অবস্থায় আছে'।

অবশ্য এ কথার স্বীকৃতি দেয়া উচিত যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলদের রূহ আসমানে উঠিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাদের রূহ সেখানে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সুখ ভোগ করছে অনুরূপভাবে তিনি তাদের শরীরকেও জমীনের বুকে সংরক্ষণ করেছেন। এবং তাদের শরীরকে খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আউস ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ). فقالوا: يا رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرِمْتَ؟ قال: يقول: بَلِيتَ. قال: (إن الله عز وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)

"তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুম'আর দিন, সুতরাং তোমরা তাতে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়; কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়"। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনার শরীর পঁচে যাবে তখন কিভাবে আমাদের সালাত (দরূদ) আপনার কাছে পেশ করা হবে? বর্ণনাকারী বলেন ঃ হাদীসে বর্ণিত (أَرِمْــــتَ) শব্দের অর্থ ঃ (بَلِيْتَ) বা পঁচে যাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "অবশ্যই মহান আল্লাহ নবীদের শরীরকে যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন"[১]।

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক মত কি এবং একজন মুসলিমের জন্য এ ব্যাপারে কি বিশ্বাস করা ওয়াজিব তা স্পষ্ট হয়ে গেল।

মহান আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

[১] হাদীসটি বর্ণনা করেন যথাক্রমেঃ ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ (৪/৮), আবুদাউদ তার সুনান (১/৪৪৩), দারমী তার সুনান গ্রন্থে (১/৩০৭, হাদীস নং ১৫৮০)। ইমাম নববী বলেনঃ তার সনদ বিশুদ্ধ।

দশম পরিচ্ছেদ

নবীদের মু'জিযা এবং অলীদের কারামতের মধ্যে পার্থক্য

মু'জিযার সংজ্ঞা ঃ

মু'জিযা শব্দটি আরবী العجز থেকে গৃহিত, যার অর্থ ঃ অক্ষমতা।

আরবী অভিধান ক্বামূস গ্রন্থে এসেছে ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা হলো যা দিয়ে তিনি বিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে অপারগ করে দিয়েছেন। এখানে المعجزة শব্দের শেষে যে هاء এসেছে তা আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় মু'জিযা বলতে বুঝায় ঃ নবীদের হাতে তাদের সত্যতা প্রমাণে কোন অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশ পাওয়া, যার মোকাবিলায় কিছু করা সম্ভব হয়না ।

এখানে আমরা 'কোন অস্বাভাবিক বিষয়' বলে ঐ সমস্ত বিষয় বের করে দিয়েছি যে গুলো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। যেমন নবীদের যে সমস্ত কাজ ও অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

আর আমরা 'নবীদের হাতে' বলে ঐ সমস্ত অস্বাভাবিক বিষয় বের করে দিয়েছি যেগুলো অলীদের হাতে সংঘটিত হয়ে থাকে; কেননা সেগুলো মু'জিযা নয় বরং কারামাত। যা নবীদের অনুসরণ-অনুকরণ করার কারণে তাদের অর্জিত হয়। যাদুকর ও গণকরা যে সমস্ত ভেলকি নিয়ে আসে তা পূর্বাহ্নেই এর আওতা বহির্ভূত হবে; কারণ এ গুলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টজীব থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে।

আর 'তাদের সত্যতা প্রমাণে যার মোকাবেলায় কিছু করা সম্ভব হয়না' এ কথা দ্বারা আমরা ঐ সমস্ত অস্বাভাবিক বস্তু বের করে দিয়েছি যা নবুওয়াতের দাবীদার মিথ্যাবাদীগণ দাবী করে থাকে। অনুরূপভাবে যাদুকরগণ দেখিয়ে থাকে; কেননা সেগুলো তাদের মত অন্যান্য যাদুকরগণ নিয়ে আসতে পারে। কারণ সেগুলো মূলত ঃ যাদু ও ভেলকি জাতীয়।

নবীদের মু'জিযার কিছু উদাহরণ ঃ

নবীদের মু'জিযা অনেক ঃ

সালেহ্ আলাইহিস সালাম এর অন্যতম মু'জিযা হলো ঃ তার জাতি তার কাছে সুনির্দিষ্ট এক পাথর থেকে উষ্ট্রি বের করে দিতে বলল। তারপর উটের কি কি গুণ থাকতে হবে তাও নির্ধারণ করে দিল। তিনি এজন্য আল্লাহকে ডাকলেন। আল্লাহ ঐ পাথরকে নির্দেশ দিলেন যেন তা ফেটে তার থেকে যে রকম তারা চেয়েছে সে রকম প্রকান্ড উষ্ট্রী বের করে দেয়[১]। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন ঃ

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (الأعراف:٧٣)

"সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। সুতরাং তোমরা তাকে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও এবং তাকে কোন কষ্ট দিওনা, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর এসে পড়বে"। [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭৩]

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মু'জিযার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ তার জাতি তাকে শাস্তি ও ধ্বংস করার জন্য যে আগুন প্রজ্জলিত করেছিল তারপর তাকে সেখানে নিক্ষেপ করেছিল আল্লাহ তা'আলা সে আগুনকে তার জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ * قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ * وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ (الأنبياء: ٦٨-٧٠)

"তারা বলল ঃ 'তাকে পুড়িয়ে ফেল, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাদের, তোমরা যদি কিছু করতে চাও'। আমরা বললাম ঃ 'হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও'। তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৮-৭০]

---

[১] তাফ্সীরে ইবনে কাসীর (৩/৪৩৬)।

মূসা আলাইহিস সালাম এর মু'জিযার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ তার লাঠি যা যমীনে রাখার সাথে সাথে মহা সাপে পরিণত হয়ে যেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ * قَالَ أَلْقِهَا يَٰمُوسَىٰ * فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ * قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴾ (طه:١٧-٢١)

"'হে মূসা! আপনার ডান হাতে সেটা কি'? বললেন ঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমার মেষ পালের জন্য গাছের পাতা ফেলে থাকি আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে'। তিনি বললেন ঃ 'হে মূসা! আপনি তা নিক্ষেপ করুন'। তারপর তিনি তা নিক্ষেপ করলে সংগে সংগে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। তিনি বললেন ঃ 'আপনি তাকে ধরুন, ভয় করবেন না, আমরা তাকে তার পূর্ব রূপ ফিরিয়ে দেব' "। [সূরা ত্বা-হা ঃ ১৭-২১]

মূসা আলাইহিস সালাম এর মু'জিযার মধ্যে আরো ছিল ঃ তিনি তার জামার বগলে হাত ঢুকিয়ে বের করার পর তা' কোন প্রকার রোগ ব্যাধি ছাড়াই সাদা ধবধবে চাঁদের মত চিকচিক করত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾ (طه:٢٢)

"এবং আপনার হাত আপনার বগলের সাথে মিলিত করুন, তা আরেক নিদর্শন স্বরূপ নির্মল উজ্জল হয়ে বের হবে"। [সূরা ত্বা-হা ঃ ২২]

'ঈসা আলাইহিস সালাম এর মু'জিযার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ তিনি মাটি দিয়ে পাখির মত আকৃতি বানাতেন তারপর সেগুলোতে ফুঁ দিতেন, তাতেই সেগুলো আল্লাহর হুকুমে পাখী হয়ে উড়ে যেত। তিনি দৃষ্টি শক্তিহীন অর্থাৎ অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীর উপর হাত বুলিয়ে দিতেন, তাতেই তারা আল্লাহর নির্দেশে সুস্থ হয়ে যেত। তিনি মৃতদেরকে তাদের কবর থেকে ডাকতেন, তাতেই তারা আল্লাহর অনুমতি ক্রমে তার ডাকে সাড়া দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ﴾ (المائدة:١١٠)

"আরো স্মরণ করুন যখন আপনি কাদামাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখির

মত আকৃতি গঠন করতেন এবং তাতে ফুঁ দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আপনি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতেন এবং আমার অনুমতিক্রমে আপনি মৃতকে জীবিত করতেন"। [সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ১১০]

আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযার মধ্যে অন্যতম হলো ঃ মহা কুরআন। যা সমস্ত রাসূলদের মু'জিযার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة:٢٣)

"আমরা আমাদের বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা অনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে আহবান কর"। [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২৩]

আরো বলেন ঃ

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (الإسراء:٨٨)

"বলুন ঃ 'যদি কুরআনের অনুরূপ নিয়ে আসার জন্য মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয় এবং যদি তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ৮৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযার মধ্যে অন্যতম আরেকটি মু'জিযা হলো চাঁদ ফেটে যাওয়া, মক্কাবাসীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি নিদর্শন দেখাতে বলল। তখন চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, মক্কাবাসী ও অন্যান্যরা তা দেখতে পেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ (القمر:١-٢)

"ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চাঁদ ফেটে গেছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এ তো চিরাচরিত যাদু [সূরা আল-কামার ঃ ১-২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযার মধ্যে অন্যতম আরেকটি মু'জিযা হলো ঃ 'ইসরা ও মি'রাজ'। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ (الإسراء:١)

"কতইনা পবিত্র ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত"। [সূরা আল-ইসরা ঃ ১]

রাসূলদের মু'জিযা অনেক, বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা; কেননা আল্লাহ তাকে এমন অনেক নির্দশনাবলী ও অনেক দলীল-প্রমাণাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন পূর্ববর্তী কোন নবীর কাছে যার সমারোহ ঘটেনি। আমি এখানে যা বর্ণনা করেছি তা কেবলমাত্র উদাহরণ পেশের নিমিত্তে।

কারামাতের সংজ্ঞা ঃ

কারামাত হলো ঃ নবুওয়াতের দাবী বা দাবীর প্রারম্ভিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে কোন ব্যাহ্যিক সৎপরায়ণ সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন নেক আমলকারী ব্যক্তির কাছ থেকে অস্বাভাবিক কর্মকান্ড প্রকাশ পাওয়া।

এখানে আমরা 'অস্বাভাবিক কর্মকান্ড' বলে ঐ সমস্ত বিষয় এর থেকে বের করে দিয়েছি যে সমস্ত কর্মকান্ড স্বভাবিক ভাবে ঘটে থাকে।

আর 'নবুওয়াতের দাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে' এ কথার মাধ্যমে নবীদের মু'জিযাসমূহ এর গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে 'নবুওয়াতের দাবীর প্রারম্ভিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে' এ কথা দ্বারা 'ইরহাস' তথা নবুওয়াতের পূর্বে যে সমস্ত অস্বাভাবিক কর্মকান্ড প্রকাশ পায় সে সমস্ত বস্তুও এ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে।

তদ্রূপ 'কোন ব্যাহ্যিক সৎপরায়ণ সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন নেক আমলকারী' এ কথা দ্বারা যে সমস্ত কর্মকান্ড যাদুকর এবং গণকদের দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলো এ সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত হয়ে যাবে; কেননা তা যাদু ও ভেলকি হিসাবে গণ্য হবে।

অলীদের কারামাত অনেক। তম্মধ্যে এমন কিছু কারামাত আছে যেগুলো পূর্ববর্তী জাতি সমূহের নেককার লোকদের হাতে ঘটেছিল।

তম্মধ্যে আল্লাহ মারইয়াম আলাইহাস সালাম সম্পর্কে জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ

عِندِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران:٣٧)

"যখনই যাকারিয়া তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। তিনি বলতেনঃ 'হে মারইয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে'? মারইয়াম বলতেন ঃ 'তা আল্লাহর নিকট হতে'। [সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭]

অনুরূপভাবে আসহাবে কাহাফ তথা গর্তের অধিবাসীদের ঘটনা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

এ উম্মাতের অলীদের যে সমস্ত কারামাত সংঘটিত হয়েছিল তম্মধ্যে রয়েছে ঃ

প্রখ্যাত সাহাবী উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। তিনি সূরা কাহাফ পড়ছিলেন, তখন আকাশ থেকে ছায়ার মত অবতীর্ণ হচ্ছিল যাতে ছিল চেরাগের আলোর সমাহার। মূলত ঃ তারা ছিল ফিরিশ্‌তা, তারা তার পড়া শুনতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

অনুরূপভাবে ফিরিশতাগণ ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম জানাতেন।

সালমান ও আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কোন এক প্লেটে খাবার খাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাদের প্লেট তাসবীহ পাঠ করেছিল অথবা তাদের প্লেটে যা ছিল সেগুলো তাসবীহ পাঠ করেছিল।

খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র মক্কার মুশরিকদের নিকট বন্দী ছিলেন, তার কাছে আঙুর আসত আর তা তিনি খেতেন অথচ মক্কায় তখন কোন আঙুরই ছিলনা।

আল'আলা আল-হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাবাহিনী নিয়ে সাগরের উপর তাদের ঘোড়া সহ পার হয়ে গেলেন অথচ তাদের ঘোড়ার লাগামও ভিজলনা।

আসওয়াদ আল-আনাসী যখন নবুওয়াতের দাবী করেছিল তখন আবু মুসলিম আল-খাওলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। সে তাকে বলল ঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দিবে? তিনি বললেন ঃ আমি শুনিনা। সে বলল ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ হাঁ । তখন সে আগুন জালানোর নির্দেশ দিল, তারপর তাকে সে আগুনে নিক্ষেপ করল, কিন্তু তারা তাকে দেখতে পেল যে, সে আগুনের মাঝে নামায

পড়ছে। সে আগুন তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

এ ছাড়াও জীবনী গ্রন্থ ও ইতিহাস গ্রন্থে এ ধরণের আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে পার্থক্য ঃ

মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে পার্থক্য হলো ঃ মু'জিযার সাথে নবুওয়াতের দাবী সংশ্লিষ্ট থাকবে। অপর পক্ষে কারামাতের অধিকারী ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করবেনা, বরং তার কারামাত অর্জনের কারণই হচ্ছে নবীর অনুসরণ ও তার শরীয়তের উপর অটল থাকা। সুতরাং মু'জিযা হলো নবীর, আর কারামাত হলো অলীর। তবে দু'টোর মধ্যেই অস্বাভাবিক কর্মকান্ড আছে।

আলেমদের কোন কোন ইমাম মত প্রকাশ করেছেন যে, মূলত অলীদের কারামাত নবীর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত; কেননা অলী কেবলমাত্র রাসূলের অনুসরণের কারণেই কারামাত লাভ করেছে, সুতরাং প্রত্যেক অলীর কারামাত ঐ নবীর মু'জিযা হিসাবে ধরা হবে যার শরীয়তের উপর সে আল্লাহর ইবাদাত করে।

এ থেকে একথা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, নবীদের অস্বাভাবিক কর্মকান্ডকে মু'জিযা বলা আর অলীদের অস্বাভাবিক কর্মকান্ডকে কারামাত বলা, এ দুটি মূলত পারিভাষিক অর্থ, কুরআন ও সুন্নায় তার অস্তিত্ব নেই। বরং আলেমগণ পরবর্তীকালে এ দু'টি পরিভাষা নির্ধারণ করে নিয়েছেন। যদিও এগুলোর মূলদাবী কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত দলীলসমূহের দিকেই ফিরে যায় যা বাস্তব সত্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

মু'জিযা ও কারামাতের উপর ঈমান আনার হুকুম ঃ

নবীদের মু'জিযা এবং অলীদের কারামাতের উপর ঈমান আনা ঈমানের মূলনীতিগুলোর মধ্য হতে একটি মূলনীতি। যা কুরআন হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত, আর বাস্তবেও তা দেখা যায়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উপর এগুলোর বিশুদ্ধতা এবং এগুলো যে বাস্তব তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। অন্যথায় এগুলোর কোন কিছু মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলে অথবা এগুলোর কোন কিছু অস্বীকার করলে কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহকে পরিত্যাগ করা হয়, বাস্তবের সাথে সংঘর্ষ তৈরী হয় এবং এ ক্ষেত্রে দ্বীনের ইমাম ও মুসলমানদের আলেমগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন সে আদর্শ থেকে বড় ধরণের বিচ্যুতি ঘটে। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন।

এগারতম পরিচ্ছেদ
ইসলামে অলী ও বেলায়াত

অলী ও বেলায়াতের সংজ্ঞা ঃ

বেলায়াত ঃ শব্দটি আরবী الولاية শব্দ থেকে গৃহিত। যা العداوة শব্দের বিপরীত শব্দ। الولايـــة বা বেলায়াতের মূল হলো ঃ ভালবাসা ও নৈকট্য। আর العداوة এর মূল হলো ঃ ঘৃণা ও দুরত্ব।

শরীয়তের পরিভাষায় বেলায়াত বলতে বুঝায় ঃ আল্লাহর কাছে তার আনুগত্যের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ।

আর শরীয়তের পরিভাষায় অলী বলতে বুঝায় ঃ যার মধ্যে দু'টি গুণ আছে ঃ ঈমান এবং তাকওয়া। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴾

(يونس:٦٢-٦٣)

"জেনে রাখ! আল্লাহর অলী তথা বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা, যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে"। [সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৩]

অলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য ঃ

যদি আল্লাহর অলী বলতে ঈমানদার ও মুত্তাকীদের বুঝায় তাহলে বান্দার ঈমান ও তাকওয়া অনুসারে আল্লাহর কাছে তার বেলায়াত তথা বন্ধুত্ব নির্ধারিত হবে। সুতরাং যার ঈমান ও তাকওয়া সবচেয়ে বেশী পূর্ণ, তার বেলায়াত তথা আল্লাহর বন্ধুত্ব সবচেয়ে বেশী হবে। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহর বেলায়াতের মধ্যেও তারতম্য হবে।

আল্লাহর নবীরা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অলী হিসাবে স্বীকৃত। নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তার রাসূলগণ। রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ তথা নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, 'ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর সমস্ত

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - যার আলোচনা পূর্বে চলে গেছে - তারপর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তারপর বাকী তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ধারণে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে।

আল্লাহর অলীদের প্রকারভেদ ঃ

আল্লাহর অলীগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

প্রথম শ্রেণী ঃ যারা অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ যারা ডান ও মধ্যম পন্থী।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا * وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (الواقعة: ١-١٢)

"যখন যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী (ক্বিয়ামত) তা ঘটবে, তখন তার সংঘটনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কেউ থাকবে না। তা কাউকে নীচ করবে, কাউকে সমুন্নত করবে। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে যমীন। পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ফলে তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেনীতে- ডান দিকের দল; ডান দিকের দলের কি মর্যাদা! আর বাম দিকের দল; বাম দিকের দলের কি অসম্মান! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত- নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতে। [সূরা আল-ওয়াকি'আহ ঃ ১-১২]

এখানে তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যাদের একদল জাহান্নামের, তাদেরকে বামদিকের দল বলা হয়েছে। আর বাকী দু'দল জান্নাতের, তারা হলেন ঃ ডানদিকের দল এবং অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্তগণ। তাদেরকে আবার এ সূরা আল-ওয়াকি'আরই শেষে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ *

﴿فَسَلَٰمٞ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ﴾ (الواقعة:٨٨ - ٩١)

"তারপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয় তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় তবে তোমার জন্য সালাম ও শান্তি; কারণ সে ডান পন্থীদের মধ্যে"। [সূরা আল- ওয়াকি'আহ ঃ ৮৮-৯১]

অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অলীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত হাদীসে এ দু'দলের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীসটি হাদীসে কুদসী যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রভু আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন ঃ তিনি বলেন ঃ

(إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه)

"মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমার বান্দার উপর যা আমি ফরয করেছি তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন প্রিয় বস্তু নেই যার মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজসমূহ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি। তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে আর তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। তখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা অবশ্যই দেব, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেব"[১]।

সুতরাং নেককার লোকেরা হলো ঃ ডান দিকের দল, যারা আল্লাহর কাছে ফরজ

---

[১] সহীহ বুখারী, (হাদীস নং ৬৫০২)।

আদায়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে। তারা আল্লাহ তাদের উপর যা ওয়াজিব করেছেন তা আদায় করে, আর যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ করে। তারা নফল কাজে নিজেদের কষ্ট দেয় না, বাড়তি হালাল কর্মকান্ড থেকেও দুরে থাকে না। কিন্তু যারা অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত দল তারা আল্লাহর কাছে ফরজ আদায়ের পর নফলের মাধ্যমে নৈকট্য লাভে রত হয়। ফলে তারা ওয়াজিব, মুস্তাহাব আদায় করে, হারাম ও মাকরূহ বস্তু ত্যাগ করে। তারপর যখন তারা তাদের ক্ষমতা অনুসারে তাদের প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রভুও তখন তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসেন এবং তাদেরকে গুনাহের কাজ থেকে হেফাজত করেন, তাদের দো'আ কবুল করেন। যেমনটি আল্লাহ এ হাদীসে বলেছেন যে, "আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজসমূহ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি..."।

আল্লাহর অলীগণ কোন পোষাক বা বিশেষ কোন আকৃতির সাথে সুনির্দিষ্ট নন ঃ

সুন্নাতের অনুসারী আলেম ও বিশেষজ্ঞদের নিকট একথা স্বীকৃত যে, আল্লাহর অলীগণ অন্যান্য মানুষদের থেকে প্রকাশ্যে কোন পোষাক বা কোন বেশ-ভূষা দ্বারা বিশেষভাবে পরিচিত হন না।

অলীদের সম্পর্কে গ্রন্থ রচনাকারী কোন এক ইমাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর অলীগণ সাধারণ মানুষ থেকে প্রকাশ্যে কোন বৈধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন না। সুতরাং তারা হালাল কোন পোষাক ছেড়ে অন্য কোন পোষাকের মাধ্যমে পরিচিত হন না। তেমনিভাবে তারা চুল কামানো বা খাটো করা বা গোছা করা ইত্যাদি হালাল কোন কাজের মাধ্যমেও পরিচিত হন না। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ সাধারণ পোষাকে অনেক বন্ধু আছে, আলখেল্লা গায়ে অনেক যিন্দীক তথা গোপন কাফের রয়েছে। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে প্রকাশ্য বেদ'আতকারী ও অন্যায়কারী ছাড়া সর্বস্তরে আল্লাহর অলীগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সুতরাং তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কুরআনের ধারক-বাহকদের মাঝে, জ্ঞানী-আলেমদের মাঝে, যেমনিভাবে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে জিহাদকারী ও তরবারী-ধারকদের মাঝে, অনুরূপভাবে তাদেরকে পাওয়া যাবে ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষকের মাঝে।

অলীদের ব্যাপারে যে সমস্ত অতিরঞ্জিত বিশ্বাস বিদ্যমান তার খন্ডন ঃ

আল্লাহর অলীগণ নিস্পাপ নন, তারা গায়েবও জানেন না, সৃষ্টি বা রিযিক প্রদানে

তাদের কোন প্রভাবও নেই। তারা নিজেদেরকে সম্মান করতে অথবা কোন ধন-সম্পদ তাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে মানুষদেরকে আহবান করেন না। যদি কেউ এমন কিছু করে তাহলে সে আল্লাহর অলী হতে পারে না, বরং মিথ্যাবাদী, অপবাদ আরোপকারী, শয়তানের অলী হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন।

চতুর্থ অধ্যায়
আখিরাতের উপর ঈমান

এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক্বিয়ামতের আলামত ও তার প্রকারভেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কবরের নেয়ামত ও শাস্তি।

এতে তিনটি বিষয় রয়েছে।

প্রথম বিষয় ঃ কবরের নেয়ামত ও শাস্তির উপর ঈমান আনা ও তার প্রমাণাদি

দ্বিতীয় বিষয় ঃ কবরের নেয়ামত ও শাস্তি রূহ ও শরীর উভয়ের উপর হওয়ার বর্ণনা

তৃতীয় বিষয় ঃ মুনকার ও নাকীর নামীয় দু'জন ফিরিশ্‌তার উপর ঈমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পুনরুত্থানের উপর ঈমান।

এতে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে

প্রথম বিষয় ঃ পুনরুত্থান ও তার বাস্তবতা।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির ভিত্তিতে পুনরুত্থানের প্রমাণ

তৃতীয় বিষয় ঃ হাশর।

চতুর্থ বিষয় ঃ হাউযের বর্ণনা ও তার দলীল।

পঞ্চম বিষয় ঃ মীযানের বর্ণনা ও তার দলীল।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ শাফা'আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও তার প্রমাণাদি

সপ্তম বিষয় ঃ সিরাত, তার বর্ণনা ও প্রমাণাদি।

অষ্টম বিষয় ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, এতদুভয়ের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি ও তার প্রমাণাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

"আশরাতুস্ সা'আ" বা ক্বিয়ামতের আলামত ও তার প্রকারাদি

"আশরাতুস্ সা'আ" বা ক্বিয়ামতের আলামতের সংজ্ঞা ঃ

أشـراط 'আশরাত্ব' শব্দটি شرط শারাত্ব এর বহুবচন। যার অর্থ ঃ আলামত বা চিহ্ন। কেউ কেউ বলেন ঃ কোন বস্তুর আশরাত্ব বলতে তার প্রারম্ভিক বিষয়সমূহ বুঝায়।

লিসানুল আ'রব নামক অভিধানে এসেছে যে, এ দু'অর্থ খুবই নিকটবর্তী; কেননা কোন বস্তুর আলামত তার প্রারম্ভ।

আর আস্‌সাআ' অর্থ ঃ সময়ের কিছু অংশ। এর দ্বারা ক্বিয়ামত বুঝানো হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ ﴿ وَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (الزخرف: ٨٥) "তার কাছেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান"। [সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৮৫]

শরীয়তের বিভিন্ন দলীল প্রমাণাদি ও মানুষের কথাবার্তায় ক্বিয়ামতের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে আস্‌সা'আ। ঐ দিনকে আস্‌সা'আ নামকরণ করা হয়েছে কারণ; তা হঠাৎ করে আসবে ফলে ক্ষণিকের মধ্যে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

'আশরাতুস্ সা'আ' অর্থাৎ ঃ ক্বিয়ামতের আলামত ও চিহ্নসমূহ যা ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ (محمد:١٨)

"তারা কি কেবল এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, ক্বিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে? ক্বিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসে পড়েছেই"। [সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৮]

ক্বিয়ামতের আলামতের প্রকারভেদ ঃ

ক্বিয়ামতের আলামত ও নিদর্শনাবলী তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ ঃ দূরবর্তী আলামতসমূহ ঃ যে গুলো পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এবং চলে

গেছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ

🕒 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ। বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

(بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة والوسطى)

"আমার প্রেরণ এবং ক্বিয়ামত এ দু'টোর মত", 'তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি মিলিয়ে দেখালেন'[১]।

🕒 চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া, যার ঘোষণা আল্লাহ তার কুরআনে দিয়েছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (القمر:١)

"ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে আর চাঁদ ফেটে গেছে"। [সূরা আল- কামার ঃ১]

🕒 হিজাযের ভূমি থেকে একটি আগুন বের হওয়া যার আলোতে বুসরা নগরীতে উটের ঘাড় আলোকিত হবে। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)

"যতক্ষণ পর্যন্ত হিজাযের ভূমিতে এমন একটি আগুন বের না হবে যার আলোতে বুসরা নগরীতে উটের ঘাড় আলোকিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না[২]।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলনে ছয়শত চুয়ান্ন হিজরীর জামাদাল আখিরা মাসের শুরুতে এ আগুন বের হয়েছিল, যা নবীর মদীনা নগরীর পূর্বপাশ্ব থেকে বের হয়েছিল। এর কারণে আগুনের উপত্যকা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ তাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সিরিয়াবাসীগণ

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫০৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯৫১)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭১১৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯০২)।

এর আলো দেখতে পেয়েছিলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বুসরা - যা দামেশকের একটি জনপদের নাম- তার অধিবাসীরা এর আলোতে উটের ঘাড় দেখতে পেয়েছিল।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ মাঝারী ধরণের আলামতসমূহ ঃ যে গুলো পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি বরং তা বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ধরণের নিদর্শনাবলীর সংখ্যা অনেক বেশী। তম্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্যতম।

◷ দাসী কর্তৃক তার মনিবকে প্রসব করা[১] এবং খালি পা, নগ্ন, ছাগলের রাখালগণ অট্টালিকা বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। জিবরীলের প্রসিদ্ধ হাদীস যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন আর যার আলোচনা এ অংশের প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে তাতে এসেছে ঃ

(قـــال فأخـــبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)

"তিনি (জিবরীল) বললেন ঃ 'তারপর আপনি আমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে বলুন', তিনি (রাসূল) বললেন ঃ 'যার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না'। তিনি বললেন ঃ 'তাহলে আমাকে তার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জানান'। তিনি বললেন ঃ 'দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, আর আপনি খালি পা, নগ্ন, দরিদ্র, ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেখতে পাবেন'"[২]।

◷ ত্রিশজন মিথ্যাবাদী ধড়িবাজ নবুওয়াতের দাবীদারের আবির্ভাব হওয়া। আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

(لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه

---

[১] দাসী মনিবকে প্রসব করা, দাসী হলো ঐ মহিলা যে কারো মালিকানাধীন আর তার মালিকের পক্ষ থেকে তার গর্ভের সন্তান তার মালিকের পর্যায়ে; কেননা মানুষের সম্পদ তার সন্তানের হাতে যায়।

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮)।

رسول الله)

"যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিশের কাছাকাছি সংখ্যক মিথ্যাবাদী ধড়িবাজ যাদের প্রত্যেকে ধারণা করবে সে আল্লাহর রাসূল, তাদের আবির্ভাব না হবে ততক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না"[১]।

আবুদাঊদ ও তিরমিযী তাদের সুনান গ্রন্থে সাওবানের হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

(وإنـــه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)

"আর অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে যাদের প্রত্যেকেই মনে করবে যে সে নবী, অথচ আমি শেষ নবী আমার পরে কোন নবী নেই"[২]।

🕒 ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের এক পাহাড় প্রকাশিত হবে, যার জন্য মানুষের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

(لا تقـــوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلّي أكون أنا الذي أنجو)

"ক্বিয়ামত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের এক পাহাড় বের না হবে। যার জন্য মানুষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। যে যুদ্ধে শতকরা নিরানব্বই জন মারা যাবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে হয়ত ঃ আমিই বেঁচে যাব"[৩]।

---

[১] হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৩৬০৯)।

[২] সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৪২৫২), সুনান তিরমিযী (হাদীস নং ২২১৯), ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৩] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৯৪), অনুরূপভাবে বুখারীও, হাদীস নং (৭১১৯), আর আহমাদ তার মুসনাদ (২/২৬১)।

এ আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি।

তৃতীয় ভাগ ঃ বড় আলামতসমূহ ঃ যে আলামতসমূহ প্রকাশিত হবার পরপরই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সে আলামতগুলোর সংখ্যা দশ। যেগুলো এখনো প্রকাশিত হয়নি।

সহীহ মুসলিমে হুযাইফা ইবনে আসীদের হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

(اطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم ﷺ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম, তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি আলোচনা করছিলে'? আমরা বললাম ঃ 'আমরা ক্বিয়ামতের কথা আলোচনা করছিলাম'। তিনি বললেন ঃ 'যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি বৃহৎ আলামত বা নিদর্শন না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না'। তারপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, বিশেষ ধরনের প্রাণী, পশ্চিমে সূর্য উদিত হওয়া, 'ঈসা ইবনে মারইয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবতরণ, ইয়া'জুজ মা'জুজ, তিনটি ভূমি ধস যার একটি প্রাচ্যে, আরেকটি প্রাশ্চাত্যে, অন্যটি আরব উপদ্বীপে হবে, আর এ আলামাত গুলোর সবশেষে ইয়ামেন থেকে একটি আগুন বের হবে যা মানুষকে তাদের একত্রিত হওয়ার স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে"[১]।

কোন কোন হাদীসে মাহদী, ক্বাবার ধ্বংস ও যমীন থেকে কুরআন উঠে যাওয়ার কথা এসেছে। অচিরেই এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হবে।

অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ আলেমের মতে, দশটি বড় আলামত হলো এ তিনটি এবং হুযাইফা ইবনে আসীদের হাদীসে বর্ণিত ভূমি ধসের বিষয় ছাড়া বাকী বিষয়গুলো।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯০১)।

ভূমি ধ্বস হওয়া যদিও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে সন্দেহাতীতভাবে ক্বিয়ামতের আলামতের মধ্যে গণ্য কিন্তু তা বড় দশটি আলামতের পূর্বেই ঘটবে, এগুলো বড় আলামত সমূহের সূচনা করবে। এর প্রমাণ হিসাবে আমরা হুযাইফা ইবনে আসীদ বর্ণিত হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার শব্দের প্রতি লক্ষ্য করতে পারি, সেখানে ভূমি ধসের কথা অন্যান্য আলামত বর্ণনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম শরীফেই তা বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ...)

"তোমরা দশটি আলামত না দেখা পর্যন্ত ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, পূর্বদেশে এক ভূমি ধস, পশ্চিমের দেশে অন্য ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে আরেকটি ভূমি ধস, দাজ্জাল, ধোঁয়া ..."[১]।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকী আলামত সমূহের উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী বলেন ঃ 'এ বর্ণনা অনুসারে প্রথম আলামত হচ্ছে তিনটি ভূমি ধস, যার কোন কোনটি ইবনে ওয়াহাব এর বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ঘটেছিল...'।

নিম্নে দলীল-প্রমাণাদি সহ এ দশটি বড় আলামতের বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছেঃ

প্রথম আলামত ঃ মাহদীর আবির্ভাব

তিনি রাসূলের আহলে বাইত তথা পরিবারভুক্ত হিসাবে স্বীকৃত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বংশের একজন লোক। এমন এক সময় তিনি আবির্ভূত হবেন যখন যমীন অত্যাচার - অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর তিনি যমীনকে ইনসাফ ও সাম্যে ভরপুর করে দিবেন। তার নাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম অনুযায়ী হবে, তার পিতার নাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নামানুসারে হবে। আবু দাউদ ও

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯০১)।

তিরমিযী 'আব্‌দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ

(لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً)

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আহলে বাইতের এক লোক আরবদের রাজা হবে না যার নাম আমার নামের মত হবে, আর তার পিতার নাম আমার পিতার নামের মত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না। সে যমীনকে ইনসাফ ও সাম্যে ভরপুর করে দেবে, যেমনিভাবে তা (তার আবির্ভাবের পূর্বে) অত্যাচার-অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল"[১]।

দ্বিতীয় আলামত ঃ মাসীহ্ দাজ্জালের আবির্ভাব

শেষ যামানায় আদম সন্তানদের থেকে এক লোক বের হবে যার কারণে অনেকেই বিভ্রান্ত হবে। আল্লাহ তার হাতে কিছু অস্বাভাবিক কর্মকান্ড ঘটাবেন, সে নিজে প্রভুত্ব তথা নিজেই সবার মালিক ও প্রভু হওয়ার দাবী করবে, মু'মিনের উপর তার বাতিল কর্মকান্ড চলবে না, সে মক্কা ও মদীনা ছাড়া সমস্ত শহরে প্রবেশ করবে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে, মূলত ঃ তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নাম।

বহু সহীহ্ হাদীসে তার বের হওয়া প্রমাণিত। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ

সহীহ্ মুসলিমে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ...)

"আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানিনা চল্লিশ দিন নাকি চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বছর। তারপর

---

[১] সুনানে আবু দাউদ, (৪/৩০৬, হাদীস নং ৪২৮২), শব্দ চয়ন আবু দাউদের, সুনান তিরমিযী, (৪/২২৩০), তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ 'ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠাবেন, তিনি দেখতে উরওয়া ইবনে মাস'উদ এর মত। তারপর তিনি তাকে খুঁজবেন এবং ধ্বংস করবেন..."[১]।

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করলেন তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ

(إني أنذركمـــوه ومـــا من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور)

"আমি তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করছি, প্রত্যেক নবীই তার জাতিকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছিল। নূহও তার জাতিকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছিল। তবে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে দিচ্ছি যা কোন নবী তার জাতিকে বলেনি, আর তা হচ্ছে ঃ তোমরা জান যে সে কানা, অথচ আল্লাহ কানা নন"[২]।

তৃতীয় আলামত ঃ 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম এর অবতরণ

তিনি আসমান থেকে যমীনে শাসক ও ইনসাফকারী হিসাবে অবতীর্ণ হবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর মেরে ফেলবেন এবং দাজ্জালকে শেষ করবেন। কুরআন ও সুন্নায় এ ব্যাপারে অনেক দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে।

কুরআন থেকে প্রমাণ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ (الزخرف:٦١).

"অবশ্যই তিনি ক্বিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন"। [সূরা আয্‌যুখরুফ ঃ ৬১]

অনেক মুফাস্‌সির এ আয়াত দ্বারা 'ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতীর্ণ হবার দলীল গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাস থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ তার মুসনাদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯৪০)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩০৫৭), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬৯), শব্দচয়ন ইমাম বুখারী ।

করেন, তিনি বলেছেনঃ ‘এটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা আলাইহিস সালাম এর আবির্ভাব’[১]।

অনুরূপভাবে বহু সহীহ হাদীসেও ‘ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতীর্ণ হওয়ার কথা এসেছে। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينـــزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصـــليب ويقتل الخنـــزير، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها)

“যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, অচিরেই তোমাদের মাঝে মরিয়মের পুত্র শাসক, ইনসাফকারী হিসাবে আবির্ভূত হবেন, তারপর ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া তথা প্রাণ রক্ষা কর রহিত করবেন আর সম্পদ এমনভাবে বেড়ে যাবে যে, তা কেউ গ্রহণ করবে না, শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হবে যে, একটি সাজ্‌দা দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকেও বেশী উত্তম হবে”[২]।

চতুর্থ আলামত ঃ ইয়া’জূজ মা’জূজ বের হওয়া

তাদের সংখ্যা অনেক, তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো থাকবে না, বলা হয়ে থাকে তারা নূহ আলাইহিস সালাম এর সন্তান ইয়াফিছ এর বংশধর। তাদের বের হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَٰخِصَةٌ أَبۡصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (الأنبياء: ٩٦-٩٧)

“এমনকি যখন ইয়া’জূজ ও মা’জূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ

---

[১] মুসনাদ (১/৩১৮)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২২২২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৫৫), এখানে ইমাম মুসলিমের শব্দ নেয়া হয়েছে।

ভূমি হতে ছুটে আসবে। আর অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হবে, আকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে"। [সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৯৬-৯৭]

বুখারী ও মুসলিম যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তার কাছে ভীত-বিহবল অবস্থায় প্রবেশ করে বললেন ঃ

(لا إلــه إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه «وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها ..»)

"আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই, আরবদের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে, এমন এক বিপদ হতে যা নিকটবর্তী হয়েছে। ইয়া'জূজ ও মা'জূজের প্রাচীরের এতটুকু খুলে গেছে" '(তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার সাথের আঙ্গুলি দিয়ে গোল বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন)..'[১]।

পঞ্চম আলামত ঃ কা'বার ধ্বংস ও তার মধ্যস্থিত অলংকারসমূহ লুট হওয়া

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, হাবশা তথা আবিসিনিয়ার ছোট (হাল্কা) পিন্ডলী বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে ক্বা'বা ধ্বংস হবে ও তার অলংকার লুট হবে। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

(يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)

"আবিসিনিয়ার ছোট (হাল্কা) পিন্ডলী বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্বা'বা ধ্বংস করবে"[২]।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

(يخــرب الكعــبة ذو الســويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله)

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৩৪৬), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৮০)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৫৯১), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯০৯)।

“আবিসিনিয়ার ছোট (হাল্কা) পিন্ডলী বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্বা‘বা ধ্বংস করবে, তার অলংকারসমূহ লুট করবে, তাকে গিলাফ মুক্ত করবে, আমার মনে হচ্ছে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি, তার মাথায় টাক, পা ও পিন্ডলীর মাঝের অংশ এবং হাত ও কনুর মাঝের অংশ বাঁকা, সে তার কুঠার ও কোদাল দিয়ে কা‘বা ঘরে আঘাত করছে”[১]।

ষষ্ট আলামত ঃ ধোঁয়া

আকাশ থেকে এক বৃহদাকারের ধোঁয়া বের হয়ে মানুষকে ঢেকে ফেলবে এবং তা তাদের সকলকে পাবে। কুরআন ও সুন্নায় এর দলীল বিদ্যমান।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿فَٱرۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَأۡتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٖ مُّبِينٖ ۞ يَغۡشَى ٱلنَّاسَۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ (الدخان: ١٠-١١)

“অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ, আর তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে, তা হবে কষ্টদায়ক শাস্তি”। [সূরা আদ-দুখান ঃ ১০-১১]

সুন্নাহ থেকে দলীল ঃ হুযাইফা ইবনে আসীদ কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

(إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة)

“ক্বিয়ামত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত তার পূর্বে তোমরা দশটি নিদর্শন দেখতে না পাবে”, “তারপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, আদ্দাব্বাহ তথা অদ্ভূত প্রাণীর কথা উল্লেখ করলেন”। আলহাদীস।

সপ্তম আলামত ঃ কুরআন যমীন থেকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া

লিখিত বা মুখস্তকৃত যাবতীয় আয়াত উঠিয়ে নেয়া হবে। রাসূলের সুন্নায় এর দলীল বিদ্যমান। ইবনে মাজাহ এবং হাকিম হুযাইফা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ

---

[১] মুসনাদে ইমাম আহমাদ (২/২২০)।

(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولَيُسْرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ...)

"ইসলাম মিটে যাবে যেমন করে কাপড়ের নকশা মিটে যায়, শেষ পর্যন্ত রোযা, নামায ও হজ্ব-কুরবানী কি তাও জানবে না, আর মহান আল্লাহর কিতাব এক রাত্রিতে উঠে চলে যাবে। ফলে জমীনের বুকে তা থেকে একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না"[১]।

অষ্টম আলামত ঃ পশ্চিম দিক হতে সূর্য উঠা

কুরআন ও সুন্নায় এ আলামতের সমর্থনে অনেক দলীল প্রমাণাদি এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾

(الأنعام:١٥٨)

"যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবেনা যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেনি"। [সূরা আল-আন'আম ঃ১৫৮]

এক বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির এ মত পোষণ করেছেন যে, "যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন" দ্বারা পশ্চিম দিক হতে সূর্য উঠা বুঝানো হয়েছে। ত্বাবারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনদের মতামত উল্লেখ করে সবশেষে মন্তব্য করেন ঃ 'এ ব্যাপারে সবচেয়ে সঠিক মত হওয়ার উপযুক্ত হলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তিনি বলেছেন ঃ এটা ঐ সময় যখন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে'[২]।

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা

---

[১] সুনান ইবনে মাজাহ (২/১৩৪৪, হাদীস নং ৪০৪৯), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৭৩) আর তিনি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন, ইমাম যাহাবীও তা সমর্থন করেছেন।

[২] তাফসীর ইবনে জারীর (৮/৯৭)।

করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(لا تقـــوم الســـاعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)

"পশ্চিম দিকে সূর্য না উঠা পর্যন্ত ক্বিয়ামত ঘটবে না, যখন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে তখন মানুষ তা দেখা মাত্র সবাই একত্রে ঈমান আনবে, আর সেটাই হলো ঐ সময় যখন কোন মানুষের ঈমান কাজে আসবে না যদি এর পূর্বে ঈমান না এনে থাকে, অথবা তার ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ না করে থাকে"[১]।

নবম আলামত ঃ দাব্বাহ বা বিচিত্র এক প্রাণী বের হওয়া

আর তা' হলো এমন এক বিরাট সৃষ্টি যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত, চার পা এবং পশম বিশিষ্ট। কেউ কেউ বলেন ঃ তার সৃষ্টি বেশ কয়েক প্রকার জন্তুর মত বিভিন্ন ধরণের।

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে তার আবির্ভাব হবে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (النمل:٨٢) .

"আর যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি আসবে তখন আমরা তাদের জন্য যমীন থেকে এক জীব বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করতনা"। [সূরা আন নামল ঃ৮২]

ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(ثـــلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৬৩৬) সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৫৭)।

إيمانها خيراً، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض)

"তিনটি বস্তু যখন বের হবে তখন কোন আত্মার ঈমান গ্রহণ করা তার কোন উপকারে আসবে না যদি তার আগে ঈমান না এনে থাকে বা তার ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণকর কিছু অর্জন না করে থাকে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরদ বা যমীন থেকে উত্থিত জীব"[১]।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ

(تخـــرج الدابـــة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول: من أحد المخطمين)

"দাব্বাহ বের হয়ে মানুষের নাকের উপর দাগ দিয়ে দিবে, তারপর তোমাদের মধ্যে বিচরণ করবে, এমনকি কোন লোক উট খরিদ করার পর কেউ জিজ্ঞাসা করবে কার থেকে খরিদ করেছ? বলবে ঃ একজন নাকের উপর দাগ বিশিষ্ট লোক থেকে"[২]। হাইছামী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের সনদকে বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

দশম আলামত ঃ বিশাল এক আগুন বের হওয়া

যা এডেন থেকে বের হয়ে মানুষদেরকে তাদের হাশর ভূমি তথা একত্রিত হওয়ার স্থানে জমা করবে। এ আলামত হচ্ছে সর্বশেষ বড় আলামত। রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা এ আলামত প্রমাণিত; যা পূর্বে বর্ণিত ইমাম মুসলিম সংকলিত হুযাইফা ইবনে আসীদের হাদীসে এসেছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

(وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)

"আর এ গুলোর শেষ আলামত হচ্ছে ঃ এমন এক আগুন যা ইয়েমেন থেকে বের হয়ে মানুষকে তাদের হাশরের মাঠ তথা একত্রিত হওয়ার স্থানের দিকে

---

[১] সহীহ মুসলিম, (হাদীস নং ১৫৮)।

[২] মুসনাদে আহমাদ (৫/২৬৮)।

হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে”[১]।

হুযাইফার হাদীসের অপর বর্ণনায় এসেছে ঃ

(ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس)

“আর এক আগুন যা এডেনের গভীর থেকে বের হয়ে মানুষকে চলতে বাধ্য করবে”।

এ আলামতগুলোই বড় আলামত যা ক্বিয়ামত হবার পূর্বে ঘটবে। যখন এগুলো ফুরিয়ে যাবে তখনই মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণনায় এসেছে যে, সুতার মধ্যে যেমন মালা গাথা থাকে এ আলামতগুলো তেমনিভাবে একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে গ্রথিত, যার একটা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আরেকটা তার পশ্চাতে আসবে।

ত্ববরানী তার আওসাত্ব গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ

(خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام)

“আলামতসমূহের একটার পর পরই আরেকটার আবির্ভাব হবে, মালাতে যেমন দানা একটির পর একটা ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে তেমনিভাবে তাও একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে সাজানো”[২]।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯০১)।

[২] মু'জামুল আওসাত্ব (৫/১৪৮, হাদীস নং ৪২৮৩)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কবরের নেয়ামত ও তার আযাব বা শাস্তি

এর মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছেঃ

প্রথম বিষয় ঃ কবরের নেয়ামত ও শাস্তির উপর ঈমান আনা ও তার প্রমাণাদি

ঈমানের যে সমস্ত মুলনীতি কুরআন ও সুন্নাহর দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ নেককারদের কবরে নেয়ামত আর গুনাহগার-পাপী বদকারদের মধ্যে যারা শাস্তির যোগ্য তাদের কবরে আযাব ভোগ করার উপর ঈমান।

কবরের নেয়ামতের উপর কুরআন থেকে দলীল ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ (إبراهيم:٢٧).

"যারা শাশ্বত বাণী (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তে বিশ্বাসী তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন"। [সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৭]

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে কবরে প্রশ্নের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এর পর সে অনুসারে নেয়ামত প্রদান করবেন।

ইমাম বুখারী বারা ইবনে 'আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

(إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾

"যখন মু'মিনকে কবরে বসানো হবে তখন নিয়ে আসা হবে তারপর সে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত হক্ব কোন মা'বুদ নেই, আর অবশ্যই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর এটাই হলো আল্লাহর বাণী ঃ "যারা শাশ্বত বাণী (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)তে বিশ্বাসী। তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন"[১]।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৬৯)।

কুরআন থেকে কবরের শাস্তির প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (غافر: ٤٥، ٤٦).

"আর ফির'আউনের সম্প্রদায়কে কঠোর শাস্তি বেষ্টন করল। তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনের সম্মুখে পেশ করা হয়, আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন (বলা হবে) ফির'আউনের সম্প্রদায়কে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ কর"। [সূরা গাফির ঃ ৪৫-৪৬]

কুরতুবী বলেন ঃ 'অধিকাংশের মতে এ পেশ কবরে করা হবে, যা কবরের আযাবের বাস্তবতার উপর দলীল'।

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন ঃ 'কবর সমূহে বরযখ তথা মধ্যবর্তী কালের শাস্তি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য এ আয়াত একটি বিরাট মূলনীতি'।

অনুরূপভাবে কুরআন থেকে কবরের আযাবের উপর আরেকটি দলীল ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (التوبة: ١٠١).

"আমরা তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব তারপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে"। [সূরা আত তাওবাহ ঃ ১০১]

সালফে সালেহীন তথা উম্মাতের পূর্বেকার গ্রহণযোগ্য মনিষীগণের অনেকেই এ আয়াত দ্বারা কবরের আযাবের উপর দলীল নিয়েছেন। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ 'ক্ষুধা ও কবরের আযাব', বললেন ঃ 'তারপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে' ক্বিয়ামতের দিন। ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'দুনিয়ার শাস্তি ও কবরের শাস্তি, তারপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে'। ইমাম বুখারীও কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার আগে পূর্বভাষ্য হিসাবে এ আয়াত ও তার পূর্বোল্লেখিত আয়াত দ্বারা কবরের আযাবের উপর দলীল গ্রহণ করছেন[১]।

---

[১] সহীহ বোখারী, বিষয়ঃ কবরের শাস্তির ক্ষেত্রে যে বর্ণনা এসেছে, ফাতহুল বারী (৩/২৩১)।

তবে কবরের নেয়ামত ও তার আযাবের উপর রাসূলের সুন্নায় যে সমস্ত দলীল এসেছে তার সংখ্যা অনেক। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)

"তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তার কাছে সকাল সন্ধ্যা তার বসার স্থান পেশ করা হয়। যদি জান্নাতবাসী হয় তাহলে জান্নাতীদের স্থান, আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের স্থান। তারপর বলা হয়ঃ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত এটা তোমার বসার স্থান"[১]।

সহীহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)

"যদি এ ভয় না থাকত যে, তোমরা দাফন করা ত্যাগ করবে তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করতাম তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শোনান"[২]।

কুরআন ও সুন্নায় এর উপর অনেক দলীল-প্রমাণাদি এসেছে, এখানে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা কবরের নেয়ামত ও আযাব সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৭৯) ও সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৬৬)।

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৬৮)।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ কবরের নেয়ামত ও শাস্তি রূহ্ ও শরীর উভয়ের উপর হওয়ার বর্ণনা

কবরের শান্তি বা শাস্তি শরীর ও আত্মা উভয়ের উপর হয়। সুতরাং আত্মা দেহের সাথে মিলিত হয়ে প্রশান্তি লাভ করে অথবা শাস্তি ভোগ করে। তাই শান্তি বা শাস্তি এ দু'য়ের উপরই হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও রূহ শরীর থেকে আলাদাভাবে শান্তি বা শাস্তি ভোগ করে থাকে। তখন শরীর থেকে রূহকে ভিন্ন করে শান্তি বা শাস্তি দেয়া হয় ।

কুরআন ও সুন্নার দলীল প্রমাণাদি তা সাব্যস্ত করছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতও এ ব্যাপারে একমত হয়েছে, ঐ সমস্ত লোকদের মতের বিপরীতে, যারা ধারণা করে যে, কবরের আযাব ও নেয়ামত সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র রূহের উপর হবে, দেহের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এর উপর প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে ইমাম বুখারী কর্তৃক সঙ্কলিত আনাস ইবনে মালিকের হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل (لمحمد ﷺ) فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)

"বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয়, আর তার সাথীরা তাকে রেখে ফিরে আসে, সে তাদের জুতার খটখট শব্দ শুনতে পায় এমতাবস্থায় তার কাছে দু' ফিরিশ্তা আসে তারা তাকে বসানোর পর জিজ্ঞাসা করে ঃ 'এ লোক (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি বলতে'? তখন মু'মিন বলে ঃ

আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে ঃ 'জাহান্নামে তোমার আসনের দিকে তাকাও, আল্লাহ্ তোমার সে আসনের বদলে জান্নাতে তোমার আসন করে দিয়েছেন, তারপর সে দু'টি আসনই দেখতে পাবে'। আর মুনাফিক ও কাফিরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবেঃ 'এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে'? সে বলবে ঃ 'আমি জানিনা, মানুষ যা বলত আমিও তা বলতাম'। তারপর তাকে বলা হবে ঃ 'তুমি জানওনি, আর পড়ওনি'। তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করা হবে যার ফলে সে এমন জোরে চিৎকার করবে যা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত তার কাছে যারা থাকবে তারা সবাই শুনতে পাবে[১]।

অনুরূপভাবে আহমাদ, আবুদাউদ ও হাকিম প্রমুখ কর্তৃক সঙ্কলিত বারা ইবনে 'আযিব হতে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসে রূহ্ বের হওয়ার পর মু'মিনের রূহ আসমানে উঠার কথা উল্লেখ করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك)

"তারপর তার রূহ তার শরীরে ফেরৎ পাঠানো হবে, তখন তার কাছে দু'জন ফিরিশ্তা আসবে, তারা তাকে বসাবে, তারপর তারা তাকে বলবে ঃ তোমার রব তথা প্রতিপালক কে?"...আল হাদীস[২]।

এ হাদীসটি হাকিম ও অন্যান্যগণ বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এ হাদীস দু'টি প্রমাণ করছে যে, কবরের নেয়ামত বা আযাব দেহ ও রূহ উভয়ের উপরই হবে; কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ "বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয়" এর মধ্যে এ বিষয়ের উপর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কারণ বান্দা শব্দটি রূহ ও দেহ দু'টোরই নাম। অনুরূপভাবে বারা ইবনে 'আযিবের হাদীসে প্রশ্ন করার সময় পূনরায় রূহ দেহে পাঠানো হবে বলে যে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে তাতেও বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের শান্তি বা শাস্তি দেহ ও রূহ উভয়টিতেই হবে। তদুপরি এ দু' হাদীসে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা শুধুমাত্র দেহের গুণাবলীরই অন্তর্গত। যেমন ঃ বলা হয়েছে ঃ 'সে তাদের জুতার

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৩৮)।

২ হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে সংকলন করেন (৪/২৮৭), আবু দাউদ তার সুনান (৫/৭৫, হাদীস নং ৪৭৫৩), হাকিম তার মুস্তাদরাক (১/৩৭-৩৮)।

খটখট শব্দ শুনতে পায়', 'তারা দু'জন তাকে বসায়', 'তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে', 'সে ভীষণ জোরে চীৎকার করবে'। এ সমস্ত শব্দ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কবরে যে শান্তি বা শাস্তি হবে তা দেহ ও রূহ উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

তবে কোন কোন দলীল-প্রমাণাদি থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন অবস্থায় শান্তি কিংবা শাস্তি ভিন্নভাবে রূহের উপর হবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

(لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد– جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش)

"যখন তোমাদের ভাইগণ নিহত হলো অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাকে সবুজ পাখীর পেটে দিয়ে দিলেন, যাতে তারা জান্নাতের নহর সমূহে বিচরণ করতে পারে, জান্নাতের ফলসমূহ থেকে খেতে পারে আর আরশের ছায়ায় স্বর্ণের ঝাড়বাতির মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে পারে"[১]।

তাই সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, কবরের নেয়ামত ও আযাব দেহ ও রূহ একত্রে উভয়ের উপর হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও শুধু রূহের উপরও হয়ে থাকে।

সুন্নার উপর অভিজ্ঞ কোন এক ইমাম এ বিষয়টি সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে শাস্তি ও শান্তি রূহ ও দেহ উভয়ের উপরই হবে। রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শাস্তি ও শান্তি ভোগ করবে। আর আত্মা দেহের সাথে এবং দেহ আত্মার সাথে মিলিত অবস্থায়ও আত্মা শাস্তি ভোগ করবে। অতএব এমতাবস্থায় শান্তি ও শাস্তি উভয়ের উপরই হবে। আবার শরীর থেকে ভিন্ন ভাবে শুধু রূহের উপরও হবে'।

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে সঙ্কলন করেন, (১/২৬৬), হাকিম তার মুস্তাদরাক (২/৮৮, ২৯৭), বর্ণনা করে বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন আর ইমাম যাহাবী তার মত সমর্থন করেছেন।

তৃতীয় বিষয় ঃ মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফিরিশ্‌তার উপর ঈমান

ফিরিশ্‌তাদের আলোচনায় মুনকার ও নাকীরের কথা আলোচনা হয়েছিল। ফিরিশ্‌তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এও বলা হয়েছিল যে, তারা দু'জন কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার জন্য নিয়োজিত। এখানে তাদের উপর বিস্তারিত ঈমান আনয়ন, এবং তাদের দ্বারা কবরবাসীদের যে পরীক্ষা সংঘটিত হবে, তা আলোচনা করাই উদ্দেশ্য; কেননা সার্বিকভাবে এ বিষয়টি কবরের শান্তি ও শাস্তির উপর ঈমান আনার অঙ্গ।

বহু সহীহ হাদীসে এ দু'জন ফিরিশ্‌তার গুণাগুণ, তাদের দ্বারা দাফনের পর কবরবাসীদেরকে প্রশ্ন করা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(إذا قبر الميت أو قال أحدكم– أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين..، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري: فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)

"যখন মৃত ব্যক্তিকে অথবা বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে কবরস্থ করা হয় তখন তার কাছে দু'জন জমকালো গাঢ় নীল ফিরিশতা আসে তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপরজনকে নাকীর, তারপর তারা বলে ঃ 'এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? উত্তরে সে যা বলত তা বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তারা দু'জন বলবে ঃ আমরা ভালভাবেই জানতাম যে, তুমি এটা বলবে, তারপর তার কবরে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সত্তর হাত পর্যন্ত

প্রসারিত করা হবে...। আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় সে বলবে ঃ মানুষকে বলতে শুনেছি আমিও অনুরূপ বলেছি, আমি কিছু জানিনা। তখন তারা দু'জন বলবে ঃ আমরা ভাল করেই জানতাম যে, তুমি এটা বলবে। তারপর যমীনকে বলা হবে যে, তার উপর দু'দিক থেকে মিশে যাও, তখন যমীন দু'দিক থেকে তার উপর মিশে যাবে যাতে তার পাঁজর ভেঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তাকে তার এ শোয়ার স্থান থেকে পুনরুত্থান করা পর্যন্ত এভাবেই সে শাস্তি পেতে থাকবে"[১]।

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখিত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নের কথা প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং হাদীসসমূহে যে সমস্ত বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে যেমন ফিরিশ্তাদ্বয়ের নাম, তাদের গুণাগুণ, কবরবাসীদের প্রতি তাদের প্রশ্ন, তার ধরন, মু'মিন তার কি উত্তর দিবে, মুনাফিক তার কি উত্তর দিবে, আর এর ফলে তাদের উপর যে নেয়ামত বা আযাব আসবে যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসসমূহে এসেছে তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব।

কবরের প্রশ্নোত্তর কি এ নবীর উম্মাতের জন্য সুনির্দিষ্ট যেমনটি কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন নাকি তা প্রত্যেক নবীর উম্মাতের জন্যই যেমনটি অন্য একদল আলেমের মত? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে কুরআন ও হাদীসের দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, তা এ উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক উম্মাতের জন্যই। আর অধিকাংশ অভিজ্ঞ আলেম এ মতের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বেশী জানেন।

---

[১] সুনান তিরমিযী, (৩/৩৮৩, হাদীস নং ১০৭১), এবং হাসান গরীব বলে মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে হাদীসটি আল-ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে (৭/৩৮৬, হাদীস নং ৩১১৭)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুনরুত্থানের উপর ঈমান

পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনা এ দ্বীনের মহান মূলনীতিগুলোর অন্যতম। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত দলীল-প্রমাণাদি থেকে বুঝা যায় যে, এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অনেক। আর তাই এখানে এ বিষয়টি বেশ কয়েকটি আলোচনার মাধ্যমে পেশ করা হবে যাতে করে তার হাকীকত, তার উপর ঈমানের গুরুত্ব এবং তার বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার উপর কিভাবে ঈমান আনতে হবে তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়।

প্রথম বিষয় ঃ পুনরুত্থান ও তার হাকীকত

পুনরুত্থানকে আরবীতে বলা হয় ঃ البعث আরবদের ভাষায় তার দু'টি অর্থ হয় ঃ

প্রথম অর্থ ঃ পাঠানো, এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ বাণী ঃ

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ ﴾ (الأعراف:١٠٣)

"তারপর আমরা তাদের পরে মূসাকে প্রেরণ করেছি"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১০৩] অর্থাৎ আমি পাঠিয়েছি।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ উঠানো, নড়াচড়া করানো, বলা হয়ে থাকে ঃ بعثتُ البعيرَ فانبعث অর্থাৎ 'আমি উটকে উঠালাম তাতে সে উঠে পড়ল। আর এ অর্থেই বলা হয় 'মৃতদের উত্থান'; তাদেরকে তাদের কবর থেকে জীবিত করণ ও উঠানোর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ (البقرة:٥٦)

"তারপর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি তোমাদের মৃত্যুর পরে" [সূরা আল বাকারাহ ঃ ৫৬] অর্থাৎ তোমাদেরকে জীবিত করেছি।

আর শরীয়তের পরিভাষায় البعث (পুনরুত্থান) বলা হয় ঃ আল্লাহ তা'আলা

কর্তৃক মৃতদের জীবিতকরণ ও তাদেরকে তাদের কবর থেকে বের করা।

পুনরুত্থানের হাকীকত ঃ আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের শরীরের নষ্ট হওয়া অংশ একত্রিত করবেন এবং তাঁর নিজস্ব ক্ষমতায় পূর্বের মত সেগুলোর পুনরাবর্তন ঘটাবেন। তারপর সেগুলোতে রূহ ফেরত দিবেন এবং তাদেরকে বিচার-ফয়সালার সম্মুখীন করার জন্য হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (يس: ٧٨، ٧٩)

"আর সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, সে বলে ঃ 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পঁচে গলে যাবে?' বলুন ঃ 'তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার তিনিই করবেন যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' [সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮-৭৯]

অনুরূপভাবে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(إن رجلاً حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له)

"এক লোকের মৃত্যু আসন্ন হলে যখন সে তার জীবন সম্পর্কে নিরাশ হলো, তখন তার পরিবার-পরিজনকে এ বলে অসিয়ত করল ঃ 'আমি মরে গেলে আমার জন্য অনেক কাঠ জোগাড় করবে তারপর আগুন লাগিয়ে দিবে, যখন আগুন আমার গোস্ত খেয়ে ফেলবে এবং শুধুমাত্র হাঁড় পর্যন্ত ঠেকবে তখন সেগুলোকে নিয়ে পিশে কোন এক গরম দিনে বা ঝড়ের দিনে সমুদ্রে ছিটিয়ে দিবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তা একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কেন তুমি এ রকম করেছ'? সে বলল ঃ আপনার ভয়ে। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন"[১]।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪৭৯)।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এ শরীরেই পূনরাবর্তন ঘটাবেন এবং এর পঁচা নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশ একত্রিত করবেন, যাতে করে পূর্বে যেমন ছিল তেমন হয়ে যায়। তারপর তাতে তার রূহ ফেরত দিবেন। সুতরাং সে সত্তারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যাকে কোন কিছু অপারগ করতে পারে না, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রাসূলের সুন্নায় পুনরুত্থানের বিস্তারিত ধরন বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ যমীনের উপর পানি অবতীর্ণ করবেন, কবরবাসীগণ যার মাধ্যমে ঘাস যেভাবে উৎপন্ন হয় সেভাবে উৎপন্ন হবেন। এর প্রমাণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রার হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

(ما بين النفختين أربعون) قال: أربعون يوماً. قال: أبيْت، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً، وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة)

"দু'ফুৎকারের মাঝখানের সময় চল্লিশ", (শ্রোতা) বলল ঃ চল্লিশ দিন? তিনি বললেন ঃ আমি তা বলতে অস্বীকার করছি। বলল ঃ চল্লিশ মাস? তিনি বললেন ঃ আমি তা বলতে অস্বীকার করছি। বলল ঃ চল্লিশ বছর? তিনি বললেন ঃ আমি তা বলতে অস্বীকার করছি। তিনি বললেন ঃ "তারপর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করবেন, যাতে তৃণ-লতা যেভাবে উৎপন্ন হয় তেমনি করে তারাও উৎপন্ন হবে। মানুষের শরীরের সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায় তবে একটি হাড়, আর সেটা হলো মেরুদন্ডের নিম্নস্থিত হাড় বিশেষ। আর তার থেকেই ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টি জোড়া লাগবে"[১]।

এ হাদীসে পূনরুত্থান কিভাবে হবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ কবরবাসীগণ দু'ফুৎকার তথা মৃত্যুর ফুৎকার ও পুনরুত্থানের ফুৎকার এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময় চল্লিশ পর্যন্ত তাদের কবরে অবস্থান করবে, চল্লিশ দ্বারা কি চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বছর বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাকারী

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৯৩৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৯৫৫)।

সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন। যদিও কোন কোন বর্ণনায় তা চল্লিশ বছর বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ যখন তার সৃষ্টিকে পূণর্জ্জীবিত করার ইচ্ছা করবেন তখন তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি অবতীর্ণ করবেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সে বৃষ্টি পুরুষের বীর্যের মত গাড় হবে, ফলে এ পানি থেকে কবরবাসীগণ তাদের শরীরের মেরুদন্ডের নীচের হাড় ব্যতীত বাকী সবকিছু পচে গলে মিশে যাবার পরে ঘাস যেভাবে উৎপন্ন হয় সেভাবে উৎপন্ন হবে। তবে এটা নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ তাদের শরীর পঁচে না, যার বর্ণনা আগেই চলে গেছে। এ আলোচনা দ্বারা পুনরুত্থানের হাকীকত, তার সময় এবং তা কিভাবে হবে স্পষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানেন।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির ভিত্তিতে পুনরুত্থানের প্রমাণ

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন, কুরআন ও সুন্নার বহু স্থানে এ বিষয়টি প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআন থেকে দলীল ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة:٥٦).

"তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও"। [সূরা আল- বাকারাহ ঃ ৫৬]

﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴾ (لقمان:٢٨).

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি আত্মার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা"। [সূরা লুকমান ঃ ২৮]

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (التغابن:٧)

"কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না, বলুন ঃ অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে তারপর তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবশ্যই জানানো হবে, আর তা আল্লাহর পক্ষে

সহজ"। [সূরা আত-তাগাবুন ঃ ৭]

সুন্নাহ থেকে দলীল ঃ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেছেন ঃ

(لا تفضـــلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش ..)

"তোমরা আল্লাহর নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে ব্যস্ত হয়ো না; কেননা শিঙ্গায় যখন ফুঁ দেয়া হবে তখন যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আসমানে যা আছে, আর যমীনে যা আছে সব কিছুই মূর্ছিত হয়ে পড়বে, তারপর আবার তাতে ফুঁ দেয়া হবে তখন আমি সর্ব প্রথম উত্থিত হবো, অথবা বলেছেন ঃ আমি প্রথম উত্থিতদের মধ্যে হবো, আমি তখন মূসাকে দেখতে পাব যে তিনি আরশ ধরে আছেন ..."[১]।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে ঃ

(فأكون أول من تنشق عنه الأرض)

"তারপর আমিই হবো সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম যার জন্য যমীন বিদীর্ণ হবে"[২]।

এ হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন মৃতদেরকে তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত করে হাশরের মাঠে জড়ো করবেন। এ দু' হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হচ্ছে; কারণ তাকেই প্রথম পুনরুত্থিত করা হবে।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৪১৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৩৭৩), এ ছাড়া অন্যান্যরাও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২৪১২), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৭৮)।

সঠিক যুক্তি দ্বারাও পুনরুত্থানকে সাব্যস্ত করা যায়; কারণ পুনরুত্থান হলো পূণঃসৃষ্টি। আর বিবেকবান মাত্রই এটা জানে যে, কোন বস্তু পূনরায় সৃষ্টি করা তাকে নতুনভাবে সৃষ্টি ও প্রথমবার তৈরী করা থেকে অনেক সহজ। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করা ও তাকে প্রথমবার তৈরী করার কথা উল্লেখ করে এবং যিনি প্রথম সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি যে পুনরাবৃত্তি ঘটাতে আরো উত্তমভাবে সক্ষম, সে কথা জানিয়ে দিয়ে পুনরুত্থান ও এর বাস্তবতাকে সাব্যস্ত করেছেন। যখন পুনরুত্থানের উপর আপত্তি উত্থাপনকারী বলল ঃ

﴿ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (يس:٧٨)

"কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পঁচে গলে যাবে?" [সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮]

আল্লাহ তা'আলা তার উত্তরে বলেন ঃ

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (يس:٧٩)

"বলুন ঃ 'তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন"। [সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (الروم:٢٧)

"তিনি সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন; আর তা তার জন্য অতি সহজ"। [সূরা আর-রূম ঃ ২৭]

সুতরাং এ দলীলটি পবিত্র কুরআন থেকে পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর মতামত খন্ডনে শরীয়তের পক্ষ থেকে পেশকৃত দলীল হওয়ার সাথে সাথে বিবেকের দলীল হিসাবে ও গণ্য। এটা এমন এক দলীল যা খন্ডন করতে কেউ সমর্থ হবে না।

তৃতীয় বিষয়ঃ হাশর

কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুনরুত্থানের পর বান্দাগণ হাশরের মাঠে খালি পা, উলঙ্গ, খৎনাবিহীন অবস্থায় জমায়েত হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (الكهف:٤٧)

"আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব আর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" [সূরা আল-কাহ্ফঃ ৪৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَٰوَٰتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (إبراهيم:٤٨)

"সেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানও; এবং মানুষ পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে"। [সূরা ইব্রাহীমঃ৪৮]

অনুরূপভাবে 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

(يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً) قلت: يا رسول الله! النساء والرجال جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال ﷺ: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)

"ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পা, উলঙ্গ, খৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে"। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! মহিলা পুরুষ একত্রে, একে অপরের দিকে তাকাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "হে আয়েশা! ব্যাপারটা একে অপরের দিকে তাকানোর চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক"[১]।

এ হাশর বা একত্রিতকরণ সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, সেখানে অন্য এক প্রকার হাশর আছে, হয় জান্নাতে নতুবা জাহান্নামে। মু'মিনদেরকে জান্নাতের দিকে দাঁড়ানো সওয়ারী অবস্থায় জমায়েত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴾ (مريم:٨٥)

"যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমান রূপে আমরা সমবেত

---

[১] মুত্তাফাকুন আলাইহি, সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫২৭), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৫৯)।

করব। [সূরা মারইয়ামঃ ৮৫]

ত্বাবারী উল্লেখ করেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর বাণীঃ ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴾ এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'সাবধান! আল্লাহর শপথ করে বলছি, ওয়াফদ তথা প্রতিনিধি দলকে তাদের পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না অনুরূপভাবে তাদেরকে জোর করে হাঁকিয়েও নেয়া হবে না। বরং তাদের জন্য এমন সব উট নিয়ে আসা হবে সৃষ্টিকুলের কেউ সেগুলোর মত কিছু দেখেনি। সেগুলোর উপর স্বর্ণের পাদানি আর যেগুলোর লাগাম হবে মুল্যবান যবর্জুদ পাথরের, জান্নাতের দরজায় পৌঁছা পর্যন্ত তাদেরকে এগুলোর উপর সওয়ার করানো হবে'[১]।

পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে তাদের মুখের উপর অন্ধ, বোবা, বধির অবস্থায় হাশর করানো হবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (الفرقان: ٣٤)

"যাদেরকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তারা স্থানের দিক থেকে অতি নিকৃষ্ট এবং অধিক পথভ্রষ্ট"। [সূরা আল-ফুরকানঃ ৩৪]

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ﴾ (الإسراء: ٩٧)

"আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চালিয়ে অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়"। [সূরা আল-ইস্রাঃ ৯৭]

চতুর্থ বিষয়ঃ হাউযের বর্ণনা ও তার দলীল

হাউয হলো এমন এক বিরাট পানির ধারা যা আল্লাহ্ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাশরের মাঠে দান করেছেন, যেখানে তিনি এবং তার উম্মাত অবতরণ করবে। দলীল-প্রমাণাদি হতে বুঝা যায় যে, তা দুধের

---

[১] তাফ্সীরে ত্বাবারী (৮/৩৮০)।

চেয়েও শুভ্র, বরফের চেয়েও ঠান্ডা, মধুর চেয়েও মিষ্টি, মিসকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণসম্পন্ন। যা অনেক প্রশস্ত, দৈর্ঘ ও প্রস্থে সমান, তার কোণ সমূহের প্রত্যেক কোণ এক মাসের রাস্তা, তার পানির মূল উৎস হলো জান্নাত। জান্নাত থেকে এমন দু'টি নলের মাধ্যমে তার সরবরাহ কাজ সমাধা হয়ে থাকে যার একটি স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের। তার পেয়ালা সমুহের সংখ্যা আকাশের তারকারাজীর মত।

হাউযের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন অভিজ্ঞ আলেম উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ত্রিশ জনের বেশী সাহাবী এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছে। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء)

"আমার হাউযের পরিমাণ হচ্ছে 'আইলা' (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে সান'আ পর্যন্ত, আর সেখানে পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকার মত এত বেশী"[১]।

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبداً)

"আমার হাউয এক মাসের রাস্তা, তার কোণসমূহ একই সমান, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, তার ঘ্রাণ মিসকের চেয়েও বেশী উত্তম, তার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকার মত বেশী, যে তা থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবেনা"[২]।

হাউযের অবস্থান হাশরের মাঠে, যার পানি কাউসার থেকে সরবরাহ করা হবে,

---

[১] মুত্তাফাকুন আলাইহি, সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫৮০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৩০৩)।

[২] মুত্তাফাকুন আলাইহি, সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫৭৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৯২)।

যা অন্য আরেকটি স্রোতস্বিনী, যা আল্লাহ্ আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ (الكوثر: ١)

"আমরা তো আপনাকে দিয়েছি কাউসার" [সূরা আল-কাউসারঃ১]

মীযান ও হাউযের মধ্যে কোনটি আগে আর কোনটি পরে হবে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেনঃ মীযান আগে, আবার কেউ বলেনঃ হাউয আগে। তন্মধ্যে সঠিক মত হচ্ছেঃ হাউয আগে। কুরতুবী বলেনঃ যুক্তির চাহিদাও তাই; কেননা মানুষ তাদের কবর থেকে পিপাসার্ত হয়ে বের হবে।

পঞ্চম বিষয়ঃ মীযানের বর্ণনা ও তার দলীল

পরকালের যে সমস্ত ঘটনার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ মীযান বা দাঁড়িপাল্লা। এটা এক প্রকৃত মীযান বা দাড়িপাল্লা যার রয়েছে একটি দাঁড়ি এবং দু'টি পাল্লা, যার মাধ্যমে বান্দাদের আমল বা কর্মকান্ড ওজন বা মাপা হবে। ফলে সামান্য পরিমাণ ভাল ও মন্দের কারণে কোন এক দিক প্রাধান্য পেয়ে যাবে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনেক দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা মীযান সাব্যস্ত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (الأنبياء: ٤٧)

"আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৪৭]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (القارعة: ٦-٩)

"সুতরাং তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, পক্ষান্তরে যার পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া'"। [সূরা আল-কারি'আহঃ ৬-৯]

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা

করেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)

"দু'টি বাক্য এমন যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়, জিহবার উপর হাল্কা, মীযানের মধ্যে ভারী, আর তা হলোঃ 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে), 'সুবহানাল্লাহিল 'আজীম' (মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র)"[১]।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ, হাকিম এবং অন্যান্যগণ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'আরাক' গাছে উঠলেন, তিনি ছিলেন সরু গোড়ালীবিশিষ্ট মানুষ, ফলে বাতাস তাকে নাড়াচ্ছিল তাতে উপস্থিত লোকেরা হেসে উঠল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা হাসছ কেন?" তারা বললঃ হে আল্লাহর নবী! তার সরু গোড়ালীর কারণে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد)

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ দু'টি মীযানের উপর উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী"[২]।

হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

মীযানে তিনটি জিনিস ওজন করা হবে, যা কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিতঃ

১. আমল বা কর্মকান্ডঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, আমলকে শারিরীক আকৃতি দেয়া হবে এবং মীযানে ওজন করা হবে, এর প্রমাণ পূর্বোল্লেখিত আবু হুরায়রার হাদীসঃ

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن.. الحديث.

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৫৬৩), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৯৪)।

[২] মুসনাদ ইমাম আহমাদ (১/৪২০-৪২১), মুস্তাদরাক (৩/৩১৭)।

“দু’টি বাক্য এমন যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়...” আল হাদীস।

২.আমলনামা বা কর্মকান্ডের সহীফাসমূহঃ এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر لـه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)

“ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে থেকে বিশেষভাবে কাছে ডাকবেন, তারপর তার নিরানব্বইটি দপ্তর খুলবেন, প্রত্যেক দপ্তর যতদুর চোখ যায় তত লম্বা, তারপর তাকে বলবেনঃ ‘তুমি কি এর কিছু অস্বীকার কর? আমার সংরক্ষণকারী লিখকবৃন্দ কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে?’ তখন সে বলবেঃ না, হে প্রভু! তখন তিনি বলবেনঃ ‘তোমার কি কোন ওজর-আপত্তি অথবা নেককাজ আছে’? তখন লোকটি হতবুদ্ধি হয়ে বলবেঃ না, হে প্রভু!, তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ অবশ্যই হাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেক কাজ আছে। আজ তোমার উপর কোন অত্যাচার করা হবে না। তারপর তার জন্য একটি কার্ড বের করবেন যাতে লেখা আছেঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ক মা‘বুদ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল”। তারপর বলেনঃ “তারপর সে সমস্ত দপ্তরগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে, অপর পাল্লায় রাখা হবে সে কার্ডটি। তিনি বলেনঃ তাতে দপ্তরগুলো উপরে উঠে যাবে এবং কার্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে, মহিয়ান দয়াময় আল্লাহর নামের মোকাবেলায় কোন কিছুই ভারী হতে পারে না”[১]।

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে সঙ্কলন করেছেন, (২/২১৩), হাদীসে উল্লেখিত ‘বিসমিল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছেঃ ‘আল্লাহর নামের সাথে’। অনুরূপভাবে হাদীসটি ইমাম

৩.স্বয়ং আমলকারীকেও ওজন করা হবেঃ তা ওজন করার স্বপক্ষে প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (الكهف:١٠٥)

"সুতরাং আমরা তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন ওজন স্থির করব না"। [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ১০৫]

অনুরূপভাবে পূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ এর হাদীস তার প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছেঃ 'তার দু' গোড়ালী মীযানের মধ্যে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী হবে।

ষষ্ঠ বিষয়ঃ শাফা'আত, তার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও দলীল-প্রমাণাদি

শাফা'আত শব্দের আভিধানিক অর্থঃ অসীলা ও চাওয়া।

প্রচলিত অর্থঃ অপরের কল্যাণ চাওয়া।

আল্লাহর নিকট শাফা'আত হলোঃ আল্লাহর কাছে অন্যের জন্য গোনাহ্ ও পাপ ক্ষমা করে দেয়ার প্রার্থনা করা।

শাফা'আতের হাকীকত হলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আপন দয়া ও মেহেরবাণীতে ক্বিয়ামতের দিন তাঁর সৃষ্টিকুলের কোন কোন নেক বান্দা তথা ফিরিশ্‌তা, নবী-রাসূল এবং মু'মিনদেরকে তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছে এমন কোন কোন গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন সুপারিশকারীর সম্মান প্রকাশ আর সুপারিশকৃতদের জন্য তাঁর রহমতের প্রতিফলন স্বরূপ।

দু'টি শর্ত পূরণ না করলে মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা যাবে না

প্রথম শর্তঃ সুপারিশকারীকে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করতে হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

তিরমিযীও সঙ্কলন করেছেন, (৫/২৪-২৫) (হাদীস নং ২৬৩৯), আরো সঙ্কলন করেছেন হাকিম তার মুস্তাদরাকে (১/৬, ৫২৯), এবং তিনি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন, আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة:٢٥٥)

"কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৫]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ (سبأ:٢٣)

"যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না"। [সূরা সাবাঃ ২৩]

দ্বিতীয় শর্তঃ যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে সুপারিশ করতে দেয়া। এ শর্তের স্বপক্ষে প্রমাণ, মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ (الأنبياء:٢٨)

"তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৮]

কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, তাওহীদ তথা (আল্লাহর প্রভুত্বে, নাম ও গুণে এবং তাঁর ইবাদাতে) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য শাফা'আত করতেই শুধু আল্লাহ্ রাজী হবেন। সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً)

"প্রত্যেক নবীর একটি মাকবুল বা গ্রহণীয় দো'আ আছে, নবীরা প্রত্যেকেই তাদের সে দো'আ তাড়াতাড়ি করে ফেলেছেন, কিন্তু আমি আমার দো'আ ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের জন্য শাফা'আত হিসাবে গোপন করে রেখেছি। আল্লাহ্ চাহেত আমার উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় যারাই মারা যাবে, তারাই এ দো'আর ভাগী হবে"[১]।

---

[১] সহীহ্ মুসলিম (হাদীস নং ১৯৯)।

আর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (المدثر:٤٨)

"ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না"। [সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরঃ ৪৮]

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে শাফা'আত সাব্যস্ত করার ব্যাপারটি কুরআন ও সুন্নার বিভিন্ন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তম্মধ্যে কুরআন থেকে কিছু দলীল-প্রমাণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলের সুন্নার মধ্যে শাফা'আতের স্বপক্ষে অনেক হাদীস এসেছে। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(.. فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط)

"... তারপর মহান ও বরকতময় আল্লাহ বলবেনঃ ফেরেশতাগণ সুপারিশ করেছে, নবীরা সুপারিশ করেছে, মু'মিনগণও সুপারিশ করেছে, সমস্ত দয়াশীলের থেকে যিনি বেশী দয়াবান তিনিই শুধু বাকী আছেন। তারপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি পরিমাণ এমন লোকদের বের করে আনবেন যারা সামান্যতম ভাল কাজও করেনি"[১]।

শাফা'আতের স্বপক্ষে হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী। অভিজ্ঞ আলেমগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এগুলো মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীস বলে সহীহ (তথা বিশুদ্ধ হাদীস সঙ্কলনের গ্রন্থসমূহে) এবং মাসানীদ (তথা প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহ যে সব গ্রন্থে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে সে সব হাদীসের) গ্রন্থে স্বীকৃত।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছেঃ

(يُخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان)

---

১ ইমাম আহমাদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসনাদে (৩/৯৪), আব্দুর রায্যাক মুসান্নাফে (১১/৪১০, হাদীস নং ২০৮৫৭)।

"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে"[1]।

শাফা'আতের প্রকারভেদঃ

গ্রহণ হওয়া না হওয়ার দিক থেকে শাফা'আত দু'ভাগে বিভক্তঃ

অগ্রহণযোগ্য শাফা'আতঃ আর তা' হলোঃ যাতে পূর্ব বর্ণিত শাফা'আতের শর্তদ্বয়ের কোন একটি থাকবেনা।

গ্রহণযোগ্য শাফা'আতঃ আর তা'হলো যাতে পূর্বে বর্ণিত শাফা'আত কবুল হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যাবে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আট প্রকার শাফা'আত সাব্যস্ত। তা' হলোঃ

১. মহাশাফা'আত বা সবচেয়ে বড় সুপারিশ। আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করবেন হাশরের মাঠে অবস্থানকারীদের জন্য, যাতে করে আল্লাহ তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেন। আর এরই নাম "মাকামে মাহমুদ" তথা প্রশংসনীয় স্থান। এ শাফা'আত সমস্ত নবী রাসূলদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোককে জান্নাত দেয়ার জন্য শাফা'আত করবেন যাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান সমান হয়ে গেছে।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোক যারা জাহান্নামে যাবার উপযুক্ত হয়ে গেছে তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য শাফা'আত করবেন।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতবাসীদের জান্নাতের মধ্যে তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও শাফা'আত করবেন।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দেয়ার জন্য শাফা'আত করবেন।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের কোন কোন জাহান্নামীর

---

[1] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৪৩৯), এক দীর্ঘ হাদীসের অংশ। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (১৮৪)।

শাস্তি হাল্কা করার জন্য শাফা'আত করবেন, যেমন তার চাচা আবু তালেবের জন্য তিনি শাফা'আত করলে তার শাস্তি হাল্কা হবে।

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্যও শাফা'আত করবেন।

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মাতের মধ্যে কবীরা গুনাহ করার কারণে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনার জন্য শাফা'আত করবেন।

উপরোক্ত প্রকারসমূহের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নায় বহু দলীল-প্রমাণাদি এসেছে, সুন্নার গ্রন্থসমূহ এবং আক্বীদার বইসমূহে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। শাফা'আতের উপরোক্ত প্রকারসমূহের কোন কোনটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সুনির্দিষ্ট যেমনঃ বড় শাফা'আত, তার চাচার জন্য শাফা'আত, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশের জন্য শাফা'আত। আবার এ শাফা'আতগুলোর কোন কোনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অন্যান্য নবী ও নেক বান্দাও শরীক হবেন, যেমনঃ কবীরা গুনাহ করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এমন লোকদের জন্য সুপারিশ। এ ছাড়া অন্যান্য প্রকারসমূহ কি রাসূলের সাথে সুনির্দিষ্ট না তা সবার জন্য উন্মুক্ত, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন।

সপ্তম বিষয়ঃ সিরাত, তার বর্ণনা ও প্রমাণাদি

সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থঃ স্পষ্ট রাস্তা।

আর শরীয়তের পরিভাষায় সিরাত বলতে বুঝায়ঃ এমন এক পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর প্রলম্বিত, যার উপর দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই পার হতে হবে, যা হাশরের মাঠের লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা। সিরাতের বাস্তবতার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দলীল-প্রমাণাদি এসেছেঃ

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ (مريم: ٧١، ٧٢)

"আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমরা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব"। [সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২]

অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এখানে 'জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম' দ্বারা তার উপরস্থিত সিরাতের উপর দিয়ে পার হওয়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর এটাই ইবনে আব্বাস, ইবনে মাস'উদ এবং কা'ব আল-আহবার প্রমূখ মুফাসসিরদের থেকে বর্ণিত।

বুখারী ও মুসলিমে আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীস যাতে আল্লাহর দীদার তথা আল্লাহকে দেখা এবং শাফা'আতের কথা আলোচিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

(.. ثم يؤتـى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قـال: مدحضـة مـزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقـيفاء تكـون بـنجد يقـال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق، وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم يمر آخرهم يسحب سحباً)

".. 'তারপর পুল নিয়ে আসা হবে, এবং তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে', আমরা বললামঃ হে আল্লাহ রাসূলঃ 'পুল' কি? তিনি বললেনঃ "তা পদস্খলনকারী, পিচ্ছিল, যার উপর লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাঁকা কাটা থাকবে, যা নাজদের সা'দান গাছের কাঁটার মত। মু'মিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলসে যাবে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হেঁচড়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকম অতিক্রম করবে"[১]।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৪৩৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৮৩)। শব্দ চয়ন ইমাম বোখারীর।

বহু হাদীসে সিরাতের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তার মূল কথা হলোঃ সিরাত চুলের চেয়েও সরু, তরবারীর চেয়েও ধারাল, পিচ্ছিল, পদস্খলনকারী, আল্লাহ যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান সে ব্যতীত কারো পা তাতে স্থায়ী হবে না। অন্ধকারে তা স্থাপন করা হবে, মানুষকে তাদের ঈমানের পরিমাণ আলো দেয়া হবে, তাদের ঈমান অনুপাতে তারা এর উপর দিয়ে পার হবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হাদীসে এসেছে।

অষ্টম বিষয়ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, এতদুভয়ের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি ও তার প্রমাণাদি

যে সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা ও ঈমান আনা ওয়াজিব তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম।

জান্নাত হলোঃ যারা আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের জন্য প্রতিফল স্থান।

তার অবস্থানঃ সপ্তম আসমানে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র নিকট। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ (النجم:١٣- ١٥)

"নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন, প্রান্তবর্তী বদরি গাছের নিকট, যার নিকটেই রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া"। [সূরা আন-নাজমঃ ১৩-১৫]

জান্নাতে একশত মর্যাদাপূর্ণ স্তর রয়েছে, যার একটি থেকে আরেকটির দুরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যখানের দূরত্বের ন্যায়। সহীহ্ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

(إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)

"অবশ্যই জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য। দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মত"[১]।

সর্বোচ্চ জান্নাত হলোঃ সুউচ্চ ফিরদাউস। তার উপরই আরশ অবস্থিত। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত পূর্ব হাদীসটিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসেছে, তিনি বলেছেনঃ

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২৭৯০)।

(فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة)

"যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন তার কাছে ফিরদাউস চাও; কেননা তা সবচেয়ে মধ্যখানের জান্নাত, আবার সর্বোচ্চ জান্নাত। আর তার উপরই দয়াময়ের আরশ অবস্থিত। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত"।

জান্নাতের দরজা হলো আটটি। সহীহ বুখারীতে সাহল ইবনে সা'আদ বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ

(في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون)

"জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, তম্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান' যা দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদারগণই প্রবেশ করবে"[১]।

আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে এমন সব নেয়ামত রেখেছেন যা কোন চক্ষু কোনদিন দেখেনি, কোন কানও কোনদিন শুনেনি আর কোন মানুষের অন্তরেও জাগেনি।

আর জাহান্নাম হলোঃ কাফির, মুশরিক এবং বিশ্বাসগত মুনাফিকদের চিরস্থায়ী শাস্তির আবাসস্থল। এছাড়াও তাওহীদ পন্থী গুনাহগারদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাদের গুনাহ অনুপাতে তাদেরকে সেখানে বাস করতে হবে। তারপর তাদের শেষ ঠিকানা হবে জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء:٤٨)

"অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন"। [সূরা আন-নিসাঃ ৪৮]

জাহান্নামের অবস্থানঃ সপ্তম যমীনে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, একটির নীচে অপরটি। আব্দুর রহমান ইবনে

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২৫৭)।

আসলাম বলেনঃ 'জান্নাতের স্তরসমূহ উপরের দিকে যায়, আর জাহান্নামের স্তরসমূহ নীচের দিকে যায়'।

সবচেয়ে নীচের স্তর হলো মুনাফিকদের বাসস্থান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (النساء:١٤٥)

"মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে"। [সূরা আন-নিসাঃ ১৪৫]

জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছেঃ মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ (الحجر:٤٤)

"তার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক স্থান রয়েছে"। [সূরা আল-হিজরঃ৪৪]

দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(ناركم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم)

"তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ"[১]।

জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান পূর্ণ হতে হলে তিনটি বিষয় প্রয়োজনঃ

একঃ এটা অকাট্য বিশ্বাস থাকতে হবে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম হক্ব বা বাস্তব। জান্নাত মুত্তাকীদের বাসস্থান, পক্ষান্তরে জাহান্নাম কাফির ও মুনাফিকদের আবাসস্থল। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ (النساء:٥٦، ٥٧)

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২৬৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮৭১)।

"যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে আগুনে পোড়াবই। যখনি তাদের চামড়া পুড়ে পাকা দগ্ধ হবে তখনি তার স্থলে নূতন চামড়া বদলিয়ে দেব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে, তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত; যেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রীসমূহ থাকবে, এবং তাদেরকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করাব"। [সূরা আন-নিসাঃ ৫৬ - ৫৭]

দুইঃ জান্নাত ও জাহান্নাম এখনো বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেনঃ ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٣) "মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে"। [সূরা আলে-ইমরানঃ১৩৩] অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেনঃ(البقرة: ٢٤)﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾"কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৪]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী 'ইমরান ইবনে হুসাইনের বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

(اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)

"আমি জান্নাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাতে তার অধিবাসীদের অধিকাংশকেই গরীব শ্রেণীর দেখতে পেলাম, আর আমি জাহান্নামের দিকে তাকালাম তাতে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা"[১]।

তিনঃ একথা বিশ্বাস করা যে, জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোনদিন সেগুলো ধ্বংস হবে না আর এ গুলোর অধিবাসীরাও কোনদিন বিলীন হয়ে যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেনঃ

﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (النساء:١٣)

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩২৪১), একই অর্থে সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৭৩৮), শব্দ চয়ন ইমাম বুখারীর।

"তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটাই হলো মহা সাফল্য" [সূরা আন-নিসাঃ ১৩]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ (الجن:٢٣)

"যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সর্বদা চিরস্থায়ীভাবে সে সেখানে থাকবে"। [সূরা আল-জ্বিনঃ ২৩]

জাহান্নামে অবস্থান করাকে চিরস্থায়ী বলে তাগিদ দেয়ার কারণে বুঝা যাচ্ছে এখানে অবাধ্যতা দ্বারা কুফরী বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেনঃ 'আল্লাহর বাণী أبداً বলা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে অবাধ্যতা দ্বারা শির্ক বুঝানো হয়েছে'[১]।

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(يدخل الله أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه)

"আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর তাদের মাঝে একজন আহবানকারী দাঁড়িয়ে বলবেনঃ 'হে জান্নাতবাসী! কোন মৃত্যু নেই, আর হে জাহান্নামবাসী! কোন মৃত্যু নেই, যে যেখানে আছে সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে"[২]।

শেষ দিবসের উপর ঈমানের ফলাফলঃ

মু'মিনের জীবনে পরকালের উপর ঈমানের অনেক বিরাট ফলাফল রয়েছে, তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

১. সেদিনের সওয়াবের আশায় আল্লাহর আনুগত্য করতে সদা সচেষ্ট থাকা।

---

[১] তাফসীর কুরতুবী (১৯/২৭), তাফ্সীরে ফাতহুল কাদীর (৫/৩০৭)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫৪৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৮৫০)। শব্দ চয়ন ইমাম মুসলিমের।

আর সেদিনের শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

২. যখন দুনিয়ার কোন নেয়ামত ও উপকরণ মু'মিনের হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন সে আখেরাতের নেয়ামত ও সওয়াবের আশায় শান্তনা লাভ করে।

৩. মহান আল্লাহর পূর্ণ ইনসাফের অনুভূতি জাগ্রত হওয়া; কারণ তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্বেও প্রত্যেককে তার আমল বা কার্য অনুসারে প্রতিফল দিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্বাদ্বা ও ক্বাদর তথা আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের উপর ঈমান

এতে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ক্বাদ্বা ও কাদর তথা ফয়সালা ও তাকদীরের সংজ্ঞা, এ দু'টি যে বাস্তব তার দলীল প্রমাণাদি এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ তাকদীরের পর্যায়সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্বাদ্বা ও ক্বাদর তথা আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের সংজ্ঞা, এ দু'টি সাব্যস্তের প্রমাণাদি এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

ক্বাদ্বা ও ক্বাদরের সংজ্ঞাঃ

ক্বাদ্বা শব্দটির আভিধানিক অর্থঃ নির্দেশ দেয়া, ফয়সালা করা।

আর শরীয়তের পরিভাষায় কাদ্বা বলতে বুঝায়ঃ মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁর সৃষ্টি জগতের মধ্যে কোন কিছুর অস্তিত্ব দেয়া, বিলীন করা অথবা পরিবর্তন করা।

আর ক্বাদর শব্দটি মূলধাতু, বলা হয়ে থাকেঃ قــدرت الشيء أقدره আমি কোন কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছি, নির্ধারণ করব; যখন তার পরিমাণ তুমি পূর্ণ আয়ত্ব করতে পার।

শরীয়তের পরিভাষায় ক্বাদর বলতে বুঝায়ঃ অনাদিতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর পূর্ব জ্ঞান অনুসারে তাঁর সৃষ্টিজগতে যা হবে তা নির্ধারণ করা।

ক্বাদ্বা ও ক্বাদরের মধ্যে পার্থক্যঃ

ক্বাদ্বা ও ক্বাদরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে যেয়ে আলেমগণ বলেনঃ ক্বাদর হলো কোন কিছুর নির্দেশ বা ফয়সালা দেয়ার আগে সে বস্তু নির্ধারণ করা। আর ক্বাদ্বা হলোঃ সে কাজ শেষ করা।

আবু হাতিম ক্বাদ্বা ও ক্বাদরের মধ্যে পার্থক্য করতে যেয়ে যে উপমা উল্লেখ করেছেন তা হলোঃ ক্বাদর হলো দর্জি কর্তৃক কাপড়ের মাপ নেয়া, কেননা সে তা সেলানোর পূর্বে পরিমাণ নির্ধারণ করে, বাড়ায় এবং কমায়। আর যখন সে তা সেলানো শেষ করল তখন তা ক্বাদ্বা করল বা শেষ করল, তখন তার পরিমাণ করার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেল। এ হিসাবে ক্বাদ্বার পূর্বেই ক্বাদরের অবস্থান।

ইবনুল আসীর বলেনঃ 'সুতরাং ক্বাদ্বা ও ক্বাদর দু'টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিষয়, যার একটি আরেকটি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় না; কেননা তার একটি হলো ভিত্তিতুল্য যাকে বলব ক্বাদর। আরেকটি হলো দেয়ালের মত যাকে বলব ক্বাদ্বা, সুতরাং যে কেউ এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করতে চাইবে, সে অবশ্যই দেয়াল ভাঙ্গার

ও নষ্ট করার ইচ্ছাই করবে'।

ক্বাদ্বা ও ক্বাদর যখন একসাথে উল্লেখ হয় তখন এ দু' শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য আসে। তখন প্রত্যেকটি তার নিজস্ব বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন এ দু'টি ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয় তখন তার একটি আরেকটির অর্থও প্রদান করে। কোন কোন আলেম এ মত উল্লেখ করেছেন।

ক্বাদর বা তাকদীরের যথার্থতার প্রমাণাদিঃ

ক্বাদর বা তাকদীরের উপর ঈমান আনা ঈমানের রুকনসমূহের একটি রুকন। কুরআন ও সুন্নায় তা প্রমাণ ও সাব্যস্ত করার জন্য অনেক দলীল প্রমাণাদি এসেছেঃ

কুরআন থেকে প্রমাণ হলঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر:٤٩)

"অবশ্যই আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে"। [সূরা আল-কামারঃ৪৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ (الأحزاب:٣٨)

"আর আল্লাহর নির্দেশ ছিল সুনির্ধারিত"। [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان:٢)

"তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তারপর নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে"। [সূরা আল-ফুরকানঃ২]

অনুরূপভাবে রাসূলের সুন্নায়ও ক্বাদর বা তাকদীর প্রমাণ করে অনেক হাদীস এসেছে। তন্মধ্যে জিবরীলের হাদীস অন্যতম। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমানের রুকনসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। রাসূল তাতে তাকদীরের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেনঃ

(الإيمان بالقدر خيره وشره)

"তাকদীর ভাল ও মন্দ হওয়ার উপর ঈমান আনয়ন করা"।

ফিরিশ্‌তাদের বর্ণনা অধ্যায়ে শব্দ সহ হাদীসটি পূর্ণভাবে গত হয়েছে।

অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وكان عرشه على الماء)

"আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন"। বললেনঃ "আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর"[১]।

তাকদীরের উপর ঈমান আনা উম্মাত তথা সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সবার ইজ্‌মা' বা ঐক্যমতের বিষয়। সহীহ মুসলিমে ত্বাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আমি অনেক সাহাবীকে পেয়েছি যারা বলতেনঃ সব কিছু তাকদীর অনুসারে হয়'। আরো বলেনঃ আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(كل شيء بقدر حتى العَجْز والكَيْس أو الكيس والعجز)

"সবকিছুই তাকদীর মোতাবেক হয়, এমনকি অপারগতা ও সক্ষমতা, অথবা বলেছেনঃ সক্ষমতা ও অপারগতা"[২]।

হাদীসে উল্লেখিত الكيس শব্দটি العجز শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ। যার অর্থ কর্মতৎপরতা, সক্ষমতা।

ইমাম নববী বলেনঃ 'আল্লাহ কর্তৃক তাকদীর নির্ধারণ করার উপর 'কুরআন, সুন্নার অকাট্য দলীল-প্রমাণাদি প্রচুর পরিমাণে এসেছে আর এর উপর সাহাবাগণ এবং 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' তথা যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য এমন সব পূর্ব ও উত্তরকালীন মনিষীর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৫৩)।

[২] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৫৫)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাকদীরের স্তর বা পর্যায়সমূহ

তাকদীরের চারটি স্তর রয়েছে, যার উপর কুরআন ও সুন্নায় অসংখ্য দলীল-প্রমাণাদি এসেছে আর আলেমগণও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা হলোঃ

প্রথম স্তর ঃ অস্তিত্বসম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, সম্ভব এবং অসম্ভব সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান থাকা এবং এ সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত থাকা। সুতরাং তিনি যা ছিল এবং যা হবে, আর যা হয়নি যদি হত তাহলে কিরকম হতো তাও জানেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴾ (الطلاق:١٢)

"যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন"। [সূরা আত্‌তালাকঃ১২]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

(الله أعلم بما كانوا عاملين)

"তারা কি কাজ করত (জীবিত থাকলে) তা আল্লাহই ভাল জানেন''[১]।

দ্বিতীয় স্তর ঃ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু ঘটবে সে সব কিছু মহান আল্লাহ কর্তৃক লিখে রাখা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

(الحج:٧٠)

"আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই এক কিতাবে আছে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নিকট সহজ। [সূরা আল- হাজ্জঃ৭০]

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৮৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৫৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (يس:١٢)

"আমরা তো প্রত্যেক জিনিস এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করেছি"। [সূরা ইয়াসীনঃ১২]

সুন্নাহ থেকে দলীলঃ

পূর্বে বর্ণিত 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আসের হাদীস, যাতে বলা হয়েছে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন।

তৃতীয় স্তরঃ আল্লাহর ইচ্ছাঃ তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয়না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ (يس:٨٢)

"তাঁর ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তখন তাকে বলেনঃ 'হও', ফলে তা হয়ে যায়"। [সূরা ইয়াসীনঃ ৮২]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ (التكوير:٢٩)

"সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন ইচ্ছাই করতে পার না"। [সূরা আত-তাকওয়ীরঃ ২৯]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ

(لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت! اللهم ارحمني إن شئت! ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له)

"তোমাদের কেউ যেন একথা কখনো না বলে যে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও আমাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও আমাকে দয়া কর, বরং দো'আ করার সময় দৃঢ়ভাবে কর; কেননা আল্লাহ যা ইচ্ছা তা'ই করেন, তাঁকে জোর করার

কেউ নেই"[১]।

চতুর্থ স্তরঃ আল্লাহ কর্তৃক যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা এবং এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা। কেননা তিনিই সে পবিত্র সত্তা যিনি সমস্ত কর্মী ও তার কর্ম, প্রত্যেক নড়াচড়াকারী ও তার নড়াচড়া, এবং যাবতীয় স্থিরিকৃত বস্তু ও তার স্থিরতার সৃষ্টিকারক। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (الزمر:٦٢)

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক"। [সূরা আয-যুমারঃ৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات:٩٦)

"আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও"। [সূরা আস-সাফফাতঃ ৯৬]

ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে 'ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনঃ

(.. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض)

"একমাত্র আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কোন বস্তু ছিলনা, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি সবকিছু লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, আর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন"[২]।

তাই তাকদীরের উপর ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ চারটি স্তরের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। যে কেউ তার সামান্যও অস্বীকার করে তাকদীরের উপর তার

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৩৩৯), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৬৭৯), শব্দ চয়ন ইমাম মুসলিমের।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩১৯১)।

ঈমান পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

তাকদীরের উপর ঈমানের ফলাফলঃ

তাকদীরের উপর ঈমান যথার্থ হলে মু'মিনের জীবনের উপর তার যে বিরাট প্রভাব ও হিতকর ফলাফল অর্জিত হয়, তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

১. কার্যোদ্ধারের জন্য কোন উপায় বা কৌশল অবলম্বন করলেও কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করবে; কেননা তিনিই যাবতীয় কৌশল ও কৌশলকারীর নিয়ন্তা।

২. যখন বান্দা এ কথা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর অনুসারেই হয় তখন তার আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক প্রসন্নতা অর্জিত হয়।

৩. উদ্দেশ্য সাধিত হলে নিজের মন থেকে আত্মম্ভরিতা দূর করা সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ তার জন্য উক্ত কল্যাণ ও সফলতার উপকরণ নির্ধারণ করে দেয়ার কারণেই তার পক্ষে এ নেয়ামত অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তাই সে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হবে এবং আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করবে।

৪. উদ্দেশ্য সাধিত না হলে বা অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে মন থেকে অশান্তি ও পেরেশানীভাব দুর করা (তাকদীরে ঈমানের কারণে) সম্ভব হয়; কেননা এটা আল্লাহর ফয়সালা আর তাঁরই তাকদীরের ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং সওয়াবের আশা করবে।

তৃতীয় ভাগ

আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মাসআলাসমূহ

মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত

প্রথম অধ্যায় ঃ ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বৈরীতা, এর মর্ম ও নিয়মাবলী

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাহাবাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি আমাদের যা করা কর্তব্য

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মুসলমানদের ইমাম বা শাসকের প্রতি, এবং সাধারণ মানুষের প্রতি করণীয় এবং তাদের দলভুক্ত থাকা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান

এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্সান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সানের মাঝে সম্পর্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম

ইসলামের পরিচয়ঃ

ইসলাম শব্দটির অভিধানিক অর্থঃ মেনে নেয়া, আত্মসমর্পণ করা, বিনম্র হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ তা হলো আল্লাহর কাছে তাওহীদের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া, শির্ক থেকে মুক্তি এবং শির্ককারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣)

"বলুনঃ আমার সালাত, আমার ইবাদাত (কুরবানী ও হজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে, তাঁর কোন শরীক নেই, আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৬২-১৬৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(آل عمران: ٨٥)

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না, এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। [সূরা আলে-ইমরানঃ ৮৫]

ইসলামের রুকনসমূহঃ

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله)

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সঠিক উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাদানের সাওম পালন করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা'[১]।

অনুরূপভাবে পূর্বে বর্ণিত 'হাদীসে জিবরীল' নামে বিখ্যাত হাদীসেও এর দলীল রয়েছে, তাতে এসেছে, 'তিনি (জিবরীল) বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت...)

'ইসলাম হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ব কোন মা'বুদ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাদানের সাওম পালন করা, আর যদি আল্লাহর ঘরে যাওয়ার সামর্থ থাকে তবে তার হজ্জ করা'। তিনি (জিবরীল) বললেনঃ আপনি সত্য বলেছেন...'[২]।

শাহাদাত বা সাক্ষ্য দেয়ার অর্থঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ সাক্ষ্যের অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বুদ নেই।

আর "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এ সাক্ষ্যের অর্থঃ তিনি যা নির্দেশ করেছেন তা মেনে তার অনুসরণ করা, যা কিছুর সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, যা যা করতে নিষেধ ও সাবধান করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা এবং তিনি যেভাবে পথনির্দেশ করেছেন কেবলমাত্র সেভাবেই আল্লাহর ইবাদাত করা।

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৬)।

[২]পূর্বে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৮) সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও তার রুকনসমূহ এবং কবীরা গুনাহকারীর হুকুম বর্ণনা

ঈমানের পরিচয় ঃ

ঈমান শব্দের অভিধানিক অর্থঃ বিশ্বাস এবং স্বীকার করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলেঃ মনে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কার্যে পরিণত করা।

ঈমানের রুকনসমূহ ও তার প্রমাণাদিঃ

ঈমানের রুকন ছয়টি, যার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ (البقرة:١٧٧)

"নেককাজ শুধু এ নয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাবে, বরং নেককাজ হলো, ঐ ব্যক্তির কাজ যে ঈমান আনে আল্লাহর উপর, পরকালের উপর, ফিরিশ্‌তাদের উপর, কিতাবের উপর এবং নবীদের উপর"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৭৭]

সুন্নাহ থেকে তার প্রমাণ হাদীসে জিবরীল, যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ

(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت...)

'আমাকে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান দিন, তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলদের এবং শেষদিনের উপর ঈমান আনয়ন করা, এবং ভাগ্যের ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর ঈমান রাখা'। তিনি উত্তরে বললেনঃ আপনি সত্য বলেছেন...[১]।

---

[১]বুখারী ও মুসলিম, সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৫০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৮)।

ঈমানের বৃদ্ধি ও কমতি প্রসঙ্গেঃ

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় আর অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়।

কুরআন থেকে প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (محمد:١٧)

"আর যারা হেদায়াত অবলম্বন করে তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন, তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন"। [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال:٢)

"মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, এবং যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে"। [সূরা আল-আনফালঃ২]

অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেনঃ

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ (الفتح:٤).

"তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বর্ধিত হয়"। [সূরা আল-ফাতহঃ ৪]

হাদীস থেকে প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ

(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)

'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে' [১]।

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭৫১০), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৯৩)।

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ

(الإيمـــان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)

'ঈমানের সত্তরের উপর শাখা রয়েছে, তম্মধ্যে সর্বোচ্চ হলো ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক্ক মা'বুদ নেই, সর্বনিম্ম হলোঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা'[১]।

কবীরা গুনাহ্কারীর হুকুমঃ

কবীরা গুনাহ দু'প্রকারঃ এক প্রকার গুনাহ আছে যা কাফির বানিয়ে দেয়, আরেক প্রকার আছে যা কাফির বানায় না। যে সমস্ত কবীরা গুনাহ কাফির বানিয়ে দেয় তা হচ্ছে; আল্লাহর সাথে শির্ক করা; কেননা যে সমস্ত গুনাহ দ্বারা আল্লাহর নাফরমানি করা হয় তম্মধ্যে শির্ক সবচেয়ে বড় গুনাহ। অনুরূপভাবে বিশ্বাসগত নিফাক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া ইত্যাদি কবীরা গুনাহ করলে কাফির হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার কবীরা গুনাহ যা গুনাহকারীকে কাফির বানিয়ে দেয় না, দ্বীন থেকেও বের করে না, যদি তা হালাল মনে করা না হয়। আর তা হলো কুফরীর নিম্নপর্যায়ের যাবতীয় গুনাহ যেমন সুদ, হত্যা, ব্যাভিচার ইত্যাদি।

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করছে যে, কাফির বানিয়ে দেয় না এ রকম গুনাহকারী ব্যক্তি ঈমানদার। তবে তার ঈমান অপূর্ণাঙ্গ, আর তাকে বলা হবে ফাসিক বা নাফরমান।

আখিরাতে এ ধরনের গুনাহকারীর হুকুম হলো যে, সে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে তাঁর রহমতের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন তিনি তাকে তাঁর ইনসাফের চাহিদা অনুসারে শাস্তি দিবেন, এমতাবস্থায় সে শাস্তি পেলেও চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না বরং শাস্তি ভোগের পর তার তাওহীদ ও ঈমানের কারণে সর্বশেষ গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

---

[১]সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান (হাদীস নং ৫৭)।

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء:١١٦)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না, আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়"। [সূরা আন-নিসাঃ ১১৬]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

(يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)

"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই, এ কথা) বলবে, আর তার মনে একটি যব পরিমাণ কল্যাণও থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে, জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই, এ কথা) বলবে, আর তার মনে একটি গম পরিমাণ কল্যাণ থাকবে, অনুরূপভাবে জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই এ কথা) বলবে, আর তার মনে সামান্য কণা পরিমাণ কল্যাণও নিহিত থাকবে"[১]।

এখানে কুরআন ও হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত হলো এ উম্মাতের সালফে সালেহীন তথা সাহাবাগণ, কল্যাণ ও হেদায়াতের ভিত্তিতে তাদের অনুসারী 'তাবেয়ী'গণ ও 'তাবে' তাবেয়ী'গণ কবীরা গুনাহকারীর ব্যাপারে এ হুকুমই দিয়ে থাকেন। তাদের এ পথ এ বিষয়ে বাড়াবাড়িকারী ও সংকোচনকারী এ দু'এর মাঝামাঝি। সীমালংঘনকারী প্রাচীন ও নব্য খারেজী সম্প্রদায় কবীরা গুনাহকারীকে কাফির সাব্যস্ত করে তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়, তার রক্ত হালাল করে দেয়, আর আখিরাতে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে বলে বিশ্বাস করে। অপর পক্ষে সংকোচনকারী দল মনে করে যে, কবীরা গুনাহকারী পরিপূর্ণ মু'মিন। তারা কবীরা গুনাহকারী ও

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৯২)।

যাবতীয় আদেশকৃত বিষয় পালনকারী ও নিষেধকৃত বিষয় ত্যাগকারী এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না, যে মত পোষণ করে থাকে কট্টর 'মুরজিয়া' সম্প্রদায়। সালফে সালেহীনের অবস্থান এ দু'দলের মধ্যবর্তী।

কবীরা গুনাহকারী যে কাফির নয় তার প্রমাণঃ

কবীরা গুনাহকারী যে কাফের নয় কুরআন ও সুন্নাহ তা প্রমাণ করছে, কুরআন থেকে এর দলীল মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الحجرات:٩-١٠)

"মু'মিনদের দু' দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; তারপর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে- যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের দু'ভায়ের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও"। [সূরা আল-হুজরাতঃ ৯-১০]

আয়াতদ্বয় দ্বারা দলীল নেয়ার কারণঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহকারী দু'দলের মধ্যে একে অপরের উপর আক্রমণকারীদের জন্য ঈমান সাব্যস্ত করেছেন অথচ তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে ভাই ভাই হিসাবে দেখিয়েছেন এবং ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানী ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এর প্রমাণঃ মুসলিম শরীফে আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان فأخرجوه ..)

“জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাকে ইচ্ছা তিনি তার রহমতের বিনিময়ে সেখানে প্রবেশ করাবেন, আর জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তার পর বলবেনঃ দেখ যার অন্তরে শস্য পরিমাণ ঈমানও তোমরা পাবে তাকে বের করে আন...[১]” ।

এ হাদীস দ্বারা দলীল নেয়ার কারণ হলোঃ এখানে কবীরা গুনাহকারীকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা করা হয়নি, কেননা যার মনে সামান্যতম ঈমান অবশিষ্ট আছে তাকেও সেখান থেকে বের করা হবে। অনুরূপভাবে হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানদারগণ তাদের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত, আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানদার যতটুকু ওয়াজিব ছেড়ে দিবে বা যতটুকু নিষিদ্ধ কাজ করবে সে পরিমাণ ঈমান বাড়ে ও কমে।

---

[১]সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, শাফা'আত অধ্যায়, এবং তাওহীদের অনুসারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা শিরোনামে (হাদীস নং ১৮৪)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইহ্সান

ইহ্সানের পরিচয়ঃ

ইহ্সান অর্থঃ মহান আল্লাহকে যাবতীয় ফরয ও নফল আদায় এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি ত্যাগ করার মাধ্যমে গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় এমনভাবে খেয়াল রাখা, যেন সে এমন সত্তার ধ্যান করছে যাকে সে ভালবাসে, ভয় পায়, তাঁর কাছে সওয়াবের আশা করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে। আর মুহ্সিন হলেন ঐ সমস্ত লোক যারা সৎ কাজে অগ্রণী, যে সমস্ত কাজে ফযীলত রয়েছে সে গুলোতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

ইহ্সানের দলীলঃ

কুরআন থেকে প্রমাণ, মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴾ (النحل:١٢٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের সাথে রয়েছেন, আর যারা মুহসিন"। [সূরা আন-নাহ্লঃ ১২৮]

হাদীস থেকে, হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম নামে বিখ্যাত হাদীসে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে জানান, উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)

'তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে সামর্থ নাও হও, তিনি তো তোমাকে দেখছেন'[১]।

---

[১]হাদীসটির তাখরীজ পূর্বে ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলাম, ঈমান এবং ইহ্‌সানের মধ্যে সম্পর্ক

জিবরীল আলাইহিস সালামের হাদীসে ইসলাম, ঈমান এবং ইহ্‌সানের বর্ণনা এসেছে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম দ্বারা প্রকাশ্য কর্মকান্ডে আনুগত্য করাকে বুঝিয়েছেন; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক্ক মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লার হজ্জ করা।

আর ঈমান দ্বারা অপ্রকাশ্য গায়েবী বিষয়কে বুঝিয়েছেন; আর তা হলোঃ আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, শেষ দিন এবং ভাগ্যের ভালো মন্দ হওয়ার উপর ঈমান আনাকে বুঝিয়েছেন।

আর ইহ্‌সান দ্বারা প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় আল্লাহকে খেয়াল রাখাকে বুঝিয়েছেন, তাই বলেছেনঃ

(أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)

'তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে সামর্থ নাও হও তিনি তো তোমাকে দেখছেন'।

সুতরাং যখনই এ তিনটি বিষয় একসাথে বর্ণিত হয়, তখন এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে, তখন ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হয় প্রকাশ্য দ্বীনী কর্মকান্ড, ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় গায়েবী বিষয়াদি, আর ইহ্‌সান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় দ্বীনের সর্বোচ্চ সোপান। কিন্তু যখন শুধু ইসলাম শব্দ ব্যবহার হয় তখন তার মধ্যে ঈমানও এসে যায়, আবার যখন শুধু ঈমান শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন তা ইসলামকে শামিল করে। আর যখন শুধু ইহ্‌সান শব্দ ব্যবহার হয় তখন তার মধ্যে ইসলাম ও ঈমান ঢুকে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়ালা' এবং বারা' বা বন্ধুত্ব স্থাপন ও বৈরিতা পোষণ, এর সংজ্ঞা ও নীতিমালা

পরিচিতিঃ

আরবীতে الــولاء শব্দটি মূল ধাতু, এর ক্রিয়া মুল ولي অর্থাৎ তার নিকটবর্তী হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলোঃ মুসলমানদেরকে ভালবাসা, সাহায্য করা আর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতার জন্য মুসলমানদের পাশে থাকা, এবং তাদের সাথে বসবাস করা।

অপরদিকে আরবী ভাষায় البراء শব্দটি মুল ধাতু, এর ক্রিয়া মূলبرى অর্থাৎ কর্তন করল। এভাবেই বলা হয়ে থাকেঃ بــرى القــلم অর্থাৎ কলমটি কেটেছে। এখানে উদ্দেশ্য হলোঃ কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা, তাদেরকে ভাল না বাসা, তাদেরকে সহযোগিতা না করা, প্রয়োজন ব্যতীত তাদের দেশে অবস্থান না করা।

বন্ধুত্ব রাখা ও বৈরিতা পোষণ করা তাওহীদের দাবীঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে বন্ধুত্ব রাখা, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যেই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা, আল্লাহকে খুশি করার জন্যই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই কাউকে ঘৃণা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। সুতরাং সে মুসলমানদের ভালবাসবে এবং তাদের সহযোগিতা করবে, আর কাফেরদের সাথে সে শত্রুতা পোষণ করবে ও তাদের ঘৃণা করবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা ওয়াজিব করে দিয়ে বলেনঃ

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (المائدة: ٥٥-٥٦)

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ- যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা রুকু'কারী। কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং

মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দল তো বিজয়ী হবেই"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫৫-৫৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ (المائدة: ٥١).

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পরের বন্ধু, তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। [সূরা আল- মায়িদাহঃ ৫১]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ (المجادلة: ٢٢)

"আপনি পাবেন না আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালবাসে- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র"। [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২]

এ মহিমান্বিত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা ওয়াজিব, আর এর মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। আর কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ওয়াজিব, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার ব্যাপারে সতর্কীকরণ এবং এ ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার মধ্যে সীমাহীন ক্ষতি রয়েছে।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বৈরিতা পোষণ এর দ্বীনি মর্যাদা ঃ

ইসলামে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বৈরিতা পোষণ এ মূলনীতির বিরাট মর্যাদা রয়েছে; কেননা তা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত রশি বলে বিবেচিত। আর এর অর্থ হলো, মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি ভালবাসার সম্পর্ক মজবুত করা, ইসলামের শত্রুদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা। তাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله)

"ঈমানের সবচেয়ে মজবুত রশি হলো আল্লাহর জন্যে কারো সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা" [১]।

চাটুকারিতা এবং নরম ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য, আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বৈরিতা পোষণ নীতির উপর এদু'য়ের প্রভাবঃ

চাটুকারিতা হলোঃ দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ছেড়ে দেয়া, দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার যে মহান আত্মমর্যাদা মুসলমানের উপর ওয়াজিব তা ত্যাগ করা। এর উদাহরণ হলোঃ গুনাহগার ও কাফিরদেরকে তাদের গুনাহ ও কুফরীতে লিপ্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে চলাফেরাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ না করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (المائدة: ٧٨-٨٠).

"বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাঊদ ও মারইয়ামের পুত্র 'ঈসার মুখে অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ জন্যে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট! তাদের অনেককে আপনি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। [সূরা আল- মায়িদাহঃ ৭৮-৮০]

নম্রভাব হলোঃ ক্ষতি ও অপকার দূরীকরণের স্বার্থে নরম সুরে কথা বলা, কঠোরতা ত্যাগ করা অথবা খারাপ লোকদের থেকে বিমুখ হয়ে থাকা যদি তাদের খারাবির ভয় হয় বা তারা যা করছে তা থেকে বেড়ে গিয়ে আরো বেশী খারাপ কিছু করার সম্ভাবনা থাকে। যেমনঃ মূর্খকে শিক্ষা দেয়ার সময় নম্রতা অবলম্বন করা,

---

[১] ত্বাবরাণী তার মু'জামুল কাবীরে (১১/২১৫), ইমাম বাগভী, শারহুচ্ছুন্নাহ (৩/৪২৯), হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

ফাসিককে তার খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার সময়, তার উপর কঠোরতা প্রয়োগ ত্যাগ করা, নরম কথা ও কাজের মাধ্যমে তার কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করা, বিশেষ করে যখন তার অন্তরকে কাছে টানার প্রয়োজন হবে।

রাসূলের হাদীসে 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ "কোন এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইল। যখন তিনি তাকে দেখলেন তখন বললেনঃ "জ্ঞাতিভ্রাতাদের মধ্যে কতইনা খারাপ লোক, আর জ্ঞাতির সন্তানদের মধ্যে কতইনা খারাপ ছেলে"।, তারপর যখন বসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের উপর হাসি দিয়ে কথা বললেন এবং তার জন্য (মন) প্রশস্ত করে দিলেন। লোকটি চলে গেলে 'আয়েশা(রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন লোকটিকে দেখলেন তখন এ রকম এরকম বললেন, তারপর তার মুখের উপর হাসলেন এবং তার প্রতি প্রসন্ন হলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

(يا عائشة متى عهدتني فحاشاً، إن شر الناس عند الله منـــزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)

"হে 'আয়েশা! কখন তুমি আমাকে খারাপ বাক্য ব্যবহার করতে দেখেছ? নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ মর্যাদাসম্পন্ন লোক হলো ঐ লোক যাকে মানুষ তার ক্ষতির ভয়ে ত্যাগ করে"[১]।

এ লোকটি খারাপ চরিত্রবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করার পর তার সাথে তিনি দ্বীনি স্বার্থে নরম ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, নরম ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সাথে বিপরীতমুখী নয়, যদি সেখানে কোন প্রাধান্যপ্রাপ্ত স্বার্থ থাকবে, যেমন অনিষ্ট থেকে বাঁচা, মনোরঞ্জন বা ক্ষতির পরিমাণ কমাতে ও হাল্কা করতে। আর এটা হলো আল্লাহর পথে আহবান করার অন্যতম পদ্ধতি। মদীনার মুনাফিকদের অনিষ্টের ভয়ে, তাদের ও অন্যান্যদের মনোরঞ্জনের আশায় তাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নরম ব্যবহার ছিল এ জাতীয়।

চাটুকারীতা এর বিপরীত কাজ; কেননা তা জায়েয নেই, কারণ তা মূলতঃ

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬০৩২)।

খারাপ লোকদের সাথে কোন দ্বীনি স্বার্থ ব্যতীত শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে তাদের অনুকরণ করা।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বৈরিতা পোষণ করার কিছু নমুনাঃ

মহান আল্লাহ ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করেনঃ

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (الممتحنة:٤).

"তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদেরকে মানি না, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা একমাত্র আল্লাহতে ঈমান আন"। [সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহঃ ৪]

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ আনসারগণ কর্তৃক মুহাজিরদের সাথে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা করে বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الحشر:٩).

"আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদের অন্তর কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। [সূরা আল- হাশরঃ ৯]

গুনাহগার ও বেদ'আতকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার হুকুমঃ

যখন কোন লোকের মধ্যে ভাল ও মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, সুন্নাত ও বেদ'আত একত্রিত হয়, তখন সে তার কাছে যে পরিমাণ কল্যাণ আছে সে পরিমাণ সুসম্পর্ক রাখার হক্বদার হবে। আর তার কাছে যে পরিমাণ অনিষ্টতা রয়েছে সে

পরিমাণ শত্রুতা ও শাস্তির হক্বদার হবে। তাই কখনো কোন মানুষের মধ্যে সম্মান ও অসম্মান উভয়টি করার কারণ একত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং তার জন্য দু'ধরনের সম্পর্কই বলবৎ থাকবে। যেমন ফকীর চোর, তার হাত কাটা হবে চুরির জন্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার প্রয়োজন মোতাবেক ব্যায় মিটানোর জন্য খরচ করা হবে এবং তাকে সাদ্‌কাও দেয়া যাবে। এটা এমন এক মূলনীতি যার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একমত হয়েছেন।

কাফেরদের সাথে দুনিয়াবী ব্যাপারে লেনদেন রাখা কি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার পর্যায়ে পড়ে?

সহীহ দলীল প্রমাণাদিতে কাফিরদের সাথে দুনিয়াবী ব্যাপারে লেনদেন করা জায়েয প্রমাণিত হয়েছে। যেমনঃ বেচা কেনা, ভাড়া দেয়া নেয়া, দরকার ও প্রয়োজনের তাগিদে তাদের সহযোগিতা নেয়া তবে শর্ত হচ্ছে তা যেন অত্যন্ত সীমিত গন্ডির মধ্যে হয় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কোন ক্ষতির কারণ না হয়।

(فقد استأجر النبي ﷺ عبدالله بن أُرَيْقط هاديا خرِّيتاً)

"কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইক্বিতকে অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক হিসাবে ভাড়া নিয়েছিলেন"[১]।

হাদীসে বর্ণিত 'খিররীত' শব্দের অর্থঃ রাস্তা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ।

অনুরূপভাবে রাসূল তাঁর বর্মটি একজন ইয়াহুদীর কাছে এক সা' পরিমাণ যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন, 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে জনৈকা ইয়াহুদী মহিলার নিকট তার জন্য কুপ থেকে পানি বের করে দেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি খেজুর এ হিসাবে ষোলটি বালতি বের করে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মদীনাস্থ ইয়াহুদীদের সাহায্য নিয়েছিলেন। আর কাফির কুরাইশদের বিরুদ্ধে খোযা'আ গোত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। এগুলির কোনটিই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পর্কস্থাপন ও ছিন্নকরণ নীতিমালার উপর কোন প্রভাব ফেলে না। তবে শর্ত হলো, মুসলমানদের মধ্যে অবস্থানকারী কাফেরগণ সাধারণ সৌজন্যবোধজনিত ব্যবহার বজায় রাখবে, আর মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনের দিকে ডাকবে না।

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২২৬৩)।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহাবাদের হক্ব ও তাদের ব্যাপারে যা করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহাবা কারা? তাদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক রাখা।

সাহাবীর পরিচয়ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে কেউ মুসলমান হিসাবে সাক্ষাৎ করবে এবং তার উপর তার মৃত্যু হবে সেই সাহাবী।

সাহাবাদের ভালবাসা ও তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখাঃ

সাহাবাগণ সর্বোত্তম প্রজন্ম, এ উম্মাতের বাছাই করা মানুষ। এ উম্মাতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে ভালবাসা, তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকা, তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত মর্যাদায় অভিষিক্ত করা ওয়াজিব; কেননা তাদেরকে ভালবাসা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব, তাদেরকে ভালবাসা দ্বীন ও ঈমান বলে স্বীকৃত এবং রাহমান (আল্লাহ)-এর নৈকট্য লাভের উপায়। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফরী ও সীমালংঘন; কেননা তারা এ দ্বীনের ধারক বাহক, তাই তাদের উপর কোন প্রকার অপবাদ দেয়া সমস্ত দ্বীনের উপর অপবাদ দেয়ার নামান্তর; কারণ এ দ্বীন আমাদের কাছে তাদের মাধ্যমেই এসে পৌঁছেছে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে সরাসরি তাজা- টাটকা এ দ্বীন গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের কাছে আমানত ও নিষ্ঠার সাথে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর বুকে এক যুগের এক চতুর্থাংশেরও কম সময়ের মধ্যে এ দ্বীনকে প্রচার-প্রসার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিজয় দিয়েছেন। ফলে দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে।

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করছে যে, সাহাবাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাদেরকে ভালবাসা ওয়াজিব। মুলতঃ এটা কোন মানুষের ঈমানের সত্যতার উপর প্রমাণবহ। কুরআন থেকে দলীল, মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة: ٧١)

"আর মু'মিন নর-নারীগণ একে অপরের বন্ধু"। [সূরা আত্ তাওবাহঃ ৭১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের ঈমান যখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো, বরং তারা ঈমানদারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এজন্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের 'তায্‌কিয়া' (প্রশংসা) করেছেন, তখন তাদের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক রাখা ও তাদেরকে ভালবাসা ঐ ব্যক্তির ঈমানের পরিচায়ক, যার কাছে এ গুণ পাওয়া যাবে।

রাসূলের সুন্নাত থেকে এর প্রমাণঃ আনাসের হাদীস, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

(آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)

"ঈমানের নিদর্শন হলো আনসারদের ভালবাসা আর নিফাকের নিদর্শন হলো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ"[১]।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক দলীল-প্রমাণ এসেছে, এখানে এ সবের উল্লেখ করলে স্থান সংকুলান সম্ভব হবে না। তবে একটি বিষয়ে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী, আর তা হলোঃ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক থাকলে দুনিয়া ও আখিরাতে যে ভাল পরিণাম রয়েছে তা জানলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার জন্য প্রচেষ্টা বহুগুণ বর্ধিত হবে।

দুনিয়াবী যে কল্যাণ অর্জিত হবে তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সফলতা অর্জন, বিজয় ও সাহায্য লাভ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (المائدة:٥٦)

"কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দল তো বিজয়ী হবেই"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫৬] ইবনে কাসীর বলেনঃ 'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।

তাদের ভালবাসার কারণে আখিরাতের যে কল্যাণ অর্জিত হবে তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- তাদেরকে ভালবাসার কারণে তাদের সাথে হাশর হওয়ার আশা করা যায়;

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৭)।

কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক লোক এসে বললেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক যদি কোন জাতিকে ভালবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিশলো না তার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেনঃ

(المرء مع من أحب)

"মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সাথে সে থাকবে"[১]।

আর এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ভালবাসার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইত, আর এটাকে তাদের শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর নিকট বেশী আশাব্যঞ্জক কাজের মধ্যে গণ্য করত। ইমাম বুখারী আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে বললোঃ কখন ক্বিয়ামত হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "তুমি তার জন্য কি প্রস্তুত করেছ"? লোকটি বললঃ কিছুই না, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ

(أنت مع من أحببت)

"তুমি যাকে ভালবেসেছ তার সাথে থাকবে"।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "তুমি যাকে ভালবেসেছ তার সাথে থাকবে" এ কথার চেয়ে অন্য কোন কথায় এত খুশি হইনি। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি, আরো ভালবাসি আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে, আর আমি আশা করি তাদেরকে ভালবাসার কারণে তাদের সাথে থাকব যদিও আমি তাদের মত কাজ করতে পারিনি।

---

[১]সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৬১৬৮)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাদের ফযীলত ও ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশ্বাস করা আর তাদের মধ্যে যা ঘটেছিল সে ব্যাপারে শরীয়তের দলীল-প্রমাণাদির আলোকে চুপ থাকা ওয়াজিব

তাদের ফযীলতঃ

আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের প্রশংসা করেছেন, তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ١٠٠)

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী, এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এ তো মহা সাফল্য"। [সূরা আত-তাওবাহঃ ১০০]
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح: ١٨)

"অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন গাছের নিচে তারা আপনার কাছে বাই'আত নিচ্ছিলেন"। [সূরা আল- ফাত্হঃ ১৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ

رَّحِيمٌ ﴾ (الحشر: ٨-١٠).

"(এ সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যবাদী। আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদের অন্তর কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু'। [সূরা আল- হাশরঃ ৮-১০]

এ সম্মানিত আয়াতসমূহ সমস্ত সাহাবা তথা মুহাজির, আনসার, বদরের যুদ্ধ এবং বাই'আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী যারা গাছের নিচে শপথ করেছিল, আর যারাই তাঁর সাহচর্যে ধন্য হয়েছে, প্রত্যেক সাহাবীর ফযীলত ও তাদের প্রশংসার উপর প্রমাণ বহন করছে। আর তাদের পরে যারা এসেছে তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, তারা তাদের পূর্বে যে সমস্ত সাহাবা চলে গেছেন তাদের জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে দো'আ করে তিনি যেন ঈমানদারদের জন্য তাদের মনে কোন বিদ্বেষ না রাখেন।

এ আয়াতসমূহ ও এ জাতীয় অসংখ্য আয়াতে তাদের জন্য আল্লাহর সন্তোষ, জান্নাতের সুসংবাদ, মহা সাফল্যের অধিকারী হওয়া এবং প্রশংসা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে তাদের কিছু গুণাগুণ যেমন ভালবাসা, অপরকে প্রাধান্য দেয়া, দান ও বদান্যতা, মুসলিম ভাইদের ভালবাসা এবং আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা ইত্যাদি এমন মহৎ গুণাবলী ও সুন্দর স্মরণের উল্লেখ এসেছে তারা যেগুলোর যথাযথ অধিকারী।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বহু হাদীসে তাদের প্রশংসা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ যা ইমাম মুসলিম জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة)

"যারা গাছের নীচে বাই'আত করেছে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"[1]।

আরো কিছু হাদীস এসেছে যেগুলোতে সমস্ত সাহাবার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য কিছু হাদীসে শুধু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কিছু হাদীসে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং এ দলীলসমূহের চাহিদা অনুসারে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে ভালবাসা, আল্লাহর সন্তোষ লাভের দো'আ করা, যাবতীয় সুন্দর শব্দে তাদেরকে উল্লেখ করা, তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করা, তাদের প্রদর্শিত পথে চলা সমস্ত মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

সাহাবাদের মধ্যে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে নিরব থাকার অপরিহার্যতা এবং তাদেরকে গালি দেয়ার হুকুমঃ

আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর রাসূলের সাহাবাগণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এ উম্মাতের মনোনীত সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব। তারা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী, হেদায়াতের মহান ব্যক্তিবর্গ, অন্ধকারের আলো, তারাই আল্লাহর পথে প্রকৃত জিহাদকারী এবং ইসলামের উপর আপতিত যাবতীয় বাধা-বিপত্তি প্রতিরোধে তারা ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতেই এ দ্বীনকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং যে কেউ তাদের মর্যাদাহানি করবে বা তাদের গালি দেবে অথবা তাদের কাউকে কথা বা কাজে আক্রমণ করবে সে সৃষ্টির অধম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে; কেননা তার এ কাজ সমস্ত দ্বীনের উপর আক্রমণ করার নামান্তর। আর যে কেউ তাদেরকে কাফির বলবে অথবা এ বিশ্বাস করবে যে, তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে সে নিজেই কাফির ও দ্বীন থেকে বের হয়ে মুরতাদ হওয়ার অধিক উপযুক্ত। সাহাবাদের পরে যত বড় আমলকারীই হোক না কেন সে তাদের সামান্যতম ফযীলতের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। বুখারী ও মুসলিমে আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

---

[1]সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৪৯৬)।

(لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)

"তোমরা আমার সাহাবীদের কাউকে গালি দিও না; কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের মত স্বর্ণও ব্যয় কর তাদের এক মুদ পরিমাণ বা তার অর্ধেক ব্যয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না"[১]। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের গালি দেয়া হারাম, আর এ বিষয় তাগিদ হচ্ছে যে, যত সৎকাজই কেউ করুক না কেন তাদের মর্যাদায় কেউ পৌঁছতে পারবে না।

সুতরাং তাদের ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাদের জন্য সন্তোষের দো'আ করা, তাদের মধ্যে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে চুপ থাকা, তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সেগুলো ঘাঁটাঘাটি না করা এবং তাদের গোপন ব্যাপারসমূহ আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করা সমস্ত মুসলিমের উপর ওয়াজিব। উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'তারা এমন এক সম্প্রদায় আল্লাহ আমাদের হাতকে তাদের রক্ত থেকে পবিত্র রেখেছেন, সুতরাং আমরা যেন আমাদের জিহ্বাকে তাদের সম্মান ক্ষুন্ন করা থেকে পবিত্র রাখি'।

মোট কথাঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সমস্ত সাহাবার সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক রাখে, ইনসাফ ও সাম্যের ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকের যে যে মর্যাদা প্রাপ্য তাদেরকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে, কোন প্রকার গোড়ামী বা প্রবৃত্তির বশে নয়; কেননা এ গুলো অতিরঞ্জিতকরণ যা সীমালংঘনের শামিল।

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৬৭৩), সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল (হাদীস নং ২৫৪০, ২৫৪১)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইত বা পরিবার-পরিজন

"আহলে বাইত" এর পরিচয়ঃ

আহলে বাইত (বা ঘরের লোক) বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের ঐ পরিবারসমূহকে বুঝায় যাদের উপর সাদ্‌কা গ্রহণ করা হারাম। আর তারা হলোঃ আলী ইবনে আবি তালিবের বংশধর, জা'ফরের বংশধর, আব্বাসের বংশধর, হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ ও এর অন্তর্ভুক্ত।

"আহলে বাইত" এর ফযীলত বা মর্যাদার প্রমাণসমূহঃ

মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحزاب:٣٣).

"হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে, আর তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"। [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أذكركم الله في أهل بيتي)

"আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"[১]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ আহলে বাইতের মধ্যে শামিল হওয়াঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى

---

[১]সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৪০৮)।

قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۞ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٣٢-٣٤).

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, সুতরাং তোমরা এমন কোমল কণ্ঠে কথা বলো না যাতে করে যার অন্তরে রোগ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে এবং তোমরা ন্যায় সংগত কথা বল। আর তোমরা নিজস্ব গৃহে অবস্থান কর এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িওনা। তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর, অবশ্যই আল্লাহ অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। [সূরা আল-আহযাবঃ ৩২-৩৪]

ইমাম ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'তারপর কুরআনের গবেষণাকারী নিঃসন্দেহে বলতে পারে যে, নবীর স্ত্রীগণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

"হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে", এ আয়াতের মধ্যে অবশ্যই শামিল হবে; কেননা এ বাক্যের পূর্বের কথা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এ জন্যই আল্লাহ এ সব কিছুর পর বলেনঃ

﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾

"আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর", অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঘরে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন ও সুন্নাহ হতে যা অবতীর্ণ করেছেন তার উপর তোমরা আমল কর। ক্বাতাদা এবং আরো অনেকে বলেনঃ 'সমস্ত নারী জাতি

হতে তোমাদেরকে এই যে বিশেষ নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে তা স্মরণ কর'[১]।

আহলে বাইতের ব্যাপারে অসীয়তঃ

"আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি" এ হাদীসটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাত তাদেরকে ভালবাসেন, সম্মান করেন, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীয়ত স্মরণ করেন; কেননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ও সম্মান করার শামিল। তবে শর্ত হলো তারা সুন্নাতের অনুসারী, মিল্লাতে মুহাম্মাদীয়ার উপর অটল থাকতে হবে যেমনটি তাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন, যেমনঃ আব্বাস ও তার সন্তানগণ, 'আলী ও তার সন্তানগণ। কিন্তু যে ব্যক্তি সুন্নার বিপরীত কাজ করবে এবং দ্বীনের উপর অটল থাকবে না তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা জায়েয হবে না, যদিও সে আহলে বাইতের লোক হয়ে থাকে।

সুতরাং আহলে বাইতের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো সাম্য ও ইনসাফের অবস্থান। তাদের মধ্যে যারা দ্বীনদার, দ্বীনের উপর অটল তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে, তাদের থেকে যারা সুন্নাত বিরোধী কাজ করবে, দ্বীন থেকে সরে যাবে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যদিও তারা আহলে বাইতের লোক হোন না কেন; কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল না হবে তখন পর্যন্ত সে আহলে বাইত এবং রাসূলের আত্মীয় হওয়া কোন উপকার দিবে না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরঃ

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ﴾ (الشعراء:٢١٤)

"আপনার নিকটস্থ জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে ভয় দেখান" [সূরা আশ্ শু'আরাঃ ২১৪] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বললেনঃ

(يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً، يــا بني عبدمناف لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عــنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك

---

[১] তাফ্সীরে ইবনে কাসীর (৬/৪১১)।

من الله شيئاً)

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অথবা এ প্রকারের একটি শব্দ, তোমরা তোমাদের নিজেদের ক্রয় করে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কোন কিছুই করতে পারবো না। হে আবদে মান্নাফের বংশধর! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফি সাফিয়্যা! আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট কোন উপকারে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে যা কিছু আছে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য কিছুর মালিক হব না"[১]।

অন্য এক হাদীসেও এসেছেঃ

(من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)

"যার কর্মকান্ড তাকে দেরী করায় তার বংশ তাকে তাড়াতাড়ি করায় না"[২]। হাদীসের শব্দ "মান বাত্তা'আ" এর অর্থ যাকে দেরী করায়, পিছনে ফেলে দেয়।

যারা কোন কোন আহলে বাইতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং তাদের জন্য নিষ্পাপ হওয়ার দাবী করে, আর যারা আহলে বাইতের মধ্যে দ্বীন ও সুন্নার উপর অটল তাদের প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের মর্যাদায় আঘাত করে, অনুরূপভাবে বেদ'আতকারী, বাজে কর্মকান্ডে লিপ্ত লোকেরা যারা আহলে বাইতের লোকদের অসীলা ধরে এবং তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ করে; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না।

সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যম পন্থা ও সরল সোজা পথের উপর আছে যেখানে নেই কোন বাড়াবাড়ি, নেই কোন কমতি বা ঘাটতি।

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৪৭৭১), মুসলিম (হাদীস নং ২০৪)।

[২]মুসলিম (হাদীস নং ২৬৯৯)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
খোলাফায়ে রাশেদীন

"খোলাফায়ে রাশেদীন" এর পরিচয়ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীন হলেনঃ আবু বকর আস্‌সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব (ফারুক), যুন্‌নূরাইন উসমান ইবনে আফ্‌ফান এবং রাসূলের দু' নাতির পিতা 'আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আরদাহুম।

তাদের মর্যাদা ও তাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনাঃ

খোলাফায়ে রাশেদীন সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। আর তারাই ঐ সমস্ত খলীফা যারা সঠিক পথের দিশা প্রদানকারী, হেদায়াতপ্রাপ্ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের আনুগত্য ও আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন 'ইরবাদ্ ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)

"তোমাদেরকে আমি শোনা ও মেনে নেয়ার অসীয়ত করছি, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মত পার্থক্য দেখতে পাবে তখন তোমাদের করণীয় হবে আমার সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং আমার পরে যে সমস্ত সঠিক পথের দিশা প্রদানকারী, হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণ আসবে তাদের সুন্নাকে অনুসরণ করা। তোমরা সেগুলো ধরে রাখবে, শক্ত ভাবে গোড়ালির দাঁতে কামড় দিয়ে ধরার মত আঁকড়ে থাকবে। আর নতুনভাবে আবিস্কৃত যাবতীয় বিষয় থেকে সতর্ক থাকবে; কেননা প্রত্যেক বেদ'আত তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন পন্থাসমূহ ভ্রষ্টতা"[১]।

---

[১] হাদিসটি ইমাম আহমাদ (৪/১২৭-১২৯) তিরমিযী (৭/৪৩৮) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

তাদের ফযীলতঃ

খলীফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, তাদের খিলাফতের ক্রমান্বয় অনুসারেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত; তা যথাক্রমে আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উস্‌মান, তারপর আলী। তাদের প্রত্যেকের ফযীলত বর্ণনায় অনেক হাদীস এসেছে, তম্মধ্যে আমরা প্রত্যেকের জন্য একটি করে হাদীস উল্লেখ করব।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মিম্বরে ছিলেন এমতাবস্থায় বললেনঃ

(لــو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر)

"যদি আমি যমীনের কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু "খলীল" হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম, আবু বকরের আগমন পথ ব্যতীত এ মসজিদের সমস্ত গমন পথ বন্ধ করে দাও"[১]।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ

(قد كان في الأمم قبلكم محدّثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)

"তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের মধ্যে অনেকেই 'মুহাদ্দাস' ছিলেন, যদি এ জাতির মধ্যে কেউ থেকে থাকে তবে উমর ইবনুল খাত্তাব তাদের মধ্যে গণ্য হবে"[২]।

হাদীসে বর্ণিত 'মুহাদ্দাস' অর্থঃ মুলহাম তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে যাদের মনে

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৬৫৪)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৬৮৯), মুসলিম (হাদীস নং ২৩৯৮)।

সঠিক সিদ্ধান্ত জাগিয়ে দেয়া হয় এমন ব্যক্তিত্ব।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত বর্ণনায় 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবু বকর প্রবেশ করলেন, তারপর উমর প্রবেশ করলেন, তারপর উসমান প্রবেশ করলেন; তাকে দেখার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসলেন এবং কাপড় চোপড় ঠিক করে নিলেন, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ

(ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)

"আমি কি এমন এক লোক থেকে লজ্জাবোধ করব না যাকে দেখে ফিরিশ্‌তাগণও লজ্জাবোধ করে?"[১]।

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিমে সাহাল ইবনে সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের সন্ধ্যায় বললেনঃ

(لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولَه، ويحبه اللهُ ورسولُه يفتح اللهُ على يديه ... فقال: ادعوا لي علياً ... فدفع الراية إليه ففتح الله عليه)

"আগামী দিন আমি এমন একজনকে ঝান্ডা দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আর তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসে, তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন"... তারপর বললেনঃ "'আলীকে আমার কাছে ডেকে আন"... তারপর তার হাতে ঝান্ডা দিলেন, ফলে আল্লাহ তার হাতে বিজয় দিলেন'[২]।

---

[১]সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২৪০১)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৩৭০২), মুসলিম (হাদীস নং ২৪০৫)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন

পূর্বের আলোচনায় আমরা সাহাবাদের ফযীলত এবং তারা সবাই যে ন্যায়পরায়ণ সেটা জানতে পারলাম। আরো জানতে পারলাম যে, তারা রাসূলের সাহচর্যের দিক থেকে ফযীলতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের। সর্বোৎকৃষ্ট সাহাবা হলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী প্রাথমিক পর্যায়ে হিজরতকারীগণ, তারপর আনসারগণ। তারপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর আহযাব তথা খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর যারা "বাই'আতুর রিদওয়ান" বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদিত বাই'আতে অংশগ্রহণ করেছেন তারা, তারপর মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারী ও জিহাদে অংশ গ্রহণকারীগণ ঐ সমস্ত লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যারা হিজরতের পরে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। মুলতঃ আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জন্যেই প্রতিফল তথা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিবর্গ হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে আবু বকর আস্‌সিদ্দীক, উমর আল ফারূক, উসমান যুননুরাইন এবং রাসূলের দু' নাতির পিতা 'আলী ইবনে আলী তালিব। তারপর যাদের মর্যাদা তারা হলেন 'আব্দুর রাহমান ইবনে 'আউফ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী 'হাওয়ারী' যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম, অনুরূপভাবে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আর এ উম্মাতের সবচেয়ে বড় আমানতদার ব্যক্তি বলে উপাধি প্রাপ্ত আবু 'উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ এবং সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে নুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হউন।

তাদের ফযীলত বর্ণনায় সাধারণভাবে অনেক হাদীস এসেছে, আবার তাদের মাঝে কারো কারোর ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ হাদীসও এসেছে। তাদের ফযীলত বর্ণনাকারী সাধারণ হাদীসসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম আহমাদ ও আসহাবুস্‌সুনান তথা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ কর্তৃক 'আব্দুর রাহমান ইবনে আখনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। তিনি সা'ঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

(عشـــرة في الجـــنة، النبي ﷺ في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعـــثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة)

"দশজন জান্নাতে যাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে, আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, ত্বালহা জান্নাতে, যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম জান্নাতে, সা'দ ইবনে মালিক জান্নাতে এবং আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ জান্নাতে"।

'যদি তোমরা চাও তবে আমি দশম ব্যক্তির নামও বলে দিতে পারি, বর্ণনাকারী বলেনঃ তারপর তারা বললঃ কে সে? জবাবে তিনি চুপ থাকলেন, ফলে তারা আবার বললঃ কে সে? পরিশেষে তিনি বললেনঃ তিনি "সা'ঈদ ইবনে যায়েদ"[১]।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দশজন ছাড়াও আরো অনেককে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, যেমনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, বিলাল ইবনে রাবাহ, 'উকাশা ইবনে মুহসিন, জা'ফর ইবনে আবি তালিব এবং আরো অনেক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যাদের নাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে জান্নাতে যাবার সাক্ষ্য দেয়; কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তা এসেছে। তাদের ব্যতীত অন্যান্যদের ব্যাপারে কল্যাণের আশা রাখে; কেননা আল্লাহ তাদের জন্য সামগ্রিকভাবে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের উল্লেখ করার পর তাদের কাউকে অপর কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (النساء:٩٥).

"তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ 'হুসনা' বা সবচেয়ে ভাল পরিণামের ওয়াদা করেছেন"। [সূরা আন-নিসাঃ৯৫] এখানে 'হুসনা' বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে সাধারণ মুসলমানদের কারোর জন্য অকাট্যভাবে জান্নাত বা জাহান্নাম কোনটার হুকুম না লাগানোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। তবে

---

[১]হাদীসটি ইমাম আহমাদ (১/১৮৮) এবং সুনান গ্রন্থকারগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

তারা তাদের নেক্‌কারদের জন্য সওয়াবের আশা করে, বদকারদের জন্য শাস্তির ভয় করে, যদিও তারা অকাট্যভাবে এটা বিশ্বাস করে যে, তাওহীদের উপর কারো মৃত্যু হলে সে চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে থাকবেনা; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء:١١٦).

"অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া যাবতীয় গুনাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন"। [সূরা আন্‌নিসাঃ ১১৬]

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমানদের ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কর্তব্য, এবং তাদের দলভুক্ত থাকার আবশ্যকতা

ইমাম মুসলিম আবু রুকাইয়া তামীমুদ্দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(الديـــن النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)

"দ্বীন হলো নসীহত, দ্বীন হলো নসীহত, দ্বীন হলো নসীহত", আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! নসীহত কাদের জন্য? তিনি বললেনঃ "আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলমানদের ইমামের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য"[১]।

আল্লাহর জন্য নসীহত বলতে বুঝায়ঃ একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা, তাঁকে সম্মান করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছেই কোন কিছু কামনা করা, তাঁকেই ভালবাসা, তাঁর আদেশ মান্য করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা।

তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নসীহত হলোঃ তিনি যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন, তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ, তাঁর আদর্শ ও ভালবাসা অনুসারে পথ চলা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন শুধুমাত্র সে অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা।

মুসলমানদের ইমামের জন্য নসীহত বলতে বুঝায়ঃ তাদের জন্য দো'আ করা, তাদের ভালবাসা এবং আল্লাহর নির্দেশের গন্ডির ভিতরে তাদের আনুগত্য করা।

আর সাধারণ মুসলমানদের জন্য নসীহত বলতে বুঝায়ঃ তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, যেমনিভাবে আমরা আমাদের

---

[১]সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৫৫)।

নিজেদের জন্য শুভ কামনা করি তেমনিভাবে তাদেরও কল্যাণ কামনা করা, আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাদের জন্য যা কল্যাণকর হবে তা ব্যয় করা ও তাদের সহযোগিতা করা।

শাসকদের প্রতি আমাদের করণীয়ঃ

কুরআন, সুন্নাহ এবং এ উম্মাতের সালফে সালেহীন তথা সঠিক পথের দিশারী আলেমগণের ঐক্যমত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর নির্দেশের গন্ডির ভিতরে থেকে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যদিও তারা অত্যাচার করে, যতক্ষণ তিনি গুনাহর কাজের নির্দেশ না দিবেন। যদি গুনাহর কাজের নির্দেশ দেন তখন স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টি জগতের কারোরই আনুগত্য করা যাবেনা। তাদের পিছনে নামায পড়া ওয়াজিব, তাদের সাথে হজ্জ ও জিহাদ করা ওয়াজিব। যে সমস্ত মাস্‌আলার মধ্যে ইজ্‌তেহাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করার অধিকার রয়েছে সে সমস্ত মাস্‌আলাতে তার আনুগত্য করতে হবে। ইজ্‌তেহাদী বিষয়ে শাসকের উপর তার অনুসারীদের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়, বরং তারা সেগুলোতে শাসকের অনুসরণ করবে, তার মতের বিপরীত মত পরিত্যাগ করবে; কেননা সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ, তাদেরকে একত্রিতকরণ এবং বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ থেকে বেঁচে থাকা বিশেষ স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়। অনুরূপভাবে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে তাকে নসীহত করা, তার আনুগত্য ত্যাগ করার চেষ্টা পরিত্যাগ করা, এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা ওয়াজিব।

ইমাম ত্বাহাবী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'আমরা আমাদের ইমাম ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পক্ষে মত দেই না, যদিও তারা অত্যাচার করুক। আমরা তাদের উপর বদদো'আ করিনা, তাদের আনুগত্য ত্যাগ করিনা, আমাদের মতে যতক্ষণ তারা কোন গোনাহ বা অন্যায় কাজের নির্দেশ না দিবেন ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করা ফরয, মহান আল্লাহর আনুগত্যের শামিল। আমরা তাদের সঠিক পথ লাভ ও নিরাপত্তার জন্য দো'আ করি।

কুরআন ও সুন্নায় এর উপর অনেক দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে, তম্মধ্যে কুরআন থেকে প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ﴾ (النساء:٥٩).

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর আরো আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের"। [সূরা আন-নিসাঃ ৫৯]

হাদীস থেকে প্রমাণঃ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني)

"যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল, যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো, অনুরূপভাবে যে আমীর তথা শাসকের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, আর যে আমীরের অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হলো"[১]।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)

"গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়া ছাড়া পছন্দ অপছন্দ সর্বাবস্থায় তাদের কথা শোনা ও মানা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ওয়াজিব, যখন গুনাহের কাজের নির্দেশ দিবে তখন তা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না[২]"।

যাবতীয় বিশৃংখলা ও ভীতিমুলক পদ্ধতি ব্যবহার থেকে দুরে অবস্থান করে ইমামকে গোপনে নসীহত করা হচ্ছে রাসূলের নীতি বা আদর্শ। এর প্রমাণ হলোঃ ইমাম ইবনে আবী 'আসিম এবং অন্যান্যগণ কর্তৃক বর্ণিত 'ইয়াদ ইবনে গান্‌ম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(مــن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه)

---

[১] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭১৩৭)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭১৪৪)।

"যদি কেউ ক্ষমতাধর কাউকে নসীহত করতে চায় সে যেন তা প্রকাশ্যে না করে, বরং সে যেন তার হাত ধরে (অর্থাৎ গোপনে বলে) যদি সে তা গ্রহণ করল তবে তার কাজে আসল, আর যদি গ্রহণ না করল তাহলে সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করল"[১]।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উপস্থাপিত এ দলীল-প্রমাণগুলি গুনাহের কাজ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে ইমাম ও শাসকগোষ্ঠির আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছে, আমরা তার সার-সংক্ষেপ হিসাবে বলতে পারিঃ

১. গুনাহর কাজ ছাড়া সর্বাবস্থায় শোনা ও মানা ওয়াজিব।

২. শাসকগোষ্ঠী যদি নসীহত কবুল না করে তারপরও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা।

৩. যে কেউ শরীয়ত সমর্থিত পদ্ধতিতে শাসকগোষ্ঠীকে নসীহত করল এবং তাদের কর্মকান্ডের সমালোচনা করল সে গুনাহ থেকে মুক্তি পেল।

৪. ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা নিষেধ অনুরূপভাবে যে সমস্ত কারণে ফিৎনা বা অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে তা করাও নিষেধ।

৫. যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতাশীলদের থেকে এমন কোন সুস্পষ্ট কুফুরী প্রকাশ না পাবে যা কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিমত থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবেনা।

৬. কথা, কাজ ও বিশ্বাসে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শে পরিচালিত মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকা ওয়াজিব, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে, তাদের পথে চলতে হবে, হক ও ন্যায়ের পথে তাদের কথা এক রাখার ব্যাপারে আগ্রহ থাকতে হবে। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না বা তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা যাবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء:١١٥)

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে

---

[১] হাদীসটি ইবনে আবি আসিম তার সুন্নাহ গ্রন্থে (২/৫০৭) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস"। [সূরা আন-নিসাঃ ১১৫]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار)

"তোমাদের উপর ওয়াজিব একতাবদ্ধ থাকা; কেননা একতাবদ্ধ লোকদের সাথে আল্লাহর হাত রয়েছে, আর যারা তাদের থেকে বের হয়ে ভিন্ন হয়ে যাবে, ভিন্নভাবে সে জাহান্নামে যাবে"[১]।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية)

"কেউ তার আমীরের অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে সে যেন তার উপর ধৈর্য্যধারণ করে; কেননা মুসলমানদের দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্যুত হবার পরে কারো মৃত্যু হলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলে বিবেচিত হবে"[২]।

কুরআন ও হাদীসের এ সমস্ত বাণী প্রমাণ করছে যে, মুসলিম জামা'আতের সাথে থাকা, ক্ষমতাশীলদের ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি না করা ওয়াজিব। যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে; কেননা জামা'আত তথা একতাবদ্ধ থাকার মধ্যে রহমত রয়েছে পক্ষান্তরে বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে শাস্তি।

---

[১]তিরমিযী (হাদীস নং ২১৬৭), ইবনে আবি 'আসিম ঃ সুন্নাহ (হাদীস নং ৮০)।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭১৪৩)।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং তা ওয়জিব হওয়ার দলীল আর এতে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার অর্থ ও তা ওয়াজিব হওয়ার উপর দলীল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বেদ'আত (তথা দ্বীনে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদি) থেকে সাবধান করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্যের নিন্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার অর্থ ও তা ওয়াজিব হওয়ার উপর দলীল

আল্লাহ তা'আলা উম্মাতকে সম্মিলিতভাবে থাকা, কথা-বার্তায় ঐক্য বজায় রাখা এবং বিভিন্ন কাতারের মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন, তবে শর্ত হচ্ছে এ একতার ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষেধ করেছেন এবং উম্মাতের উপর বিচ্ছিন্নতার পরিণাম যে দুনিয়া ও আখেরাতে কি মারাত্মক হতে পারে তা বর্ণনা করেছেন। আর তা বাস্তবায়নের জন্যই আমাদেরকে দ্বীনের প্রধান মুলনীতি ও শাখা প্রশাখা তথা যাবতীয় ব্যাপারে মহান আল্লাহর কুরআনের কাছে ফয়সালার জন্য যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিচ্ছিন্নতার কারণ হয় এমন সবকিছু থেকে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং মুক্তির সঠিক পথ হলোঃ মহান আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা; কেননা এ দু'টো মুলতঃ যাকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিয়েছেন তার জন্য দুর্ভেদ্য দূর্গ এবং মজবুত বর্ম। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (آل عمران:١٠٣).

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার"। [সূরা আলে- ইমরানঃ ১০৩]

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রশিকে মজবুতভাবে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রশি হলোঃ মুফাসসিরদের মতেঃ আল্লাহর অঙ্গীকার বা কুরআন; কেননা

মুসলমানদের থেকে আল্লাহ যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা হলো কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। আল্লাহ একতাবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, মতানৈক্য করা থেকে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾ (الحشر:٧)

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"। [সূরা আল-হাশরঃ ৭] আল্লাহর এ বাণী দ্বীনের প্রধান প্রধান মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুকেই শামিল করে। আরো বুঝা যায় যে, রাসূল যা নিয়ে এসেছেন বান্দাগণ তা গ্রহণ করতে ও সে অনুসারে চলতে বাধ্য, তার বিরোধিতা করা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে রাসূল যদি কোন বিষয়ের হুকুম বর্ণনা করেন তবে তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত হুকুমের ন্যায়, ফলে তা ছাড়ার ব্যাপারে কারো কোন প্রকার ছাড় নেই, নেই কোন ওজর আপত্তি। তাঁর কথার উপর অন্য কারো কথাকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾(الأنفال: ٢٠).

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না"। [সূরা আল-আনফালঃ ২০] আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর বিরোধিতা করা ও তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণকারী কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখা থেকে সাবধান করেছেন, এ জন্যই বলেছেন ঃ ﴿ ولا تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾ অর্থাৎ তোমরা তার আনুগত্য ছেড়ে দিবে, তার নির্দেশ পালনে ও নিষেধকৃত বস্তু ত্যাগ করতে পিছপা হবে।

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

(النساء:٥٩)

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তবে

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারীদের, তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপন কর। এটা উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর"। [সূরা আন-নিসাঃ ৫৯]

হাফেয ইবনে কাসীর বলেনঃ 'আল্লাহর আনুগত্য কর' অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসরণ কর, আর 'রাসূলের আনুগত্য কর' অর্থাৎ তার সুন্নাহ আঁকড়ে ধর, এবং 'তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী' অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে যা কিছু নির্দেশ করে, কিন্তু আল্লাহর নাফরমানিতে নয়; কেননা আল্লাহর নাফরমানি করে সৃষ্টি জগতের কারো আনুগত্য নেই। আর আল্লাহর বাণী 'যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপিত কর' এর অর্থ সম্পর্কে মুজাহিদ বলেনঃ অর্থাৎ 'আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নার দিকে'।

এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ যে, দ্বীনের মৌলিক ও সাধারণ বিধি-বিধান যে কোন বিষয়েই মানুষের মধ্যে মতভেদ ঘটবে তাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নার দিকে ফিরে যেতে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (الشورى: ١٠)

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন - তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট"। [সূরা আস শূরাঃ ১০] সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ যে বিষয়ে কোন হুকুম দিবে, আর কুরআন ও সুন্নাহ তা শুদ্ধ বলে মত দিবে তাই সত্য, সত্যের পরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কীই বা আছে? এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক' অর্থাৎ দ্বন্দপূর্ণ ও অজ্ঞতা জনিত বিষয়ের ফয়সালা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দাও, আর তাদের মধ্যে যে এ দু'য়ের দিকে ফিরে আসবে না সে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার নয়। আর আল্লাহর বাণীঃ 'এটা উত্তম' অর্থাৎ মতভেদ নিরসনে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে বিচার-ফয়সালা নেয়া ও সেদিকে ফিরে আসা উত্তম, আর ﴿ أحسنُ عملاً ﴾ এর অর্থঃ 'শেষফল ও পরিণামের দিক থেকে তা ভালো ও উৎকৃষ্ট'। সুদ্দী এরূপ বলেছেন, আর মুজাহিদ বলেনঃ (এর অর্থ) 'প্রতিফলের দিক থেকে তা উত্তম। আর এ মতটি অধিক নিকটবর্তী'[১]। কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে

[১] তাফ্সীরে ইবনে কাসীর (২/৩০৪)।

ধরা এবং প্রত্যেক বিষয়ে কুরআন ও সুন্নার দিকে প্রত্যাবর্তন করার আবশ্যকতার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে বহু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর দিকে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব হওয়ার উপর রাসূলের সুন্নাহ থেকেও অনেক প্রমাণাদি রয়েছে, তম্মধ্যেঃ ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثاً، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের তিনটি বস্তুতে সন্তুষ্ট হন আর তোমাদের তিনটি বস্তুতে অসন্তুষ্ট হন, তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন যদি তোমরা তাঁর ইবাদাত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না কর, তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হও, আর তোমাদের উপর আল্লাহ যাকে শাসক বানিয়েছেন তাকে নসীহত কর। তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট তিনটি কাজে, কথাবার্তায় বাড়াবাড়ি করা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করা"[১]।

অনুরূপভাবে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي)

"আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ"[২]।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

(تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك)

---

[১] সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৭১৫)।

[২] ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় (২/৮৯৯) হাদিসটি বর্ণনা করেন।

"আমি তোমাদেরকে শুভ্র আলোতে রেখে যাচ্ছি রাত্রি যেখানে দিনের মত, এরপর যার ধ্বংস অনিবার্য সে ব্যতীত কেউ তা থেকে বক্রতা অবলম্বন করে না"[১]।

'ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)

"তোমাদের উপর ওয়াজিব আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে সঠিক পথের দিশা প্রদানকারী, হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করা, তোমরা দাঁত চেপে তা আঁকড়ে ধরে রাখবে"[২]।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের মধ্যে যারা তার সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদের ব্যাপারে এমন মহান সুসংবাদ ও উচ্চ মর্যাদার সুখবর দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মু'মিন যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান অবশিষ্ট আছে তা অর্জনে ও তার বাস্তবায়নে সদা তৎপর থাকবে, আর তা হলোঃ জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য। সে সুসংবাদটি এসেছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)

"আমার প্রত্যেক উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যে অস্বীকার করল সে ব্যতীত"। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করল? তিনি বললেনঃ "যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ (১/১৬), ভূমিকা, আলবানী সংকলিত সহীহ ইবনে মাজাহ (১/৬)।

[২] সুনানে আবি দাউদ (৫/১৩), তিরমিযী (৭/৪৩৮) তুহফাতুল আহওয়াজী সমেত।

অবাধ্য হলো সে অস্বীকার করল"[১]।

রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করার চেয়ে বড় সুন্ন াহকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার কোন দিকে আছে কি? আর তা দ্বীনের মধ্যে নতুন পথ ও মত সৃষ্টি করার মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে।

জানা কথা যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলোঃ ঐ দল যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের পথে চলবে, আর সেটাই হলো আল-জামা'আত, বা সুনির্দিষ্ট দল। উবাই ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ 'তোমাদের উপর ওয়াজিব সুনির্দিষ্ট সত্য পথ ও সুন্নার উপর চলা; কেননা কোন বান্দা সুনির্দিষ্ট সত্য পথ ও সুন্নার উপর অটল থেকে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে তার চক্ষু সিক্ত হলে তাকে জাহান্নামের অগ্নি কক্ষনো স্পর্শ করবে না। সুনির্দিষ্ট সত্য পথ ও সুন্নার উপর মধ্যম পর্যায়ের আমল করা সুনির্দিষ্ট সত্য ও সুন্নার বিপরীতে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম'।

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭২৮০)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেদ'আত থেকে সতর্কীকরণ

বেদ'আতের সংজ্ঞাঃ

বেদ'আতের আভিধানিক অর্থঃ দ্বীনের মধ্যে পূর্ববর্তী কোন নজীর ছাড়াই কোন কিছুর উদ্ভব ঘটানো। এ অর্থই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে মহান আল্লাহর বাণীতেঃ

﴿ بَدِيعُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (البقرة:١١٧).

"আসমানসমূহ ও যমীনকে নতুনভাবে সৃষ্টিকারী"। [সূরা আল- বাকারাহঃ ১১৭]

শরীয়তের পরিভাষায় বেদ'আত বলতে বুঝায়ঃ দ্বীনের মধ্যে যে সকল নব উদ্ভাবিত ইবাদাত ও বিশ্বাস কুরআন, সুন্নাহ অথবা এ উম্মাতের সালাফ তথা সঠিকপন্থী ওলামাদের ঐক্যমতের বিরোধী হয়।

বেদ'আতের ভয়াবহতাঃ

বেদ'আত ও দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিস্কার করার পরিণতি মারাত্মক। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাবও ভয়াবহ। বরং দ্বীনের সকল মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার উপরও তা খারাপ প্রভাব ফেলে। সুতরাং বেদ'আত হলোঃ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটানো, না জেনে আল্লাহর উপর কোন কথা আরোপ করা, আর দ্বীনের মধ্যে এমন বস্তুর প্রবর্তন করা যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। আমল কবুল না হওয়া এবং উম্মাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণও বেদ'আত। বেদ'আতকারী যেমনিভাবে তার নিজের গুনাহ বহন করবে তেমনিভাবে যারা তার বেদ'আতের অনুসারী হবে তাদের সবার গুনাহ বহন করবে। অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'হাউযে'র পানি পান করা থেকে মাহরূম হওয়ার কারণও বেদ'আত। সাহল ইবনে সা'আদ আল-আনসারী এবং আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(أنـــا فَرَطُكم على الحوض من مرّ عليّ شرب ومن شرب لا يظمأ أبداً ليردن

عـــليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن غيّر بعدي)

"আমি 'হাউযে'র কাছে তোমাদের 'ফারাত্ব' (অগ্রগামী ব্যক্তি) হব, যে আমার কাছ দিয়ে যাবে সে পান করবে, আর যে পান করবে সে কক্ষণো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে কোন কোন জাতি এসে পৌঁছবে যাদেরকে আমি চিনি, আর তারাও আমাকে চিনে, তারপর তাদের ও আমার মাঝে বাধার সৃষ্টি করা হবে, তখন আমি বলবঃ অবশ্যই এরা আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। তখন বলা হবেঃ আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কী নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তখন আমি বলবঃ "যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা 'সুহক্ব' তথা দুর হও, বা তারা ধ্বংস হোক"[১]।

হাদীসে উল্লেখিত 'ফারাত্ব' শব্দের অর্থঃ কাফেলার অগ্রগামী ব্যক্তি যিনি তাদের জন্য পানি তালাশ করতে যান। হাদীসে উল্লেখিত আরেকটি শব্দঃ 'সুহক্ব' যার অর্থঃ ধ্বংস অথবা রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়া।

বেদ'আত দ্বীনকে বিভৎসকারী, এর বিভিন্ন নিদর্শনকে পরিবর্তনকারী। মোট কথাঃ মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কর্মকান্ডে বেদ'আত অত্যন্ত ভয়াবহ।

বেদ'আতের কারণঃ

বেদ'আতের অনেক কারণ আছে, সবচেয়ে বড় কারণ হলোঃ মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং সালফে সালেহীন তথা উম্মাতের সঠিক পথের দিশা প্রাপ্ত পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল লোকদের আদর্শ থেকে দূরে অবস্থান করা, যা শরীয়তের উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতায় নিপতিত করতে বাধ্য।

বেদ'আত প্রসার লাভের অন্যতম কারণ হচ্ছেঃ সন্দেহসুচক বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা, শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধি নির্ভর হওয়া, অসৎলোকদের সংসর্গ, দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস-বেদ'আতীগণ যে গুলো দ্বারা তাদের বেদ'আতের উপর দলীল গ্রহণ করে থাকে- সেগুলোর উপর ভিত্তি করা, কাফেরদের অনুকরণ, পথভ্রষ্টদের অন্ধ অনুসরণ

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৫৮৩), (৬৫৮৪), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ২২৯০)।

ইত্যাদি বিভিন্ন মারাত্মক কারণসমূহ ।

বেদ'আতের ভয়াবহতাঃ

কুরআন ও সুন্নায় কেউ গবেষণা করলে দেখতে পাবে যে, দ্বীনের মধ্যে বেদ'আত করা হারাম আর তা বেদ'আতকারীর উপর পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হবে। এখানে কোন বেদ'আত থেকে অন্য বেদ'আতকে ভিন্ন ভাবে দেখার ও তারতম্য করার সুযোগ নেই। যদিও বেদ'আতের আকৃতি প্রকৃতি হিসেবে তার হারামের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে।

জানা কথা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদ'আতকে নিষেধ করে যা বলেছেন তা একভাবেই এসেছে, তিনি বলেছেনঃ

(إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)

"তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) নতুনভাবে উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে; কেননা (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত পন্থাই বেদ'আত, আর প্রত্যেক বেদ'আতই ভ্রষ্টতা"[১] ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

"যে আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছুর উদ্ভব ঘটাবে যার অস্তিত্ব এখানে নেই তা প্রত্যাখ্যাত হবে"[২] ।

এ দু'টি হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত পন্থাই বেদ'আত। আর প্রত্যেক বেদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ ইবাদাত ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বেদ'আত করা হারাম, তবে বেদ'আতের প্রকৃতি অনুসারে হারামেরও স্তর রয়েছে। তম্মধ্যে কোনটি স্পষ্ট কুফরী যেমনঃ

---

[১] হাদিসটি বর্ণনা করেন ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ (১/৪৩৫), দারমী তার সুনান (১/৭৮), হাকিম তার মুস্তাদরাকঃ (২/৩১৮) এবং সহীহ সনদ বলে মত পেশ করেছেন, ইমাম যাহাবীও তা সমর্থন করেছেন।

[২] সহীহ বুখারী (হাদীস নং ২৬৯৭), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৭১৮)।

কবরবাসীর নৈকট্যলাভের জন্য তার কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা, কবরবাসীর জন্য যবেহ ও মানত করা, কবরবাসীকে কিছু চাওয়ার জন্য আহবান করা এবং বিপদে তাদের কাছে উদ্ধার কামনা করা। আবার কোন কোন বেদ'আত শির্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমনঃ কবরের উপর ঘর তোলা, কবরের কাছে নামায ও দো'আ করা। আবার কোন কোন বেদ'আত গুনাহ ও নাফরমানী যেমনঃ এমন কোন ঈদ বা পর্ব পালন করা যার অস্তিত্ব শরীয়তে নেই, বেদ'আতী যিকির আযকারসমূহ, বিয়ে না করা তথা বৈরাগ্য অবলম্বন, সূর্যের তাপে দাঁড়িয়ে থেকে রোযা রাখা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্যের নিন্দা

বিচ্ছিন্নতা নিন্দনীয় হওয়ার দলীলঃ

আল্লাহ তা'আলা বিচ্ছিন্নতাকে নিন্দা করেছেন এবং যে সমস্ত পথ ও কারণ বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় তা থেকে নিষেধ করেছেন। বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ করা থেকে সাবধান করে, তার খারাপ পরিণাম নির্দেশ করে এবং তা যে দুনিয়াতে অসম্মানের অন্যতম বৃহৎ কারণ আর আখিরাতে শাস্তি, লজ্জাজনক পরিণতি এবং কালো চেহারা বিশিষ্ট হওয়ার কারণ তা বর্ণনা করে কুরআন ও সুন্নায় অনেক দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(آل عمران:١٠٥-١٠٧).

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে, যাদের মুখ কালো হবে (তাদের বলা হবে) তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফুরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফুরী করতে। আর যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে"। [সূরা আলে-ইমরানঃ ১০৫-১০৭]

ইবনে আব্বাস বলেনঃ "'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' (তথা সুন্নাতের অনুসারী এবং এক মত ও পথে সুসংঘবদ্ধ যারা তাদের) চেহারা শুভ্র হবে, আর যারা বেদ'আত কারী এবং মতানৈক্যকারী তাদের চেহারা কালো হবে'।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا

﴿يَفْعَلُونَ﴾ (الأنعام:١٥٩).

"যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়, তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন"।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এ প্রমাণ বহণ করছে যে, বিচ্ছিন্নতা নিন্দনীয়, মুসলিম জাতির উপর দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণতি ভয়াবহ এবং এ বিচ্ছিন্নতাই আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদের ধ্বংসের কারণ। আর এটাই মানুষের মধ্যে ঘটে যাওয়া যাবতীয় বক্রতার কারণ।

রাসূলের সুন্নাহ থেকে এর প্রমাণঃ বিচ্ছিন্নতাও মতানৈক্যের নিন্দায় এবং দলবদ্ধভাবে পরস্পর মিলেমিশে থাকার উপর উৎসাহিত করে অনেক হাদীস এসেছে, তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ কর্তৃক মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি দাঁড়ালেন, তারপর বললেনঃ "সাবধান! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেনঃ

(ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمـــة ستتفرق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة)

"সাবধান! তোমাদের পূর্ববতী আহলে কিতাবগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর এ উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, তম্মধ্যকার বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, এক দল জান্নাতে যাবে, আর তাহচ্ছে 'আল জামা'আত'[১]"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, নিঃসন্দেহে তারা ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতই মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হবে বলেছেন তা হতে পারে শুধু দ্বীনের ব্যাপারে, হতে পারে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টির ব্যাপারে, যার শেষ পরিণতি দ্বীনের ব্যাপারে

[১] হাদিসটি ইমাম আহমাদ (৪/১৫২), আবু দাউদ (৫/৫) ও অন্যান্যগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন।

এসে ঠেকবে। আবার হতে পারে তা শুধু দুনিয়াবী ব্যাপারে। সে যাই হোক, এ উম্মাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য ঘটবেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে সাবধান করে গেছেন যাতে করে আল্লাহ যাকে তা থেকে নিরাপদ রাখতে চান তিনি তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণঃ

আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব, পূর্ববর্তী সমস্ত জাতির ধ্বংসের পিছনে যা কাজ করেছে তাহলো বিচ্ছিন্নতা এবং মতানৈক্যের আধিক্য, বিশেষ করে তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের মধ্যে মতভেদে লিপ্ত হওয়া।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখতে পেলেন সিরিয়া ও ইরাকের অধিবাসীগণ কুরআনের বিভিন্ন হরফ নিয়ে এমন মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ছে যা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, তখন তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ "আপনি এ উম্মাতকে উদ্ধার করুন, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন মতে বিভক্ত না হয়ে পড়ে"। এ থেকে আমরা দুটি বিষয়ের শিক্ষা পাইঃ

একঃ এ ধরনের মতভেদ করা হারাম।

দুইঃ আমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা নেয়া, তাদের অনুরূপ হওয়া থেকে সাবধান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾

(البقرة:١٧٦).

"সেটা এ জন্যই যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অবশ্যই তারা সুদূর বিবাদে লিপ্ত"। [সূরা আল- বাকারাহঃ ১৭৬]

এবং আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾

(آل عمران:١٩)

"আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের

নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল"। [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে এর দলীল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

"তোমাদেরকে আমি যতক্ষণ কোন কিছু বলা থেকে বিরত থাকি ততক্ষণ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণ কেবলমাত্র তাদের নবীদেরকে বেশী প্রশ্ন করার ও মতভেদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছিল। সুতরাং তোমাদেরকে যখন আমি কোন বস্তু থেকে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করবে, আর যখন কোন কাজ করতে আদেশ করি তখন তা যতটুকু সম্ভব পালন করবে"[১]।

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়নি তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন; কেননা পূর্ববর্তীদের ধ্বংশের কারণই ছিলো অধিকহারে প্রশ্ন উত্থাপন এবং নাফরমানী তথা তাদের নবীদের নির্দেশের বিরোধিতার মাধ্যমে তাদের সাথে মতভেদে লিপ্ত হওয়া।

মতানৈক্য কি রহমত স্বরূপ?

(اختلاف أمتي رحمة) "আমার উম্মাতের মতানৈক্য রহমত" এ বানোয়াট হাদীসের উপর ভিত্তি করে কিছু লোক দাবী করে যে, মতভেদ রহমত। এ কথা কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেক দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। আমরা ইতিপূর্বে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছি যাতে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে। চিন্তাশীল ও গবেষকদের জন্য তাই যথেষ্ট।

বরং কুরআন প্রমাণ করছে যে, ভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হওয়ার সাথে রহমত একসাথে থাকতে পারে না বরং তার একটি অপরটির বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ (هود:١١٨، ١١٩)

---

[১]সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৭২৮৮), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ১৩৩৭)।

"তারা মতভেদ করতেই থাকবে তবে তারা নয় যাদেরকে আপনার প্রতিপালক রহমত করেন"। [সূরা হুদঃ ১১৮-১১৯]

যে হাদীসটি দিয়ে উপরোক্ত মতের দাবীদারগণ দলীল নিয়েছেন সে হাদীসটি বাতিল, কোন অবস্থায়ই শুদ্ধ হতে পারে না। হাদীসের কোন কিতাবেই এ ধরনের হাদীস পাওয়া যায় না। আর এটাই উপরোক্ত দাবী বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সর্বোপরি তা সুস্থ বিবেকেরও বিরোধী; কেননা ছোট খাট মাসআলায় মতানৈক্য করার কারণে মানুষের মাঝে যে হিংসা, হানাহানি, সম্পর্কচ্যুতি, বরং অনেক সময় হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহের রূপ ধারণ করার মত মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা জানার পরে কোন বিবেকবান ব্যক্তি মত-পার্থক্যকে রাহমত হিসাবে কল্পনা করতে পারে না।

বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ঃ

জানা কথা যে, মুক্তি প্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত দল হলোঃ আল জামা'আত। আর জামা'আত হলো ঐ সমস্ত লোকদের দল যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করে চলে। তারা এ পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, এ পথ থেকে তারা ডানে বামে সামান্যও সরে যায় না।

শাত্বেবী রাহেমাহুল্লাহ তার 'ই'তিসাম' গ্রন্থে বলেনঃ 'জামা'আত হলোঃ যার উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ এবং সঠিকভাবে তাদের অনুসারীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন'। সুতরাং মুক্তির পথ হলোঃ কথা, কাজ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথের অনুসরণ করা। তাদের বিরোধিতা বা তাদের থেকে পৃথক মত ও পথ গ্রহণ না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء:١١٥)

"আর যে কেউ সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তাকে আমরা যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় সেদিকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করাব, আর তা কত মন্দ আবাস!"। [সূরা আন-নিসাঃ ১১৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم

بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (الأنعام:١٥٣)

"আর এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। [সূরা আল- আন'আমঃ ১৫৩]

রাসূলের সুন্নায় এসেছে, যা তিরমিযী ও অন্যান্যগণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

(لا تجتمع أمتي على ضلالة – أو قال: أمة محمد على ضلالة – ويد الله على الجماعة)

"আমার উম্মাত অথবা বলেছেনঃ "মুহাম্মাদের উম্মাত কোন ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমতে পৌঁছবে না। আর আল-জামা'আতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে"[১]।

আর এর মাধ্যমেই আমরা এ বইয়ের সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি যে, মুক্তির পথ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলোঃ আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারীমকে আঁকড়ে ধরা। বস্তুতঃ এটা এমন এক কিতাব যার সামনে বা পিছনে কোন দিক দিয়ে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না, সর্বপ্রশংসিত, ও সবচেয়ে বিজ্ঞ যিনি তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে মুক্তি ও সৌভাগ্য নির্ভর করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে প্রমাণিত পবিত্র সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, যিনি নিজ মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা সবই তার কাছে পাঠানো ওহী। কেননা ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও শরীয়তের একমাত্র উৎস হলো এ দু'টি অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং এ পথ থেকে যে আদর্শ দূরে থাকবে সেটা হবে ক্ষতিকারক। তাই সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা মু'মিনদের পথ, সমস্ত জগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের পথ, মজবুত দূর্গ। আর এ আদর্শ দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতকে বেদ'আতকারীদের বেদ'আত, বাতিলপন্থীদের উদ্ভাবিত পন্থা, মূর্খদের অপব্যাখ্যা এবং সীমালংঘনকারীদের পরিবর্তন-পরিবর্ধন

---

[১] তিরমিযী হাদীসটি (৪/৪৬৬) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

থেকে হেফাযত করবেন। এ পথেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ জাতির অবস্থা সংশোধিত হয়েছিল। তাই এ আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আমাদের কোন শান্তিও নেই, সফলতাও নেই।

দারুল হিজরাহ তথা মদীনার ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'যা দ্বারা এ উম্মাতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা সঠিক পথে সংশোধিত হয়েছিল কেবলমাত্র তা দিয়েই এর পরবর্তী যুগের লোকেরা সংশোধিত হবে'। এ উম্মাতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্ন ার অনুসরণের মাধ্যমেই সংশোধিত হয়েছিল। এখানে আরেকটি বিষয় প্রত্যেক মুসলিম মাত্রই জানা জরুরী, তা'হলো কুরআন ও সুন্ন ার উপর আমল করা যেন সালফে সালেহীন তথা সৎকর্মশীল পূর্ববর্তী মনিষীদের বুঝ ও তাদের কর্মপন্থা অনুসারে হয়; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء:١١٥)

"আর যে কেউ সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তাকে আমরা যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় সেদিকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্ন ামে তাকে দগ্ধ করাব, আর তা কত মন্দ আবাস!"। [সূরা আন-নিসাঃ ১১৫]

সুতরাং মু'মিনদের পথ তথা সাহাবা এবং সঠিকভাবে তাদের অনুসারী হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণের পথের অনুসরণই হচ্ছে মুক্তির পথ।

আমরা আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি তিনি যেন মুসলিম জাতিকে তাদের প্রভুর কিতাব কুরআনুল কারীম ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্ন াহ এবং মু'মিনদের পথকে আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করেন।

আর সর্বশেষ আমাদের দো'আ থাকবে যে, সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রভু আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও তার সমস্ত সাথীদের উপর সালাত পেশ করুন।

সূচীপত্র

রাজকীয় সাউদি আরবস্থ
ওয়াক্‌ফ, প্রচার,দিক-নির্দেশনা ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তার তত্ত্বাবধানে
আল মাদীনা আল মুনাওওয়ারায় অবস্থিত
বাদশাহ ফাহ্‌দ পবিত্র কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স
এর পক্ষ হতে "কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ"
বইটির বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রথম প্রকাশ উপলক্ষ্যে আনন্দিত।
মন্ত্রণালয় আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এ কামনা করছে তিনি যেন এর মাধ্যমে
সাধারণ মুসলমানদের উপকৃত করেন এবং খাদেমুল হারামাইন আশ্‌শারীফাইন
বাদশাহ্‌ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল আযীয আল সাউদকে
আল্লাহ্‌র পবিত্র কিতাব এবং মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে
উপকারী জ্ঞানপূর্ণ বইসমূহ প্রকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর মহান প্রচেষ্টার
জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন।

আল্লাহ্‌ তাওফীক দানকারী।